রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ২৮ আষাঢ় - ৩ শ্রাবণ, ১৪২৬ ঃ ১৩ জুলাই - ১৯ জুলাই, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 38, 13 July -19 July, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রথযাত্রার ভিড়ে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে নীলাচল ধাম

পুরী। কদিন আগের ফণীকে অতীত প্রতিপন্ন করে ভক্তদের সমাগম ঘটছেন সেখানে।

রবিবার: কর্ণাটকে ফের শুরু হয়েছে সরকার পরিবর্তনের

তোড়জোড়। কংগ্রেস সমর্থিত জেডিএসের মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর সরকার কিছুদিনের মধ্যেই পড়ে যাবে বলে দাবি করছে বিজেপি। ১৩ জন সরকার সমর্থক বিধায়ক ইস্তফা দেওয়ার পরই দাক্ষিণাত্যের এই রাজ্যে অচলাবস্থা জারি হয়েছে।

সোমবার: কথায় বলে বাণের জলের তোড়ে সাপ-ব্যাং সহাবস্থানে চলে আসতে বাধ্য হয়।

দেশজুড়ে বিজেপির প্রবল আধিক্যে এ রাজ্যে না হোক সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ সিপিএম-তৃণমূল সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা অবাক করছে রাজনৈতিক মহলকে।

মঙ্গলবার: বিধাননগরের মেয়র তথা বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা সব্যসাচী

দত্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে দলীয় নেতৃত্ব। তবে পরবর্তী নেতা ঠিক করা নিয়ে আবার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা চক্রবর্তী ও ডেপুটি মেয়র তাপস চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে বলে খবর। এমতাবস্থায় ফের মুকুল রায়ের সঙ্গে দেখা গেছে সব্যসাচীবাবুকে।

বুধবার: রোজভ্যালি তদন্তে এবার তলব পেলেন বিশিষ্ট

অভিনেতা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। অভিনেতা জানিয়েছেন তিনি ইডি দফতরে যাবেন ও সবরকম সাহায্য করবেন তদন্তের কাজে।

বৃহস্পতিবার: সারা দেশকে মুহ্যমান করে বিশ্বকাপ থেকে

বিদায় নিল ভারত। রবীন্দ্র জাদেজা ও মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রবল লড়াই সত্ত্বেও ওপরের দিকের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা ডোবাল বিরাট বাহিনিকে।

শুক্রবার: বিধায়কদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিলেন ভুল কবুল

করে নিজেদের শোধরানোর চেষ্টা করুন। এছাড়া অহেতুক কলকাতা না এসে জেলার বিধায়কদের নিজেদের কেন্দ্র আঁকড়ে থাকার পরামর্শও দিলেন মমতা। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াস সবই প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ক্লাস ছেড়ে পথে শিক্ষকরা

দীর্ঘ আন্দোলনের পর দাবি মানল সরকার

ক্যানিং বিডিও অফিসে অবস্থানে সামিল এসএসকে-এমএসকে শিক্ষক শিক্ষিকারা।

কুনাল মালিক ও সুভাষ চন্দ্র দাশ

রাজ্যে প্রায় ৫৫০০০ শিক্ষক যুক্ত আছেন শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এসএসকে) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে (এমএসকে) ১৯৯৯ সালে এসএসকে এবং ২০১৩ সালে এমএসকে শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে। এসএসকে-এর শিক্ষক শিক্ষিকাদের মাসিক সাম্মানিক ৫৯৫৪ টাকা এবং এমএসকে এর সাম্মানিক ৮৯৩০ টাকা। এছাড়া তাদের কোনও বোনাস, পেনশন নেই। গত মার্চ মাস থেকে এসএসকে এবং এমএসকে এর সংগঠন শিক্ষা ঐক্য মঞ্চ তাদের বেতন বৃদ্ধি এবং শিক্ষা দফতরের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য লাগাতার আন্দোলন করে আসছে। শিক্ষা দফতরের সামনে ১৪ দিন ধর্নায় বসেছিল সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা। গত ১৮ জুন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সেই ধর্না স্থলে এসে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে। কিছুটা সময় দেওয়া হোক। গত ৫ জুলাই শিক্ষা ঐক্য মঞ্চের সদস্যরা বিধানসভা অভিযান করে। ঠিক হয় ১৮ জুলাই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের দফতরে ডেপুটেশন দেবেন শিক্ষকরা। এরপর পাঁচের পাতায়

এবার পথে উস্থি টিচার্স সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার আবার কলকাতার রাজপথে আন্দোলনে নামল উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সারা রাজ্য থেকেই প্রতিনিধিরা করুণাময়ী থেকে মিছিল করে বিকাশ ভবনে যান। সংগঠনের দাবি ১৪ জন উস্থিয়ান নেতা শিক্ষককে অবৈধভাবে দূরবর্তী জায়গায় বদলি করা হয়েছে, তাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। এছাড়াও যোগ্যতার নিরিখে কেন্দ্রীয় হারে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে পি আর টি স্কেল মেনে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা পৃথা বিশ্বাস জানিয়েছেন প্রতিবারই শিক্ষামন্ত্রী মৌখিক আশ্বাস দেন, কিন্তু এবার আমরা লিখিত প্রতিশ্রুতি চাই। তা না হলে প্রয়োজনে ধর্না ও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। প্রসঙ্গত দিল্লির যন্তরমন্তরে মার্চ মাসে সংগঠন ধর্নায় বসেছিল।

উপরতলায় ঘেঁটে দিয়ে নিচের তলায় ধর ব্যাটাকে

শক্তি ধর

কাটমানি আর দল ছাড়ার আবহে গ্রাম বাংলায় তৃণমূলের নিচুতলার নেতা-কর্মীদের প্রতিক্রিয়ার সার কথা হল উপরের শিরোনাম। বীরভূমের ব্লক স্তরের এক নেতার অভিযোগ ছোটোখাটো কাটমানি নেওয়ার অপরাধে তারা বিক্ষোভের মুখে পড়লেও সারদা-নারদায় টাকা নেওয়া উপরতলার নেতারা দিব্যি মন্ত্রীত্ব করে চলেছেন। প্রমাণ জোগাড়ে সিবিআই, ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদ আর শুনানির খেলায় কেষ্ট-বিষ্টুরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ালেও চুনোপুঁটিদের দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষিপ্ত জনগণকে। কারণ একটাই দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের এক নেতার কথায় ক্রমেই দমবন্ধ হয়ে আসছে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের। প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে এদের জন্যই ভরাডুবি হয়েছে দলের।

কাটাছেঁড়া

রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির কারণ খুঁজতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা কিন্তু আর্থিক বেনিয়মে ধারাবাহিক প্রশ্রয় ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসকেই মূল দায়ী করেছেন। তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতার দাবি দলের ভরাডুবির জন্য দায়ী উপতলার নেতারাই। পাল্টা প্রশ্নে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সারদায় অভিযুক্তদের জন্য পথে নামার সিদ্ধান্ত কাদের? নারদার ভিডিও ফুটেজ সত্যি প্রমাণ হওয়ার পর বসে আছে কারা? পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীহীন বাংলা গড়ার জন্য সন্ত্রাসের নীল নকশা কাদের তৈরি? গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলতে থাকলেও চুপ করে বসে থাকল কারা? অনুব্রত মণ্ডলের মতো নেতাদের বাগাড়ম্বর সমর্থন করেছে কে? সিন্ডিকেট, বালি খাদান, প্রোমোটারিতে যুক্ত নেতা কর্মীদের মদত জোগাল কারা? সিবিআই পুলিশ কমিশনারকে ধরতে আসলে ধর্নায় বসল কে? সার্জিকাল স্ট্রাইকের প্রমাণ চেয়ে নরেন্দ্র মোদীকে জাতীয়তাবাদের জিগির তোলার সুযোগ করে দিল কে? সংখ্যালঘু তোষণের ইমেজ তৈরি করল কারা? দিনের পর দিন নির্বাচনী মঞ্চ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করে ভোটের মেরুকরণ ঘটালো কারা? নিজেদের পয়সা খরচ করে বিগ্রেডে মঞ্চ গড়ে ব্যর্থ নেতাদের সঙ্গে জোটের বার্তা দিল কারা? গ্রাম শহরে তোলাবাজিতে অতিষ্ঠ মানুষের কথা ভাবল না কারা? সরকারি কর্মী, শিক্ষকরা আর্থিক বঞ্চনার শিকার কাদের জন্য? সিঙ্গুরে প্রতারণা করল কারা? এত প্রশ্নের একটাই উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা নেত্রীরা। এখন ব্যর্থতার দৃষ্টি ঘোরাতে এরাই চিহ্নিত করেছেন নীচুতলার নেতা-কর্মীদের।

তৃণমূল নেত্রী নিয়ম করে জেলাওয়াড়ি সভা করছেন দলের অন্দরে। নানা নির্দেশ দিচ্ছেন। সম্প্রতি বিধায়কদের সভায় বলেছেন নিজেদের দোষ কবুল করে জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার। কিন্তু গ্রাম বাংলা জুড়ে যে অগুন্তি প্রশ্ন মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে তার উত্তর মিলছে কই। এইসব প্রশ্নকে সঙ্গে নিয়ে যত বড় পরামর্শদাতাই নিয়োজিত হোন না কেন তাতে বিশেষ ফল হবে বলে মনে করেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। বাংলায় 'ভোকাল টনিকে'-র উদ্গাতা এক বিখ্যাত ফুটবলার কোচ, একবার ডার্বি ম্যাচে হেরে গিয়ে বলেছিলেন এই টনিকের কাজ সাময়িক। রাঁধুনি যতই ভালো হোক চচ্চড়ির সরঞ্জাম দিয়ে কখনই বিরিয়ানি রাঁধা সম্ভব নয়।

নিজেই অসুখে ভুগছে গোবরডাঙা হাসপাতাল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মানুষের মৌলিক অধিকার গুলির একটি অন্যতম অধিকার হল, চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যের অধিকার। বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনে বিভিন্ন জনমুখী পদক্ষেপ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সেই পদক্ষেপ গুলির সফলতা নিয়ে জনমানসে ব্যাপক প্রশ্নের অবকাশ আছে। আর এই প্রশ্নের এক অন্যতম কেন্দ্র বিন্দু হল, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গোবরডাঙা হাসপাতাল। এটি গোবরডাঙা ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার এক অন্যতম ভরসাস্থল। এমনটা সত্ত্বেও প্রায় সাড়ে তিন বছর হাসপাতালটি ছাগলের তৃতীয় সন্তানের মতো সরকারি অবহেলার শিকার হয়ে, বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্থানীয়সূত্রে জানা যায় তিরিশ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটিতে বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, শল্য বিভাগ, চিকিৎসক কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার সহ সবরকমের ব্যবস্থাই বর্তমান। এসত্ত্বেও কোনও এক অজ্ঞাতকারণে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে আছে। সম্প্রতি স্থানীয় বিজেপির পক্ষ থেকে ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই, সাতদিনব্যাপী এক অনশন ধর্ণামঞ্চ করা হয়। ৬ জুলাই তারা পুরসভায় ডেপুটেশন দিতে গেলে পুলিশ ব্যারিকেড করে। সেই ব্যারিকেড ভেঙে ডেপুটেশনের চেষ্টা করা হলে পুলিশি লাঠি চার্জে প্রায় তিরিশজন বিজেপি কর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হন বলে জানান গোবরডাঙা 'রেনেসাঁস' নামক বিজ্ঞান ক্লাবের কার্যকরী সদস্য মানিক ঘোষ। গত মঙ্গলবার গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকেও পথসভা করা হয়। এই পরিষদের সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায় বলেন 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই হাসপাতালকে উপযুক্ত পরিষেবামুখী করার জন্য আন্দোলন সহ সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছি।' পবিত্রবাবু বলেন, ২০১৪ সালের ৪ নভেম্বর থেকে এটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। কেবল হাসপাতালের আউটডোরটি সপ্তাহে দু-তিনদিন একজন চিকিৎসকের মর্জি মতো দু-আড়াই ঘন্টা খোলা থাকে, অথচ হাসপাতালটিকে চালু রাখার জন্যে পরিকাঠামোর কোনও অভাব নেই। এরপর পাঁচের পাতায়

পথের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির ঠাকুরপুকুর-মহেশতলা ব্লকের অন্তর্গত ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পঞ্চানন্দতলায় বেহাল রাস্তায় চলাচল মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ময়নাগড় খাল পাড় হয়ে যে আশুতি হাই রোড আছে,সেস এলাকায় বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন ওই রাস্তায় দশ চাকার গাড়ি ঢোকে। তার ফলে রাস্তার হাল দীর্ঘদিন বেহাল হয়ে পড়েছে। নিত্যযাত্রীরা হেঁটে চলাচল করতে পারছে না। গত ১০ জুলাই স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে। স্থানীয় বাসিন্দা পাঁচু সরদার জানালেন, আমাদের রাস্তা চলাচলে খুবই সমস্যা হচ্ছে। রাস্তা সংস্কার দ্রুত হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরপুকুর-মহেশতলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিপ্লব মণ্ডল জানালেন হ্যাঁ কথাটা ঠিকই, কাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ হয়েছিল। আমি প্রধান ও উপপ্রধানকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে ছিলাম। খুব শীঘ্রই রাস্তা মেরামত করা হবে। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

ভিতরে
জগন্নাথ ও রথযাত্রা কেন? ছয়ের পাতায়
রেশন ডিলারদের আন্দোলন চারের পাতায়
কাজের নানা খবর দুয়ের পাতায়

বিচিত্র রাজনীতির দাঁইহাট

পুরসভায় যৌথ আন্দোলনে সামিল সিপিএম-বিজেপি

দেবাশিস রায়

অতীতে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির যৌথ পুরবোর্ড দেখেছেন দাঁইহাট শহরবাসী। সিপিএমের সমর্থনে কংগ্রেসের পুরবোর্ডও গঠিত হয়েছিল একবার। তাছাড়া কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মিলিজুলি পুরবোর্ড তো ছিলই। এবার সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির বোঝাপড়াটাও বাদ গেল না। তবে, বাম - রাম মিলিত পুরবোর্ড নয়। এই দুই বিরোধী দলের বোঝাপড়ার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বাসিন্দাদের সরকারি আবাস যোজনায় বেনিয়ম সহ একাধিক অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন কর্মসূচি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট পুরসভায় ৮ জুলাই বিরোধী সিপিএম ও বিজেপির কাউন্সিলররা যৌথ আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় বেনিয়ম সহ একাধিক অভিযোগ তুলে এদিন বিরোধী কাউন্সিলররা এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রবণ কুমার নন্দীর দপ্তরে দিনভর অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান বিদ্যুবরণ ভক্ত, বিজেপি কাউন্সিলর কাজলরানি সাহা প্রমুখ জনপ্রতিনিধিগণ। সেইসঙ্গে ওই দপ্তরের বাইরে অসংখ্য মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসেন কাটোয়া থানার আইসি শৈবাল বাগচি। ১৪টি ওয়ার্ড সংবলিত নিম্নমানের ও অত্যন্ত অবহেলিত এবং অনুন্নত দেড় শত বছরের পুরনো দাঁইহাট পুরসভায় বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের ৯জন, সিপিএমের ৩ জন, বিজেপির ১ জন এবং সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত ১ জন কাউন্সিলর রয়েছেন।

১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা প্রায় দুশক সিপিএমের পুরবোর্ড ছিল। তারপর প্রয়াত নেতা মদনমোহন দে'র নেতৃত্বে কংগ্রেস পুরবোর্ড গঠন করেছিল। এরপর পাঁচের পাতায়

ঘরে ঘরে জল, কষ্ট কল্পনা নয় তো?

শক্তিভূষণ সরকার

মোদী সররকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বৈঠকেই ২০২৪ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেটেও। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য কলের জল পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে প্রত্যেকেই। তবে গত ৭২ বছরে যা সম্ভব হয়নি তা কি মাত্র পাঁচ বছরে সম্ভব? দ্বিধা রয়েছে তা নিয়েও। একদিকে ভূগর্ভস্থ জলের যোগান কমছে অন্যদিকে স্বাভাবিক বৃষ্টি ব্যাহত। নদী নালা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে বিপুল পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের চাহিদা কি আদৌ মেটানো সম্ভব হবে নাকি আর দশটা প্রতিশ্রুতির মতই লাট খাবে বছরের পর বছর।

অধ্যাপক তারকমোহন দাসের কথায় এক একটা পূর্ণ বয়স্ক গাছ দিনে ২ থেকে ৩ টন জল মাটির তলা থেকে টেনে তোলে। এ দেশের বিভিন্ন বন জঙ্গলে কয়েক লক্ষ কোটি গাছ রয়েছে। তাদের জন্য মাটির তল কত জল থাকা দরকার। এর সাথে রয়েছে মাঝারি ও চারা গাছ। তাদের জন্যও তো কয়েক লক্ষ কোটি টন জল দরকার। গবাদি পশু ছাড়া বন্য জন্তু জানোয়ার পাখি থেকে কীট পতঙ্গ পর্যন্ত নানা জাত ও মানুষের প্রাণীজগতের জন্য কত জল লাগে! ১৩০

কোটি মানুষের পানীয় জলও কি কম। ১ লিটার করে ন্যূনতম জল পান করলেও তো দৈনিক ১৩০ কোটি লিটার জল দরকার। কৃষিকাজে অফুরন্ত জল প্রয়োজন। নদী-বন্দর রক্ষার্থে, নৌ চলাচলের স্বার্থে, নদীখাত বজায় রাখতে নদী দিয়ে প্রচুর জলের প্রবাহ টিকিয়ে রাখা দরকার। মৎস্য চাষের জন্য নদী, খাল, বিলের জল সম্পদ বজায় রাখতে হলে দরকার গ্যালন গ্যালন জল। এত বিপুল জলের মূল উৎস বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি কি আর আছে? বৃষ্টি কম হওয়ায় সর্বত্র জলের টান ধরেছে। অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু এত জলের যোগান কে দেবে, তা তিনি ভেবে দেখেন নি। বিরোধীদের কারও মাথায় এ প্রশ্ন জাগে নি। তারা হয়তো ভাবছেন জলের যোগান দেবে নদী-নালা-খাল-বিল। জলের যোগান আসবে পাতাল থেকে। কিন্তু সেখানে তো পর্যাপ্ত জল থাকে না। পর্যাপ্ত জলের ভাণ্ডার সমুদ্র। সমুদ্র থেকে জল সিঞ্চন করে স্থলভাগে বৃষ্টি যোগান দেয় জল। বস্তুত স্থলভাগের সমস্ত জলের মূল জোগান দাতাই বৃষ্টি।

১০০ বছর আগে স্থলভাগে জলের সমস্যা ছিল না। জলের সমস্যা জীবনভর থাকত মরু অঞ্চলে। সেখানকার মানুষ জলের অপচয় রোধের কথা ভাবত। ঋক বেদে মানব কার্যকারিতাকে প্রাধান্য দিয়ে জলের অপচয় রোধ করার ভাবনা চিন্তা রয়েছে। বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে মরু প্রায় অঞ্চলে। সেখানে জল রক্ষার তাগিদ দেখা যায়। বাষ্প রোধের জন্য কারেযজ প্রথায় জল ঢাকা দিয়ে রাখা হতো। মৌসুমী বিযৌত বাংলায় জলের আত্যন্তিক জোগানের জন্য জল সঞ্চয়ের কোনও প্রশ্নই থাকত না। এরপর পাঁচের পাতায়

জলাধার চুরির উত্তর মিলবে রেকর্ড যাচাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে জলচর্চা। ক্রমশ নাকি ফুরিয়ে আসছে ভূগর্ভের জলভাণ্ডার। জলসংকট তীব্রতর হতে চলেছে আগামী দশকে। পৃথিবীর তিনভাগ জল হলেও পানীয় জলের অভাবেই নাকি প্রাণ যাবে মনুষ্যকুলের। বাঁচার দাওয়াই হিসাবে কেউ বলছেন জলের অপচয় বন্ধ করার কথা। বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই ডাক দিয়েছিলেন 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের। এই প্রকল্পের অধীনে জোর দেওয়া ঢালাও জলাশয় খননে। সম্প্রতি বিধানসভায় প্রকল্পের সাফল্য দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন গত আট বছরে তিন লক্ষ পুকুর কাটা হয়েছে। এমনকি এই প্রকল্প রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও সেচের জল জোগাতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে সব আলোর পিছনে যেমন অবশ্যই অন্ধকার বাসা বাঁধে। তেমনই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত উপরিউক্ত সাফল্যের পিছনে রয়েছে শহর ও শহরতলিতে জলাশয় লোপাটের ভুরি ভুরি অভিযোগ। গত আট বছরে শাসক দলের কাউন্সিলর, মন্ত্রী স্থানীয় নেতাদের মদতে প্রোমোটিং-এর কোপে যত জলাধার চুরি হয়েছে সাফল্যের পাশাপাশি তার দায়ভারও অবশ্যই মুখমন্ত্রীকে নিতে হবে। নিজের প্রকল্পের সাফল্যের কথা তুলতে গিয়ে প্রত্যাশিত ভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের হিসাব শুধু যোগে নয় বিয়োগকে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে। অবশ্য জলাধার চুরি শহুরে সভ্যতার এক জেনেটিক রোগ। এই রোগ মহামারির আকার ধারণ করেছে বিগত বাম আমল থেকেই।

এই রোগ আটকাবার আদৌ কোনও উপায় আছে কি? ভূমি আধিকারিকদের কাছে এর উত্তর খুব সোজা। তাঁদের মতে এর অব্যর্থ ওষুধ রেকর্ড যাচাই। বামফ্রন্টের ৩৪ আর তৃণমূলের ৮। মোট ৪২ বছরের জলাভূমির রেকর্ড খতিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে জলাধার চুরির পরিমান। এমনকি জলাভূমির বাস্তু জমিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া বৈধ না অবৈধ ধরা পড়বে তাও। কিন্তু প্রশ্ন হল এই ওষুধ প্রয়োগ করবে কে? ব্লক থেকে জেলা ভূমি আধিকারিক থেকে ভূমি মন্ত্রী সকলেই নীরব দর্শক। জলাশয় বুজিয়ে প্রোমোটারি চক্রে জড়িয়ে রয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থের আমদানি-রফতানির হিসাব। শহরের সভ্যতা তাই মুখ্যমন্ত্রীর জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের থেকে ভালোবাসে জলাশয় ভরো, লাভ কর প্রকল্পকে।

সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন জলাশয় গণনা শুরু করেছে। এই গণনা ও রেকর্ড যাচাই শুরু করার সাহস কি কেউ দেখাতে পারবে? না পারলে জল সংকট নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণে লাভ কি?

অর্থনীতি

নয়া ভিত্তি প্রস্তর গড়ার কাজ চলছে ভারতীয় অর্থবাজারে

পার্থসারথি গুহ

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গপ্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। নমো–২ য়ের প্রত্যাবর্তনের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে যেন চলছে এমনই এক নতুন ভিত প্রস্তরের কাজ। এর ওপরের দিকটা যদি ১২ হাজার হয় নিফটির ভিত্তিতে, তাহলে নিচের জায়গাটা ১০–১০,৫০০ হতেই পারে। অন্তত এই অভিমত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞরাই।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোটাক সাহেব । তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথম থেকেই বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও এখন অবশ্য তাঁরা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির মাঝে তাঁদের কেনা স্বস্তি জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে জোরকদমে বাজারে ফেরার পরামর্শ থাকছে।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

কাজের খবর

নবোদয় বিদ্যালয়ে ২৩৬৪ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা, ক্লার্ক, নার্স নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩৬৪ জন পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (পিজিটি), ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (টি জি টি), লাইব্রেরিয়ান, স্টাফ নার্স, মিসলেনিয়াস টিচার, ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও লোহার ডিভিশন ক্লার্ক নিয়োগ করবে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি। এটি ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা।

বিষয় অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার : বায়োলজি : ৪৫টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। কমার্স : ১৬টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ইকনমিক্স : ৬৩টি (সাধারণ ৩০, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত ও ২টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ইংলিশ : ৩৭টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। হিন্দি : ৩৫টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ম্যাথস : ৪৮টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ফিজিক্স : ৩৯টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ১০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। কম্পিউটার সায়েন্স : ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কম্পিউটার সায়েন্স ছাড়া অন্য সব ক'টি বিষয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বা সমতুল বিষয়ে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতকোত্তর গ্রি্রি। ২ বছরের ইন্টিগ্রেটেড পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। টি জি টি হিসেবে অভিজ্ঞতা থাকলে কিংবা কোনও রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকলে কিংবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। ফিজিক্সের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গ্রাহ্য হবে। কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে বায়ো–কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স গ্রাহ্য হবে। ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লায়েট ইকনমিক্স ও বিজনেস ইকনমিক্স গ্রাহ্য হবে। বায়োলজির ক্ষেত্রে বটানি, জুলজি, লাইফ সায়েন্সেস, বায়ো ইকনমিক্স গ্রাহ্য হবে। বায়োলজির ক্ষেত্রে বটানি, জুলজি, লাইফ সায়েন্সেস, বায়ো সায়েন্সেস, জেনেটিক্স, মাইক্রো বায়োলজি, বায়ো টেকনোলজি, মলিকিউলার বায়ো, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি গ্রাহ্য হবে, যদি প্রার্থী স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে বটানি ও জুলজি পড়ে থাকেন। কমার্সের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং বা কস্ট অ্যাকাউন্টিং বা ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অন্যতম বিষয় হিসেবে পড়ে থাকলে আবেদন করা যাবে। অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স বা বিজনেস ইকনমিক্সে এম কম ডিগ্রিধারীরা আবেদন করবেন না।

কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক। অথবা যে কোনও শাখায় বি ই বা বি টেক, সঙ্গে কম্পিউটার সায়েন্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। অথবা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে এম এসসি বা এম সি এ। অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে বি এসসি অথবা বি সি এ। সঙ্গে যে কোনও শাখায় স্নানকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। অথবা যে কোনও শাখায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি সহ কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। অথবা ডোয়েক 'বি' লেভেল পাশ সঙ্গে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা ডোয়েক 'সি' লেভেল উত্তীর্ণ।

সব ক্ষেত্রেই প্রার্থীর বি এড ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক (কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার)। ইংরেজি এবং হিন্দি মাধ্যমে পড়ানোয় দক্ষ হতে হবে।

ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার : ইংলিশ : ২৭৯টি (সাধারণ ১২৯, তফসিলি জাতি ৪১, তফসিলি উপজাতি ২০, ও বি সি ৭৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৪)। এর মধ্যে ৬টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। হিন্দি : ৩২০টি (সাধারণ ১৪৬, তফসিলি জাতি ৪৮, তফসিলি উপজাতি ২৪, ও বি সি ৮৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৬)। এর মধ্যে ৭টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত ও ৬টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিব্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ম্যাথস : ২৫৬টি (সাধারণ ১১৭, তফসিলি জাতি ৩৮, তফসিলি উপজাতি ১৯, ও বি সি ৬৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৩)। এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ৬টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ম্যাথস : ২৫৬টি (সাধারণ ১১৭, তফসিলি জাতি ৩৮, তফসিলি উপজাতি ১৯, ও বি সি ৬৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৩)। এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ৬টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। সায়েন্স : ১৩৯টি (সাধারণ ৬৫, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি উপজাতি ১০, ও বি সি ৩৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। সোশ্যাল স্টাডিজ : ১৬০টি (সাধারণ ৭৩, তফসিলি জাতি ২৪, তফসিলি উপজাতি ১২, ও বি সি ৪৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ৩টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। ৪ বছরের ইন্টিগ্রেটেড ডিগ্রি কোর্স করে থাকলেও আবেদন করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কম্বিনেশনের প্রতিটি বিষয়েও অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। সি বি এস ই আয়োজিত সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিটি টেস্ট (সি টেট)–এ সফল হতে হবে। বি এড থাকা বাধ্যতামূলক। ইংরেজি এবং হিন্দি মাধ্যমে পড়ানোয় দক্ষ হতে হবে। কোনও রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকলে কিংবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

ইংরেজি ও হিন্দি বিষয়ের ক্ষেত্রে ডিগ্রিস্তরে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যথাক্রমে ইংরেজি ও হিন্দি পড়ে থাকতে হবে। ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে কম্বিনেশনের বিষয়গুলি হল : ফিজিক্সের পাশাপাশি কেমিস্ট্রি বা ইলেক্ট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স। ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির অনার্স ডিগ্রিধারীরা টি জি টি (ম্যাথমেটিক্স) পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। সায়েন্স বিষয়ের কোনও একটিতে অনার্স পড়ে থাকলে প্রথম দুই বছরে অন্য দু'টি বিষয়ও পড়ে থাকতে হবে এবং প্রতিটি বিষয়েই প্রতি বছরে অন্তত ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। সোশ্যাল স্টাডিজের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় তালিকার মধ্যে থেকে যে কোনও দুটি বিষয় নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। হিস্ট্রি এবং জিওগ্রাফি বা ইকনমিক্স বা পলিটিক্যাল সায়েন্স। অথবা জিওগ্রাফি এবং হিস্ট্রি বা পলিটিক্যাল সায়েন্স। হিস্ট্রি বা জিওগ্রাফি বিষয়ে অনার্স করে থাকলে কম্বিনেশনের অন্য তিনটি বিষয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে থাকতে হবে। প্রতি বিষয়ে প্রতি বছরে ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

মিসলেনিয়াস ক্যাটেগরি : মিউজিক : ১১১টি (সাধারণ ৫৩, তফসিলি জাতি ১৬, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি ২৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ৩টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। আর্ট : ১৩০টি (সাধারণ ৬১, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি উপজাতি ৯, ও বি সি ৩৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬)। এরমধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার (পুরুষ) : ১৪৮টি (সাধারণ ৬৯, তফসিলি জাতি ২২, তফসিলি উপজাতি ১১, ও বি সি ৩৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার (মহিলা) : ১০৫টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। লাইব্রেরিয়ান : ৭০টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মিউজিকের ক্ষেত্রে : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা, স্নাতক, সঙ্গে বিএড ডিগ্রি। অথবা উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে বম্বের গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয় মণ্ডল বা লখনউয়ের ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যালয়পীঠ বা মধ্যপ্রদেশের ইন্দিরা কলা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঙ্গীত বিশারদ পরীক্ষা অথবা এলাহাবাদের প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি থেকে সঙ্গীত প্রভাকর পরীক্ষা অথবা চণ্ডিগড়ের প্রাচীন কলা কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত ভূষণ বা সঙ্গীত নৃত্য বিশারদ পরীক্ষায় পাশ করেথাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য, সেক্ষেত্রে চণ্ডিগড়ের প্রাচীন কলা কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত ভাস্কর বা সঙ্গীত নৃত্যভূষণ পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে। ইংরেজি এবং হিন্দি মাধ্যমে পড়ানোয় দক্ষতা থাকলে অথবা কোনও রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। আর্টের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক সমতুল। সঙ্গে ড্রয়িং বা পেন্টিং বা স্কাল্পচার বা গ্রাফিক আর্ট বা ক্রাফটসে পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা করে থাকতে হবে। অথবা ড্রয়িং অ্যান্ড পেন্টিং, ফাইন আর্টসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন থেকে ফাইন আর্টস বা ক্রাফটসে চার বছরের ডিপ্লোমা। অথবা ফাইন আর্টসে বি এড ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলেও আবেদন করা যাবে। ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারেন। বি এড ডিগ্রি থাকলে অথবা ইংরেজি এবং হিন্দি মাধ্যমে পড়ানোয় দক্ষতা থাকলে অথবা কোনও রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচারের ক্ষেত্রে : ফিজিক্যাল এডুকেশনে স্নাতক ডিগ্রি অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সহ ডি পি এড। ইংরেজি এবং হিন্দি মাধ্যমে পড়ানোয় দক্ষতা থাকলে অথবা কোনও রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। লাইব্রেরিয়ান ক্ষেত্রে লাইব্রেরি সায়েন্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। অথবা যে কোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি, সঙ্গে লাইব্রেরি সায়েন্সে এক বছরের ডিপ্লোমা। পাশাপাশি, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় কাজ চালানোর মতো দক্ষতা থাকতে হবে। কোনও রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অথবা কম্পিউটার অপারেশন বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ সি) : ২৬টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে ক্যাটারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা। অথবা সি বি এস ই পরিচালিত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং অন্যতম ভোকেশনাল বিষয় হিসেবে হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং পড়ে থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। অথবা উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে ক্যাটারিংয়ে ১ বছরের ডিপ্লোমা এবং কোনও স্বীকৃত হোটেল বা প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (গ্রপ সি) : ১৩৫টি (সাধারণ ৬৩, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি উপজাতি ১০, ও বি সি ৩৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬)। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। পাশাপাশি, ইংলিশে মিনিটে ৩০টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ২৫টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ে ৬মাসের ডিপ্লোমা কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার অপারেশন ও ডেটা এন্ট্রি বিষয়ে পড়াশোনা করে থাকলে অবশ্য ডিপ্লোমা না করে থাকলেও চলবে।

ফিমেল স্টাফ নার্স : ৫৫টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২টি)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক এবং নার্সিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা। অথবা নার্সিংয়ের বিএসসি ডিগ্রি। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল বা রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কোনও হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হিন্দি বা আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজিতে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ৯–৮–২০১৯ তারিখে পি জি টি–র ক্ষেত্রে ৪০ বছরের মধ্যে, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে এবং বাকি সব ক'টি পদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। স্টাফ নার্স, ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ছাড়া বাকি পদের ক্ষেত্রে মহিলারাও বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : পি জি টি–র ক্ষেত্রে ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা। টি জি টি ও মিসলেনিয়াস টিচারের ক্ষেত্রে ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা। ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে ১৯,১০০–৬৩,২০০ টাকা। ফিমেল স্টাফ নার্স পদের ক্ষেত্রে ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও শিলিগুড়ি। পরীক্ষা হবে ৫ থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। পরীক্ষায় থাকবে পি জি টি–র ক্ষেত্রে রিজনিং এবিলিটি (১৫ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (১৫ নম্বর), টিচিং অ্যাপ্টিটিউড (২০ নম্বর), বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন (১০০ নম্বর), ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিটেন্সি টেস্ট (৩০ নম্বর)। মোট সময় ৩ ঘন্টা। টি জি টি ও মিসলেনিয়াস টিচারের ক্ষেত্রে থাকবে রিজনিং এবিলিটি (১০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (১০ নম্বর), টিচিং অ্যাপ্টিটিউড (১৫ নম্বর), বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন (১০০ নম্বর), ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিটেন্সি টেস্ট (৪৫ নম্বর)। মোট সময় ৩ ঘন্টা। মনে রাখবেন, ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিটেন্সি টেস্টে প্রার্থী পাশ করতে না পারলে পেপারের বাকি অংশ দেখা হবে না। স্টাফ নার্স এবং ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে থাকবে রিজনিং এবিলিটি (১৫ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স (১৫ নম্বর), বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন (৬০ নম্বর), ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিটেন্সি টেস্ট (৩০ নম্বর)। মোট সময় ২ ঘন্টা। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে থাকবে রিজনিং এবিলিটি (২৫ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (২৫ নম্বর), ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিটেন্সি টেস্ট (৩০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (২০ নম্বর), কম্পিউটার নলেজ (২০ নম্বর)। মোট সময় ২ ঘন্টা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই দুই ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে : www.navodaya.gov.in, www.nvrecruitment2019.org প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৯ আগস্ট পর্যন্ত।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে পি জি টি, টি জি টি, ফিমেল স্টাফ নার্স এবং মিসলেনিয়াস টিচারের ক্ষেত্রে ১,২০০ টাকা এবং ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে ১,০০০ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ আগস্ট।

যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে submit করুন। সাবমিযেথর পরে পূরণ করা অনলাইন দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ জুলাই – ১৯ জুলাই, ২০১৯

মেষ : নতুন বন্ধু লাভ, গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনেরমত ফল পাবেন না। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। কর্মে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

বৃষ : বিবিধ সমস্যা এলেও নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মে যশ ও খ্যাতি।

মিথুন : শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সাবধান থাকবেন। ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন । কর্মস্থলে সতর্ক থাকতে হবে। পড়াশুনায় মান বসতে চাইবে না। সাবধানে চলবেন।

কর্কট : শিক্ষায় শুভফল পাবেন। মনের জোরে এগিয়ে চলুন, কর্মস্থলে সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে খুব বুঝে হাত দেবেন। বিবাহযোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে।

সিংহ : আপনার চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী, কিন্তু খনও অনেক বাধা অতিক্রম করে তবে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত মন পাওয়া যাবে না। কর্মে শুভযোগ।

কন্যা : আপনাকে ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব অতি সতর্কে অগ্রসর হবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুতা করার চেষ্টা করলেও কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সঞ্চয়ে বাধা, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যয়াধিক্য।

তুলা : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে জানাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অর্থ লাভের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম ও পদোন্নতির যোগ আছে।

বৃশ্চিক : সময়টি এখন কিছুটা ভাল যাবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে যাবেন না। শিক্ষায় বাধার মধ্যেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

ধনু : অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যাবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বহু কাঠ–খড় পুড়িয়ে তবে অর্থ রোজগার করতে হবে। শত্রুরা প্রবল ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সতর্ক থাকবেন। ব্যয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ দেখা যাচ্ছে না।

মকর : শত বাধা এলেও আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। নূতন বন্ধু লাভ ও গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সতর্কে না চললে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ।

মীন : ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধা আসবে আর্থিক বিষয়ে তেমনি শুভ ফল পাবেন না। সুনাম ও ক্ষতির যোগ রয়েছে। শারীরিক বিষয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে।

শব্দবার্তা ১৩৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। হজরত মোহম্মদের জামাতা ও প্রধান শিষ্য ২। সাজসজ্জা ৪। নিজের ব্যাপারে উদাসীন ৬। 'শির নেহারি আমারি — ওই শিখর হিমাদ্রির' ৮। স্বকৃতিপত্র ১০। অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক ১২। মজাদার ১৩। ভ্রম, ভ্রান্তি।

উপর–নীচ

১। সমিতি, সভা, মজলিশ ২। অস্থায়ী মন্ডপ ৩। পণ্যদ্রব্য ৪। অথবা, কিংবা ৫। আদায়, সম্পাদন ৭। অন্ধকার ৮। শুল্ক, হাত ৯। শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব ১০। পাঠক, যে পড়ে ১১। ব্যাং, ভেক।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩৬

পাশাপাশি : ১। বিশ্বাস ভঙ্গ ৪। জ্ঞান ৭। পুরন্ত ৮। কদাকার ১০। রায়চক। ১১। সাধুতা ১৩। নীড়ে ১৪। প্রতিশয়ন।

উপর–নীচ : ২। শ্বাস ৩। ভরপুর ৫। নবজাতক ৬। অন্তরায় ৮। কল্পকাহিনী ৯। কারসাজি ১০। রাতারাতি ১২। সায়

মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড অ্যানিমেশন ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড অ্যানিমেশনের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। প্রশিক্ষণ দেবে কলেজের কম্পিউটার সেন্টার অ্যান্ড সেন্ট্রাল কম্পিউটিং ফেসিলিটিজ বিভাগ। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স শুরু হবে অগস্টে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। ড্রয়িং ও স্কেচিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। ক্লাস হবে সপ্তাহে তিন দিন করে বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত (শনিবারের ক্ষেত্রে বিকেল ৩টে থেকে ৫টা)। কোর্স ফি : ৩৮,০০০ টাকা। দু'টি কিস্তিতে (২২,০০০ টাকা ও ১৬,০০০ টাকা) ফি দেওয়ার সুবিধা রয়েছে। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৯ জুলাই (বুধবার), বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীর দক্ষতা যাচাই করা হবে। সফলদের তালিকা প্রকাশিত হবে ২২ জুলাই। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.sxccal.edu প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। ফি বাবদ দিতে হবে ৩০০ টাকা। অনলাইন পদ্ধতিতে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড এবং সাবমিট করা আবেদনপত্রের এক কপি করে প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। ই–রিসিপ্ট ও অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড পরীক্ষার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই হেল্পলাইন নম্বরে : ৯৮৩১৭৫৭৮০৮।

আতস কাঁচে

কাটমানি ফেরতের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাটমানি ফেরতের দাবীতে স্থানীয় তিন তৃণমূল নেতাকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতের কৃপাখালী গ্রামে। কাটমানি খাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত তিন তৃণমূল নেতা উত্তম দলুই, রবিরাম মণ্ডল ও মনোরঞ্জন দাস কে আটকে বিক্ষোভ চলে দীর্ঘক্ষণ। অবশেষে গ্রামবাসীদের চাপের মুখে কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেন অভিযুক্তরা। আগামী দু মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা লিখিতভাবে ও জানান অভিযুক্তরা। উল্লেখ্য এই কাটমানি নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হচ্ছে। আর সেই কাটমানির নেওয়ার অভিযোগে একের পর এক তৃণমূল নেতার নাম উঠে আসায় ভীতির সঞ্চার তৈরি হয়েছে। এরপর কার নাম উঠে আসে সেই আতঙ্কেও রয়েছেন অনেক।

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ষ্টেশন সংলগ্ন একটি খাল থেকে বছর পঁয়তাল্লিশ বছরের এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার চাঁদখালি ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানাগিয়েছে এদিন গ্রামের বেশ কিছু মানুষজন ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলেন চাঁদখালি ষ্টেশন সংলগ্ন একটি খালে। সন্ধ্যা নাগাদ আচমকা এক মহিলার মৃতদেহ ভাসতে দেখেন তাঁরা। এরপর ক্যানিং থানায় খবর দিলে রাতেই ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পচাগলা মৃতদেহের মাথায় এবং হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে এটি খুন, আত্মহত্যা না চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পাশাপাশি মৃত মহিলার পরিচয়ও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পুকুরে ডুবলো অটো, জখম শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটি অটো পুকুরে উল্টে পড়লে গুরুতর জখম হয় এক শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীমন্দির এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন এই কালীমন্দির এলাকায় একটি বাড়িতে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের কাজ চলছিল। নিমন্ত্রিত অতিথিরা এসেছিলেন অটোতে করে। রাস্তার পাশেই রাখা ছিল সেই অটো গাড়ি। অনুষ্ঠান বাড়ির বেশ কয়েকজন শিশু গাড়িতে উঠেই মনের আনন্দে খেলছিল। আচমকা কোনও ভাবে অটোটি গড়িয়ে পুকুরে উল্টে গেলেই দুর্ঘটনায় এক শিশু জখম হয়। স্থানীয় লোকজন জখম শিশুটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিশুটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় অটোটি পুকুর থেকে তোলা হয়।

সিলিং ফ্যান পড়ে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিলিং ফ্যান পড়ে গুরুতর জখম হলেন কর্তব্যরত এক ট্রাফিক সিভিক ভলেন্টিয়ার।গুরুতর জখম ট্রাফিক সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম সুমন বারিক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন ক্যানিং ১ নং বিডিও অফিসের কাছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন রাস্তায় ট্রাফিকের কাজ সামলাচ্ছিলেন ট্রাফিক সিভিক ভলেন্টিয়ার সুমন বারিক।ট্রাফিক সামলানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত গরেম পিপাসা মেটানোর জন্য স্থানীয় ট্রাফিক গার্ড রুমে যান জল খেতে। সেখানে আচমকা তাঁর মাথায় সিলিং ফ্যান ভেঙে পড়লে লুটিয়ে পড়েন সুমন বাবু । ঘটনার খবর পেয়েই সহকর্মী শিবু দাস তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।মাথায় আঘাত লাগায় সুমন বাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মাকে তুলে নিয়ে গেল বাঘে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়লেন এক মৎস্যজীবী। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের পিরখালী ২ নম্বর জঙ্গলে। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম বনলতা তরফদার(৫০)। এ বিষয়ে সোমবার সন্ধ্যায় গোসাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি ব্যাঘ্র প্রকল্পের সজনেখালী রেঞ্জ অফিসেও জানানো হয়েছে।

বন দফতর সূত্রের খবর, সোমবার ভোরে তিন সঙ্গীর সাথে সুন্দরবনের পিরখালী ২ নম্বর জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন বনলতা তরফদার। গোসাবা থানার আমলামেথির বাসিন্দা এই মহিলা মৎস্যজীবীর সাথে ছিলেন তার ছেলে স্বপন তরফদার, প্রতিবেশী অশোক মণ্ডল ও অজিত মণ্ডল। এদিন বিকাল নাগাদ যখন সকলে মিলে একটি খাঁড়ির মধ্যে তাঁদের ডিঙি নৌকাটি নোঙর করে মাছ কাঁকড়া ধরছিলেন, ঠিক তখন জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসেই আচমকা লাফিয়ে পড়ে বনলতা তরফদারের উপর। নৌকা থেকে ওই মহিলা মৎস্যজীবীর ঘাড়ে কামড় বসিয়ে, মুহূর্তে তাকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয় যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান সাথে থাকা তিন সঙ্গী। বেশ কিছুক্ষণ নৌকার উপর থেকে বনলতা দেবীকে খোঁজার চেষ্টা করলেও ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকার সাহস দেখাননি কেউই। সেখান থেকে তড়িঘড়ি ফিরে এসে সজনেখালী রেঞ্জ অফিস ও গোসাবা থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন বনলতা দেবীর সঙ্গীরা। অভিযোগ পেয়ে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তবে সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার কারণে মঙ্গলবার সকালে আবার ও তল্লাশি করা হবে বলে জানিয়েছেন বনকর্মীরা।

বনদফতর জানিয়েছে মৎস্যজীবীদের বৈধ অনুমতি পত্র থাকলেও ঘটনাস্থলে মাছ কাঁকড়া ধরার উপর বন দফতরের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অনুমান সেই নিষিদ্ধ জায়গাতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েই বিপদ ঘটেছে। বারে বারে বন দফতরের তরফ থেকে নিষিদ্ধ জায়গায় মাছ কাঁকড়া ধরার জন্য বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও এক শ্রেণীর মৎস্যজীবী সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিষিদ্ধ জঙ্গল সেই সমস্ত খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বিপদের মুখে পড়ছেন। এই ঘটনাও তারই পুনরাবৃত্তি বলে দাবি বন দফতরের। সেই কারণে এ বিষয়ে মৎস্যজীবীদের আরও বেশি করে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা।

বাঘের আক্রমণে মৃত মহিলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ কুলতলি ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে জ্বালানির জন্য কাঠ আনতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী থানার সুন্দরবনের বানচাপরী জঙ্গলে।কুলতলী থানার দেউলবাড়ি গ্রাম থেকে মঙ্গলবার সকালে তিন মহিলা জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল সুন্দরবনের বানচাবরী জঙ্গলে। তাঁরা যখন জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করছিলেন, ঠিক সেই সময় আচমকা জঙ্গল থেকে একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক মহিলার উপরে, মহিলা চিৎকার করতে থাকলে অপর দুই সঙ্গী দূরে থেকে বাঘ দেখে পালিয়ে যায়।এবং গ্রামের লোকজনদের খবর দেয়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় চিতুরি বিট অফিসেও। দুই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মানুষ ওই জঙ্গলে ঢুকে দেখেন আন্মাজান মোল্লা নামে ওই মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রয়েছে । বনকর্মী ও স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় জঙ্গল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে আনা হয় । এই ঘটনায় কুলতলির দেউলবাড়ি গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জুবিলি ব্রিজকে হেরিটেজ তকমা দিচ্ছে রেল

মলয় সুর, হুগলি : ব্যান্ডেল ও নৈহাটির মধ্যে সংযোগকারী জুবিলি রেল ব্রিজ। হুগলি নদীর দু'পাড়ের মধ্যের সংযোগ রক্ষার প্রথম স্থায়ী সেতু এই জুবিলি ব্রিজ। এই সেতুকেই এবার হেরিটেজ তকমা দিতে চলেছে ভারতীয় রেল। হুগলি নদীর দু'পাড়ে যেখানে জুবিলি ব্রিজ মাটিতে মিশেছে, সেই জায়গায় এই সেতু সংক্রান্ত নানা তথ্য বোর্ডে লিখে প্রদর্শনের ভাবনা রয়েছে ভারতীয় রেলের। এই এলাকার ইতিহাস চমকপ্রদ। ১৮৮৭ সালে তৈরি জুবিলি ব্রিজকে অনায়াসে বিস্তায় বলা যায়। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহনের ৫০তম বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সেতু জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। রানির শাসনের সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে ব্রিজের উদ্বোধন বলেই এর নাম 'জুবিলি ব্রিজ'। ৩০ বছরের সেতুকে বাণপ্রস্থে পাঠিয়ে তার পাশে ২৯০ কোটি টাকা খরচ করে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবার ব্রিজের মতো দেখতে ৪১৭ মিটার দীর্ঘ একটি রেল ব্রিজ তৈরি করেছে ভারতীয় রেল। নতুন ব্রিজের নামকরণ হয়েছে 'সম্প্রীতি'। তবে স্থানীয় মানুষের মুখে রয়েছে 'জুবিলি ব্রিজ' নামই। পুরনো এই ব্রিজের ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে এই সেতুকে জনসাধারণের আকর্ষণের বস্তু হিসাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল।

দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় শাসক দলের কর্মীকে মারধোর শাসক দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার উত্তর পাতিখালী গ্রামে তৃণমূলের দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদীদের মারধোর করার ও এলাকায় বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠলো শাসক দলের বুথ সভাপতি ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে।আহত উভয় পক্ষের ৪ জন।অভিযোগ জীবনতলার তাম্বুলদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কিছু ইটের রাস্তা দীর্ঘদিন হয়নি।সেই সমস্যা ও স্থানীয় কিছু তৃণমূলের নেতৃত্বের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিধায়ক শওকাত মোল্লার কাছে অভিযোগ জানাতে যায়।অভিযোগ সেই অভিযোগ জানিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় বুথ সভাপতি আয়ুব সরদার ও তাঁর অনুগামীরা পথ আটকে গ্রামবাসীদের মারধোর করে। সেই সময় প্রতিবাদীরা পাল্টা তাঁদের কে ঠেকাতে গেলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে।অভিযোগ এরপর রাতের দিকে তৃণমূলের বুথ সভাপতি কিছু দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি করে ও গুলি চালায় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।যদিও পুলিশ গুলি ও বোমাবাজির কোন ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে।এই ঘটনায় এখন ও পর্যন্ত ৫ জনকে আটক করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।যদিও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি তথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শওকাত মোল্লা জানিয়েছেন, এটি নিছক একটি পারিবারিক বিবাদ।এই ঘটনার সাথে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

পাশাপাশি গুলি ও বোমাবাজির ঘটনার কথা অস্বীকার করেন বিধায়ক।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক পোষ্ট প্রতিবন্ধীকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুকে বিতর্কিত রাজনৈতিক পোষ্ট করায় এক প্রতিবন্ধী তৃণমূল কর্মীকে জুতো দিয়ে বেধড়ক মারধোর করার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার পালবাড়ি এলাকায়। অমৃত মণ্ডল নামে ওই প্রতিবন্ধী তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধোর করে স্থানীয় বিজেপি কর্মী দুরন্ত নস্কর ও শেখর মণ্ডল। এ বিষয়ে রবিবার রাতে বাসন্তী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ওই প্রতিবন্ধী তৃণমূল কর্মী। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। যদিও এমন ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি বাসন্তী থানার পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনায় কোনও রাজনীতি নেই বলেই দাবি করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। স্থানীয় অন্য কোনও গণ্ডগোলের জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলেই দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।

আশি শতাংশ প্রতিবন্ধী অমৃত মণ্ডল। কোথাও চলাফেরার জন্য ট্রাই সাইকেলই তাঁর মূল ভরসা। ফলে প্রতিবন্ধী হওয়ায় সেভাবে দলীয় কার্যক্রমে মিটিং মিছিলে না যেতে পারলেও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করেন অমৃত। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করেই তৃণমূলের প্রতি জন সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন তিনি। আর সেই কারণে নানান রকম রাজনৈতিক পোষ্ট করে থাকেন তিনি। অনেক বিজেপি বিরোধী পোষ্টও করেন তিনি। আর সেই কারণেই গত শনিবার স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা তাকে প্রথমে ফোনে হুমকি দেয়।

এরপর স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে বসে থাকার সময় তার উপর অতর্কিতে হামলা চালায় বিজেপি কর্মী দুরন্ত নস্কর ও শেখর মণ্ডল। এমনকি পায়ের জুতো খুলে বেধড়ক মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয়দের উদ্যোগে রক্ষা পান প্রতিবন্ধী তৃণমূল কর্মী। এ বিষয়ে রবিবার রাতে তিনি বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আর থানায় অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই একের পর এক হুমকি আসছে বলেও অভিযোগ করেছেন অমৃত বাবু। এমনকি তার পরিবারের সদস্যদের ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার পর থেকে যথেষ্ট আতঙ্কিত তাঁরা।

২১ জুলাই সভার সমর্থনে পূর্ব বর্ধমানে জোর প্রচারে তৃণমূল যুব

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : ২১ জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পিছিয়ে নেই পূর্ব বর্ধমান জেলার নেতা–

কর্মীরাও। দিনকয়েক আগে বর্ধমান শহরে মন্ত্রী তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন দেবনাথের উপস্থিতিতে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সকল শ্রেণীর শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ২১ জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় সমাবেশের জন্য প্রচার কর্মসূচি স্থির হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এই প্রচার কর্মসূচি অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত লক্ষাধিক পোস্টার, ব্যানারে ছেয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের হাতে হাতে দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে।

এছাড়াও বুথভিত্তিক মিছিল ও পথসভার কর্মসূচিও রয়েছে। সমস্ত কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য এবার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব দলের যুব, ছাত্র ও মহিলা সংগঠনের ওপর সর্বাধিক দায়িত্ব দিলেও অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলিকেও পথে নামার নির্দেশ দিয়েছে। ৯ জুলাই সকালে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি বিশাল মিছিল কাটোয়া শহর পরিক্রমা করে। জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম বন্দোপাধ্যায় বলেন, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ আমাদের দলের ছাত্র–যুবদের কাছে একটা আবেগ। সেই আবেগ থেকেই প্রতিবছর সেদিন লক্ষ লক্ষ ছাত্র–যুবর অভিমুখ হয় কলকাতার ধর্মতলা। এবারেও তার যে অন্যথা হবে না সেটা আমরা ইতিমধ্যেই প্রচার কর্মসূচি থেকে বুঝতে পারছি। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা শুভেন্দু দাশ বলেন, ২১ জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আমাদের কর্মী–সমর্থকরা সর্বত্রই প্রচার শুরু করেছে। আমাদের বিশ্বাস, এবারের জমায়েত রেকর্ড করবে।

সাপ নিয়ে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সন্ধ্যার সময় ঘরের দরজা খুলে রান্না করার জন্য চাল বের করতে গিয়েছিলেন গৃহবধু শাহানাজ পারভীন মন্ডল। দরজা খুলতেই আচমকা তাঁর বাম হাতে ছোবল বসিয়ে দেয় একটি সাপ। আতঙ্কে ওই গৃহবধূ তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা দৌড়ে আসেন। দরজা খুলেই চলে সাপ খোঁজার পালা। সাপটাকে দু টুকরো অবস্থায় দরজার পাশ থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় প্রতিবেশী তথা সমাজসেবী মেহেদি হাসান সেখকে ফোন করে ঘটনার কথা জানালে তিনি বলেন, কোনও ওঝা গুণীন না করে সোজা যেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

তড়িঘড়ি দু টুকরো সাপ সহ সাপে কামড়ানো রোগীকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন আর এক প্রতিবেশি যুবক নাজিবুল সরদার। এমন রুদ্ধশ্বাস ঘটনাটি ঘঠেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের রামচন্দ্রখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রামচন্দ্র খালি গ্রামে। সাপটি ছোবল মারার পর ওই গৃহবধূ দরজা দিয়ে দেওয়ায় সাপটি দরজার চৌকাঠে আটকে গিয়ে দুটুকরো হয়ে যায়। রোগীকে

হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। সঙ্গে করে নিয়ে আসা দু টুকরো সাপ দেখে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেয় ভয়ের কিছুই নেই। এটি বিষহীন চিতিবোড়া সাপ। যাকে অনেকেই আবার ঘরচিতিও বলে থাকেন।

চিকিৎসকদের মুখে এমন অভয় কথা শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন পরিবারের লোকজন। সমাজসেবী মেহেদি হাসান সেখ বলেন, এই সুন্দরবন এলাকায় অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি এই বছরে সাপের উপদ্রব অনেকটাই বেশি। সাধারণত সাপে কামড়ালেই গ্রামের মানুষজন ওঝা গুণীনের উপর ভরসা করে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনেন। এলাকায় প্রচার অভিযান চালিয়ে কিছুটা হলেও সাধারণ মানুষকে সচেতনতা করতে পারায়, সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকাংশে কমে গিয়েছে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন পালন করায় জুতোপেটা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশ এগিয়ে চলেছে! লজ্জা, মানসম্মান, ঐতিহাসিক বোধগম্য সবই হারিয়ে যেতে বসেছে রাজনৈতিক চরম হিংসার দাবানলে! একবিংশতি শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মহাপুরুষের জন্ম পালন করার অপরাধে প্রকাশ্য রাস্তায় বিজেপি'র রাজ্য সাধারণ সংখ্যালঘু মোর্চার সভানেত্রীর মা জেলেহার মোল্লাকে জুতোপেটা করল রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী। ঘটনাটি

ঘটেছে ৬ জুলাই শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলি গ্রামে।

ইতিমধ্যে গোসাবা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা মহিলার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গত শনিবার সকালে বিজেপি'র রাজ্য সাধারণ সংখ্যালঘু মোর্চার সভানেত্রীর মিনারা খাতুন স্থানীয় বেলতলি বাজারে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্ম জয়ন্তীর এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। অভিযোগ দুপুরে অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেরার সময় নূরহোসেন মোল্লা ও সেরাজুল মোল্লা আচমকা তাঁর মা জেলেহার মোল্লাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে।

কেন গালিগালাজ করছে জানতে চাইলে প্রকাশ্য রাস্তার উপর জেলেহার মোল্লা কে নূরহোসেন মোল্লা ও সেরাজুল মোল্লা জুতো দিয়ে ব্যাপক মারধর করে। আরও অভিযোগ মারধর করার পর বিজেপি করার স্বাদ ঘুঁচিয়ে দেবো এবং ঘরবাড়ি ভাঙচুর করার হুমকি দেয়। এর পাশাপাশি দুই দুষ্কৃতী হুমকি দিয়ে বলে পুলিশ প্রশাসন আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না, তোকে মেরে ফেলে জেল খাটবো।

নির্যাতিতা মহিলা মিনারা খাতুনের মা জেলেহার মোল্লা বলেন, আমি আমার মেয়ে কে নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। প্রকাশ্য দিনের বেলায় রাস্তার উপর আমাকে মারধর করেছে দুষ্কৃতীরা। আবার হুমকি দিয়েছে কখন যে কি ঘটবে ভেবে পাচ্ছি না। আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি আমরা। আমদের আপরাধ আমরা বিজেপি পার্টি করি বলে। বিশিষ্ট বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, রাজ্যে যে ভাবে মহিলাদের উপর নির্যাতন চলছে তার একটি ঘটনা গোসাবার পাঠানখালি। বর্তমানে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা, সেই রাজ্যে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা নেই। এর থেকে লজ্জাজনক ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। অন্যদিকে এমন ঘটনার কথা অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি এটা নিছক সামান্য একটা পারিবারিক গন্ডগোল। জুতো দিয়ে মারার কোন ঘটনাই ঘটেনি। তারপর এখানে বিজেপির কোনও অস্তিত্ব নেই। রাজনৈতিক ফায়দা এবং প্রচারের জন্য বিজেপি এমন করছে।

ক্যানিংয়ের মানবিক মুখ পরেশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সারাটা দিন ময়লা জামা কাপড়ে ভিক্ষা করে কোনও রকমে পেটের অন্ন জোগাড় করে অসহায় দরিদ্র পরিবারের বছর নয় এর দুই ক্ষুদে। প্রায় প্রতিদিনই ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশন চত্বর,ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড এ ভিক্ষা করে বেড়াতে হয় অভাবের তাড়নায় এবং একমুঠো অন্নের জন্য।বছর তিনেক আগেই একবার নতুন জামা প্যান্ট জুটেছিল দুই ক্ষুদের। একজন থাকে ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন ফুটপাথে আর একজন থাকে ক্যানিংয়ের রাজারলাট পাড়ার মাতলা নদীর তীরবর্তী এলাকায়। তবে দুজন একে অপরের পরিপূরক, গা। বন্ধুত্ব। দুই বন্ধু মিলে যুক্তি করে নতুন জামা–প্যান্ট কিনবে তারা।কিন্তু তাদের কাছে তো একটিও টাকা নেই! দুজনে যুক্তি করলো সন্ধ্যায় দোকানে গিয়ে জামা–প্যান্ট দেখে আসবে, পরে পয়সা জমিয়ে পূজোর আগেই নতুন জামা–প্যান্ট কিনবে তারা।

এমনই পরিকল্পনা করেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুই ক্ষুদে জরাজীর্ণ ময়লা পোশাকে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে একটি নামী শপিংমলে হাজির হয়। দুই ক্ষুদে উদভ্রান্তের মতো বেশ কিছুক্ষণ শপিংমলের ভিতরে পায়চারি করতে থাকে। নিরাপত্তা রক্ষীদের নজরে পড়ে যায় জরাজীর্ণ পোশাকপরা উদ্ভ্রান্ত দুই ক্ষুদে।

তাদের দেখে সন্দেহ হয় শপিংমলের নিরাপত্তা রক্ষীদের। শপিং মলের নিরাপত্তা রক্ষীরা দুই ক্ষুদে কে চোর ভেবেই,দুজনকে ধরে ফেলে এবং স্থানীয় ক্যানিং ১পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে ক্যানিং ১ ব্লক যুবতৃণমূল সভাপতি পরেশ রাম দাসের হাতে তুলে দেন সন্দেহ জনক দুই ক্ষুদে চোর কে।

পরেশ রাম দাস দুই শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারেন ক্ষুদে দুজন চোর নয়। তারা পুজোর আগে পয়সা জমিয়ে নতুন জামা প্যান্ট কিনবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর সেই কারণে এদিন সন্ধ্যায় শপিংমলে জামাপ্যান্ট দেখতে গিয়েছিল।

দুই ক্ষুদের এমন মর্মর বেদনার করুণ কথা শুনে মর্মাহত হয়ে পড়েন পরেশ বাবু।

তিনি মুহূর্তে সেই শপিং মল থেকে দুটি জামাপ্যান্ট কিনে এনে ক্ষুদে দুজনার হাতে তুলে দেন। পাশাপাশি কিছু খাবার খাওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা তাদের হাতে দিতে গেলে তারা টাকা নিতে অস্বীকার করে। টাকা নেবে না এমন কথা শোনার পর পরেশ বাবু দুই ক্ষুদের হাতে দুপ্যাকেট খাবার তুলে দেন।

অসহায়ের প্রতি জননেতা পরেশ রাম দাসের এমন কর্মকান্ড ঘটেছে সম্পূর্ণ ক্যামেরা এবং লোক চক্ষুর আড়ালে।

এমন মানবিক কর্মকান্ডের বিষয়ে পরেশ রাম দাসের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

যদিও এমন মানবিক কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষদর্শী তথা কবি ও সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার জননেতা পরেশরাম দাসের এমন মাতৃসূলভ কর্মকান্ড দেখে প্রশংসা করে তিনি বলেন, আশা করি দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে আরো বেশি সংখ্যক এমন জনদরদী কাজ করবেন পরেশ বাবু।

পথ নিরাপত্তা

অভিজিৎ ঘোষদোস্তিদার : সোনারপুর ট্রাফিক পুলিশের অভিনব উদ্যোগঃ সোনারপুর ট্রাফিক পুলিশ এবং বারুইপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সোনারপুরের কামাল গাজী ফ্লাইওভারের নিচে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা এবং চশমা প্রদান করা হলো। রাতের বেলায় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার জন্য সাইকেল এবং রিকশা, ভ্যান ইত্যাদি পায়ে চালিত মটর বিহীন যানবাহনে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্টিকার লাগানো হলো রাতে স্টিকার গুলি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে ফলে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষের পুলিশের প্রতি একটা বিরূপ ধারণা ছিলো। কিন্তু আজকের সোনারপুর ট্রাফিক পুলিশের এবং বারুইপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের এমন উদ্যোগ দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশ মহলের প্রতি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৈরি হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর জেলা পুলিশের ডি' এস' পি ট্রাফিক কুতুবউদ্দিন খান । কুতুবউদ্দিন খান বলেন, প্রচুর দুর্ঘটনা গাড়ি চালকদের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার জন্যই ঘটে থাকে সেই জন্যই গাড়ি চালকদের চক্ষু পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের উপযুক্ত চশমা প্রদান করা হলো। এমন উদ্যোগ সারা জেলা জুড়ে নেয়া হবে। অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করেন সোনারপুর ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ রনজিত মুখার্জি এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাইপুর জেলা পুলিশের ট্রাফিক ইনচার্জ অতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, নরেন্দ্রপুর থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ১৩ জুলাই – ১৯ জুলাই, ২০১৯

পাঠ্যে যাঁরা 'সন্ত্রাসবাদী'

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকে পাঠ্য পুস্তকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদে অনেক বিধায়কই সোচ্চার হয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন তারা পাঠ্য পুস্তকের ওই অংশটির সংশোধন করবেন। এ রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর নানা মনীষী–মহাপুরুষদের জন্ম ও প্রয়াণ দিবস পালনের রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। নতুন নতুন পাঠ্য পুস্তকে নানা কমিটি উপ কমিটি এসব দেখভাল করতেন। প্রায় প্রতি বছরেই নতুন নতুন পাঠ্য পুস্তক রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে থাকে। সিলেবাস কমিটি ওই সব বইগুলির সংযোজন ও বর্জনের নানা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বাম আমলের সিলেবাসে নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছে নতুন সরকারের সিলেবাস কমিটি। ক্ষুদিরামকে ব্রিটিশ প্রদত্ত সন্ত্রাসবাদী আখ্যা বজায় রাখার সম্পূর্ণ দায় নতুন সিলেবাস কমিটির। ইতিমধ্যে শিক্ষক সমাজের নানা স্তরে পাঠ্যপুস্তকের মান নিয়ে অনেক ক্ষোভ রয়েছে। এমন কি বিজ্ঞানের কিছু বিষয় ইন্টারনেট থেকে স্রেফ কাট কপি পেস্ট করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্প পরিকল্পনা স্থান করে নিয়েছে এই নতুন পাঠ্য পুস্তকগুলিতে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলন কিংবা জীবিত কোনও কোনও কবির কবিতাও স্থান পেয়েছে পাঠ্য পুস্তকগুলিতে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ঢুকেছে আপত্তি নেই। কিন্তু কোনও শিক্ষাবিদ মনে করছেন দশম শ্রেণির সিলেবাস থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দের ইতিহাসকে বাদ দেওয়া সিলেবাস কমিটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় নি। ইতিপূর্বে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভগৎ সিং, শুকদেব রাজগুরু এঁদেরকেও সন্ত্রাসবাদী বা টেররিস্ট আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস জ্ঞানের সংকীর্ণতা কি ভয়ংকর হতে পারে তার নমুনা খণ্ডিত ভারতের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য সব কিছু বলিদান দিলেন আত্মীয় স্বজন পরিজন ছেড়ে কারা যন্ত্রণার নির্যাতন ভোগ করলেন তাঁদেরকে এমন উপেক্ষা, নতুন প্রজন্মের কাছে সচেতন ভাবে ছোট করার এই মানসিকতাকে কোনও মতেই ক্ষমা করা যায় না। দেশের ইতিহাস সঠিক ভাবে তুলে ধরার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গড়া হোক। সেখানে যেন লাল সবুজ কিংবা গেরুয়া রঙের কোনও ছুৎমার্গ কাজ না করে। ইতিহাস দলিল কথা বলে। এখনও সারা ভারতে নানা প্রকল্প পরিকল্পনার মতোই পরিবারতন্ত্রের জয়গাঁথা নিত্য উচ্চারিত হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সবুজায়ন, রক্তিমকরণ কিংবা গৈরিকীকরণের প্রবণতার পরিবর্তে সঠিক ও স্বচ্ছ ইতিহাস লেখা জরুরি। শুধুমাত্র রাজনীতির রঙে পাঠ্যপুস্তকগুলিকে রাঙিয়ে দিলে সাময়িক লাভ হয়তো কোনও কোনও রাজনৈতিক দল পেতে পারেন কিন্তু তা সাময়িক। সময়ের নিরিখে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে স্থান হয় সেইসব গল্পগাঁথার। ইতিহাস সাক্ষী নানা দেশে এমনটি ঘটেছে। ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস আজ এই গণমাধ্যমের সক্রিয়তার যুগে লুকোছাপা করার কোনও স্থান নেই। রাজ্যের এবং দেশের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই এটা ভেবে দেখবেন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

কারণ উপায়গুলি নিখুঁত করিতে পারিলে আদর্শের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি যেখানে কারণ আছে, সেখানে কার্য সম্বন্ধে আর কোন বাধা নাই, কার্য অবশ্যই হইবে, আমরা যদি কারণ বিষয়ে যত্নবান হই, তাহা হইলে কার্যও হইবে। আদর্শের উপলব্ধিই কার্য, উপায়গুলিই কারণ, সুতরাং উপায়ের প্রতি মনোযোগদানই জীবন সমস্যা সমাধানের রহস্য। এই বিষয়টি আমরা গীতাতেও পাঠ করিয়া থাকি, সেখানে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের কাজ করিতে হইবে, সমগ্র শক্তি দিয়া নিয়ত কাজ করিয়া যাইতে হইবে, এবং যে কোন কাজেই আমরা নিযুক্ত হই না কেন, তাহার উপর আমাদের সমগ্র মন সমাহিত করিতে হইবে, অথচ দেখিতে হইবে, আমরা যেন কর্মে আসক্ত হইয়া না পড়ি, কিন্তু তবু সর্বাবস্থাতেই যেন ইচ্ছামাত্র আমরা কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ হই।

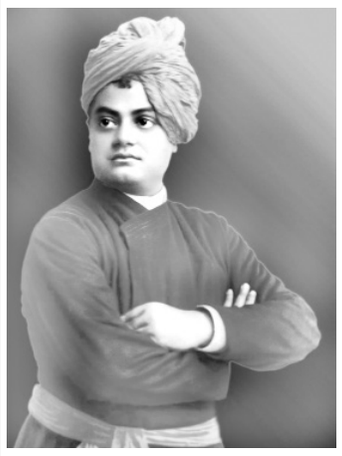

আমরা যদি নিজ নিজ জীবন বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ এই, আমরা কোন কার্য গ্রহণ করিয়া তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি, হয়তো তাহা নিষ্ফল হইল, তথাপি আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা জানি, কর্ম আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, কর্মের প্রতি আরও বেশি আসক্তি আমাদের কেবল দুঃখই দিতেছে তথাপি আমরা ওই কর্ম হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মক্ষিকা মধুপান করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পাগুলি মধুভাণ্ডে আটকাইয়া গেল। সে আর বাহির হইতে পারিল না। বার বারই আমাদের এরূপ দুরবস্থা হইতেছে। আমাদের সমগ্র জীবনই এইরূপ একটা রহস্যে আবৃত। কেন আমরা এ

ফেসবুক বার্তা

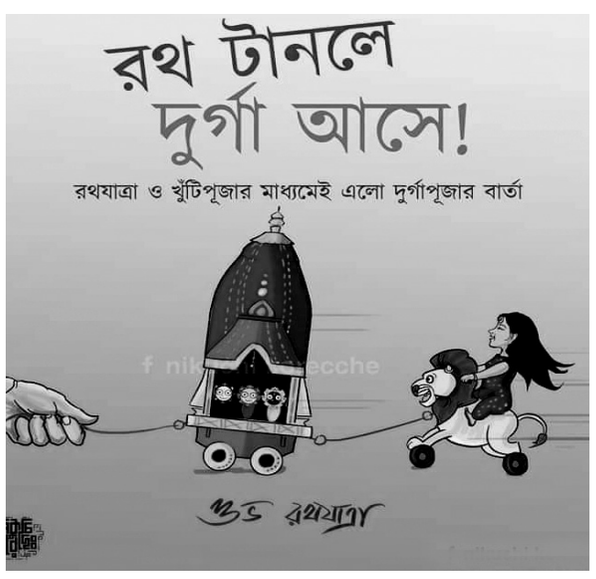

শিষ্যের হরিদর্শন

অমিতাভ সেন

নরসিংহ দত্ত কলেজ– সে যুগে বলা হতো হাওড়ার প্রেসিডেন্সি– কারণ এই কলেজে পড়াতেন কয়েকজন মা সরস্বতীর বরপুত্র। এই প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। প্রথাগত পরিচিতি ছিল দর্শনের শিক্ষক। কিন্তু সাহিত্য (ইংরেজি, বাংলা সংস্কৃতি ত্রিনেত্র) ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব সকল বিষয়েই ছিল অনুপম অধিকার। সেন্ট জেভিয়ার্স, স্কটিশচার্চের ছাত্রদল বেলিলিয়স রোডে ছুটত অধ্যাপক ভারতীর ক্লাস লেকচার শুনতে। প্রিন্সিপ্যালকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই তিনি যেদিন ক্লাস নিতেন– চলত প্রায় তিন ঘন্টা ধরে। প্রথম দুই ঘন্টা নিষ্ঠার সঙ্গে কোর্স সাবজেকট, পরের ঘন্টাখানেক সেই খাত বেয়ে সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের নদীতে পাল খাটানো। অন্যান্য ফ্যাকালটির ছাত্রেরা এই শেষ প্রহরে পেছনের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়তো। ছাত্র কেন, অনেক নবীন অধ্যাপকও বেঞ্চে বিরাজ করতেন। দেখিনাই, কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া।

১৯৬৮ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে কলেজে ভর্তি হই তখন পরিবেশে নকশাল বাদী স্লোগান : 'চিনের চেয়ারম্যান আমার চেয়ারম্যান', 'মাও সে তুং এর চিন্তাধারা' ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও চলছে। তার মধ্যেই আমরা এবিভিপির ইউনিট খুলেছি। তখনও নরসিংহ দত্ত কলেজকে ঘিরে থাকা রেবেকা বেলিলিয়ম পার্ক এক মনোরম স্থান ছিল। ধপধপে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পড়ে গোট কলেজে ক্যাম্পাস একবার রাউন্ড দিতেন– তিনতলা পুরনো বিল্ডিং, চারতলা নিউকম্পেক্স সব। তিনি চেম্বারের বাইরে পা রাখলেই 'হরিবোল

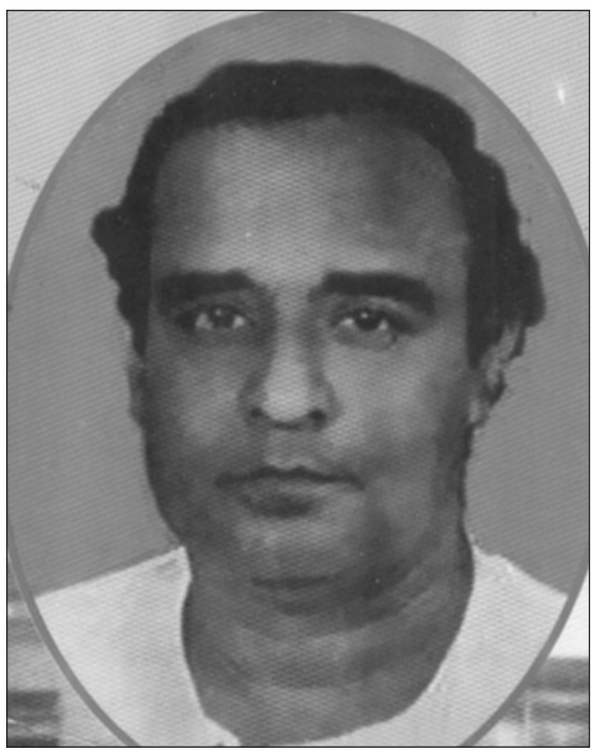

হরিবোল' বলে সিগন্যালিং হতো। ছাত্রেরা সব লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, ফাঁকা ক্লাস রুমে ঢুকে বই খাতা নিয়ে বসে পড়ত। আহা! পড়ায় কতো যেন মন। করিডর, ক্যাম্পাস শুনসান। যেসব ছেলেরা সারাদিন টেবল টেনিস খেলতো, তারাও র‍্যাকেট বল লুকিয়ে রেখে খাতা বার করে হিজিবিজি আঁকতো। কোনদিন কাউকে চোখ রাঙাননি। তার শ্বেতশুভ্র বিশাল ব্যক্তিত্বকে সকলে শ্রদ্ধা করতো। এমনকি অন্য টিচাররাও ক্লাসলেট করতেন না।

অতি বাম রাজনীতি ছাত্রসত্তাকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা লো প্রোফাইল নিয়ে চলাফেরা করতো। আমাদের কলেজ ছিল নকশালী দৌরাত্ম্যের এপিসেন্টার। তবে স্লোগান মঙ্গরিং পিকেটিং সবই হতো। প্রিন্সিপ্যাল ভারতী কলেজ ছেড়ে ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর। একবার লোকাল ব্যাঁটরা থানার ওসি (এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র) এসে বললেন স্যর আজ ল্যবরেটরিতে অ্যাসিড সাপ্লাই অর্ডার ক্যানসেল করুন। কেন না খবর আছে তারকাটা পার্টি নকশালরা কেমিস্ট্রি ল্যাব ভেঙে অ্যাসিড চুরি করবে।

সব মন দিয়ে শুনলেন। ভোলা ওসি সাহেবকে এক কাপ চা দে, বলে প্রিন্সিপ্যাল ভারতী বেরিয়ে সোজা ইউনিয়ন রুমের ভেজানো দরজার ঠকঠক আওয়াজ করে বললেন, ভেতরে আসতে পারি?

ছাত্রনেতারা জানলাগুলো খুলে ফুলস্পিডে ফ্যান চালিয়ে চারমিনার সিগারেট–এর ধোঁয়া বার করতে একটু সময় নিল। আসুন স্যর আসুন আমাদের তো কল করলেই পারতেন, আপনার চেম্বারে যেতাম, বসুন স্যার। এখানে বসার দরকার নেই। দাঁড়িয়েই কথা সারবো। শোনো, এ মাসের মাইনে আজ পেয়েছি। এই নাও, যতোটা পারো অ্যাসিড কেনো, কিন্তু কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে রাতে উপদ্রব করো না। তোমরা অত্যন্ত মেধাবী–ছাত্র। তোমাদের চোর ভাবতে আমার কষ্ট হবে।

ছাত্রনেতাদের পা থর থর কাঁপছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জলদগম্ভীর স্বরে বলে চলেছেন, কে এম পানিক্কর ছিলেন চিনে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত। তিনি একটা মেসয়ার্স লিখেছেন। তাতে পানিক্কর সাহেব বলছেন– আমি যখন আমার ক্রেডেনশিয়ল হ্যান্ড ওভার করতে যাই সেটা আমার ফার্স্ট ইনটারভ্যু। চেয়ারম্যান মাও উঠে দাঁড়িয়ে রেকর্ড নিলেন, তারপর সেটা কপালে ঠেকালেন, বললেন– ভারতীয়রা আমাদের গুরু, আমরা চাইনিজরা ভারতীয়দের ডিসাইপল হওয়ার জন্য জন্মেছি। বইটা লেখক উৎসর্গ করেছেন চেয়ারম্যানকেই। বইটার কোন অংশ যদি অসত্য হতো কোনও কোয়ার্টার থেকে প্রতিবাদ হতো।

আজ পর্যন্ত তা হয়নি। এখন তোমরা যদি গুরুর আসন থেকে নেমে চ্যালা বনতে চাও, সেই মহতি বিনষ্টি থেকে তোমাদের রক্ষা করার ক্ষমতা আমার একার নেই। কিন্তু এই বিদ্যাস্থানকে যে কোনও দুর্বৃত্ত আক্রমণ থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব আমার। তাতে যদি বাপ ছেলের লড়াই লাগে তাও স্বীকার। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, হতোবাপ্রাপ্সসি স্বর্গম জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম। তুমি পরাজিত এবহ হত হও তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে আর যদি জয়ী হও সমস্ত ধরণী তোমার অধীনে আসবে। কাজেই আমার হারাবার কিছু নেই। শুধু তোমাদের ছাত্রস্বত্ত্বা হারাতে চাই না...

স্যার চেম্বারে ফিরে এসে পুলিশকর্তা কে বললেন, আশ্বস্ত থাকো কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে না।

স্যার এর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, থটরিড করার ক্ষমতা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে– দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে কোনও ঘটনা ঘটেনি তা নয়। একটা ঘটনা ঘটেছিল। ওই ছাত্র নেতাদের বেশ অতি বামপথ ত্যাগ করেছিল। পরবর্তী জীবনে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন রিটায়ার করেছে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে প্রায় আমার সঙ্গেই। কফি হাউসে বসে সেই সন্ধ্যের স্মৃতিচারণা করছিল সে একদিন; জানিস, স্যর চলে গেলেন, যাবার আগে আস্তে করে ইউনিয়ন রুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন– একটা মৃদু আওয়াজ উঠল– ঠক। তারপর মোরাম বিছানো পথে স্যর এর মোকাসিন জুতোর অপসৃয়মান আওয়াজ মস মস মস।

কতক্ষণ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম সকলে জানি না। সম্বিৎ যখন ফিরলো গোটা ঘর দেখি কটু গন্ধে ভরা। আমাদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ির মাথায় একটা জ্বলন্ত সিগারেট ড্রয়ারের মধ্যে রেখে ফেলেছিল। তার ফুলকিতে ড্রয়ারের মধ্যে আগে থেকে রাখা একটা গোটা রেড বুক পুড়ে ছাই...।

পাঠকের কলমে

পরিবেশ নেই

টিভি–র পর্দায় চোখ রাখছিলাম। সদ্য বিজিত সকল নেতা নেত্রী নিজেদের কাজের ইচ্ছের কথা বলছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে কি কি অসুবিধে আছে, সেগুলো মেটাবার কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালোই লাগল, শিক্ষা, বেকারত্ব দূরীকরণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৃষি, সেচ, নিকাশি... সব কিছুই তাদের ঝোলায় আছে দেখলাম। কিন্তু পরিবেশকে সবুজায়ন করার ইচ্ছেটা কেউই জানালেন না।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সকলের কছে আমার অনুরোধ রইল প্রতিদিন একটি করে গাছ লাগান।

সামনেই বর্ষা। গাছ লাগাবার উত্তম সময়। আর আমার মনে হয় কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া ছেড়ে যদি আর একটু ভেবে চিন্তে বেল, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ, নিম লাগানো যায় তবে খুব ভালো হয়। বহু আগে নাকি কলকাতায় জায়ফল, হরতকি, আমলকি, দেবদারু, বকুল, দিশি বাদাম বা বাক্স বাদাম গাছও ছিল। কার্পাস, শাল, সেগুণ, মেহগিনি, চন্দন লাগানো যেতে পারে। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কদম, জাম, ফলসা, বাতাবী লাগালেও দারুণ হবে। পাখির সঙ্গে মানুষও খেয়ে পড়ে বিশ্রাম নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তাছাড়া সকলেই জানেন যে দূষিত এই শহরে গাছের থেকে সবচেয়ে ভালো পরিবেশ বান্ধব আর কেই বা আছে?

শম্পা মুখার্জী, চেতলা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

গণ বন্টন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রেশন ডিলাররা রাজপথে কেন?

নির্মল গোস্বামী

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ যে প্রতিটি রেশন দোকানে EPOS মেশিন বসাতে হবে এবং প্রতি গ্রাহকের আধার নম্বার এই মেশিনের সঙ্গে লিঙ্ক করতে হবে। এই নির্দেশের প্রতিবাদে রেশন ডিলাররা আন্দোলনে নেমেছে। রেশন ডিলারদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের নাম হল অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইজ শপ ডিলার্স ফেডারেশন। সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বোস। এই কেন্দ্রীয় সংগঠনের ছাতার তলায় পশ্চিম বাংলায় চারটি পৃথক সংগঠন আছে। (১) সবচেয়ে বড় সংগঠন WBMR ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। সাধারণ সম্পাদক নিখিলেশ ঘোষ। (২) বেঙ্গল ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন, কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক নিমাই নস্কর। (৩) জাতীয়তাবাদী WBMR ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ সম্পাদক কার্তিক খাঁন। (৪) বেঙ্গল ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, সম্পাদক বিশ্বম্ভর বোস।

এই চারটি সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আন্দোলনে সামিল হয়েছে EPOS মেশিন বসানোর শর্ত নিয়ে। EPOS মেশিনের অর্থ হল ইলেক্ট্রনিক পয়েন্ট অফ সেলস। অর্থাৎ ATM কার্ডের মতো মেশিনে কার্ড ঢোকালে তবেই স্লিপ আসবে এবং সেই অনুযায়ী মাল পাবে গ্রাহক। এবং এই কার্ডের সঙ্গে আধার নাম্বার যোগ হলে একজনের কার্ডে অপর কেউ মাল তুলতে পারবে না। সরকার চাইছে গণবন্টনে স্বচ্ছতা আনতে। কারণ রেশনের চালে কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ টাকা এবং গমে ২৪ টাকা ভর্তুকি দেয়। রেশন ডিলার্সরা এখনই এই স্বচ্ছতা অভিযানে সামিল হতে রাজি নয়। কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় তারা লাভবান হয় একথা কেউই অস্বীকার করবে না। এখন খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে রেশন ডিলার্সরা এতোটাই বেহায়া হয়ে গেছে যে তারা দুর্নীতি করবে তার জন্য ডেপুটেশন দিচ্ছে সরকারের কাছে। কেন তারা মেশিনের বিরোধিতা করছে সেই প্রশ্নে যাবার আগে আমাদের রাজ্যের রেশনের চিত্রটা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিই।

কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA) চালু হয় ২০১৪ সালে। আমাদের রাজ্যে NFSA (ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট) ২০১৬ সালে চালু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তিন রকমের রেশন কার্ড আছে AAY অন্তোদয় অন্ন যোজনা– হিসাবে গ্রাহক ১৫ কেজি চাল অথবা ২০ কেজি গম পাবে। চালের মূল্য ২ টাকা কেজি গমও ২ টাকা কেজি। এই কার্ড পরিবার পিছু দেওয়া হয়। ১জন মেম্বার হলেও যা পাবে ৫ জন মেম্বার হলেও একই পরিমান মাল পায়।

(২) SPHH (স্পেশাল প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড) এই কার্ডে মাথা পিছু মাসে ৫ কেজি করে চাল, গম মিলিয়ে পাবে চাল ৩ টাকা গম ২ টাকা দরে। এবং মাসে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম চিনি পাবে ১৩.৫০ টাকা দরে।

(৩) P H H প্রায়োরিটি হাউস হোল্ডার। এই কার্ডে চিনি পাবে না। চাল গম একই ভাবে পাবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২ রকমের রেশন কার্ড আছে ১) RKSY (১) রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা। এই কার্ডে মাসে ৫ কেজি চাল গম মিলিয়ে পাবে দাম চাল ২ টাকা, গম ২ টাকা (২) RKSY (2) এই কার্ডে মাসে ১ কেজি চাল ১৩ টাকার এবং এক কেজি গম পাবে ৯ টাকা দরে।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে ৬৬% মানুষকে NFSA এর অধীনে এনেছে অর্থাৎ ৬ কোটি ১ লক্ষ মানুষকে রেশনের মাল সরবরাহ করে। আর রাজ্য সরকার প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষকে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় অর্থাৎ RKSY এর আওতায় এনেছে। মোট সাড়ে আট কোটি মানুষ রেশনিং ব্যবস্থায় আছে। আর এই সাড়ে আট কোটি গ্রাহককে পরিষেবা প্রদান করে রাজ্যের ২০ হাজার রেশন ডিলার্স।

২০১৪ সালে NFSA চালুর যখন শুরু হল তখন NFSA আইনেই ছিল ডিলারা ৭০ টাকা কুইন্টাল প্রতি কমিশন পাবে। এবং EPOS মেশিন চালু করলে ডিলাররা কমিশন পাবে ৮৭ টাকা করে। এবং পাঁচ বছর অন্তর এই কমিশন বাড়ানো হবে। এই টাকা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার যৌথ ভাবে বহন করবে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ডিলাররা শুরু থেকে ৫৪ টাকা করে পায় কুইন্টাল প্রতি। কারণ এখানকার ডিস্ট্রিবিউটার পায় কুইন্টাল প্রতি ১৬ টাকা করে। উল্লেখ থাকে যে অন্য রাজ্যে এই ডিস্ট্রিবিউটার নেই। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই আছে।

বর্তমানে একটি রেশন দোকানের আয় ব্যয় সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। সেটা হল একটা রেশন দোকানে ৫০০০ কার্ড থাকতে হবে। ৫০০০ কার্ড থাকলে সে মাসে গড়ে ২০০ কুইন্টাল মাল পাবে। তাহলে কমিশন বাবদ আয় হল ২০০x৫৪=১০৮০০ টাকা ২০০ টা বস্তার গড় দাম ১০ টাকা করে হলে ২০০x১০=২০০০ টাকা। মোট আয় ১০,৮০০+২০০০=১২,৮০০ টাকা। ব্যয় সপ্তাহে ৪ দিন দোকান খোলার নিয়ম। তাহলে মাসে ১৬ দিন হয়। একজন মাপনদারের নূন্যতম রোজ দিতে হয় দৈনিক ৩০০ টাকা। ১৬ দিনে হয় ১৬x৩০০=৪৮০০ টাকা।

একটা দোকানে ঘরের মিনিমাম ভাড়া ৫০০ টাকা + বিদ্যুৎ বিল ৫০০ টাকা + কাগজ খাতা বাবদ ১০০ টাকা। মোট হল ৫০০+৫০০+১০০=১১০০ টাকা। বছরে লাইসেন্স ফি ১০০০ টাকা, পঞ্চায়েত ট্যাক্স ৩০০ টাকা, প্রফেশনাল ট্যাক্স ৫০০ টাকা। মোট বছরে ১০০০+৩০০+৫০০=১৮০০ টাকা। মাসে ১৮০০÷১২=১৫০ টাকা। তাহলে মোট ব্যয় হল ৪৮০০+১১০০+১৫০=৬০৫০ টাকা। এবার আরও একটা খরচ আছে সেটা হল শর্টেজ। ১ কুইন্টাল মাল খুচরো মাপলে ১ কেজি ৫০০ গ্রাম শর্টেজ হয়। ২০০ কুইন্টাল সটেজ হবে ২০০×৩/২=৩০০ কেজি। বাজার থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে মাল কিনলে খরচ হয় ৩০০×২৫=৭৫০০ টাকা। মোট ব্যয় হলো ৬০৫০+৭৫০০ =১৩,৫৫০ টাকা।

মোট আয় হল ১২,৮০০ টাকা, ব্যয় ১৩,৫৫০ টাকা। ক্ষতি হয় ১৩,৫৫০–১২,৮০০=৭৫০ টাকা। এখন যদি রাজ্য সরকার কুইঃ প্রতি ৭০ টাকা করে দিক তাহলে রেশন ডিলারের আয় ২০০×৭০=১৪০০০+২০০০=১৬০০০ টাকা– ব্যয় ওই একই থাকত ১৩০৫০ টাকা। তাহলে ১৬০০০–১৩০৫০=২৯৫০ টাকা প্রতি মাসে। এখানে মনে রাখা দরকার যে ১৫০০–২০০০ কার্ড নিয়েও রেশন দোকাল চলে। তাদের ক্ষতি আরো বেশি।

প্রশ্ন হল তাহলে ক্ষতি করে পাঁচ বছর ধরে তারা ব্যবসা চালু রেখেছে কেমন করে। বর্তমান রেশন ব্যবস্থায় যে গলদ আছে তার জেরে তারা সুযোগ পায় কিছু মাল বাজারে ব্ল্যাকে বিক্রি করতে। তাতেই তাদের চলে যাচ্ছে। অন্য কথায় বলতে হয় তারা বাধ্য হয় মাল ব্ল্যাক করতে। সরকারি ব্যবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই অসাধু পন্থা।

২০০৯ সালে বামফ্রন্টের সময় 'ইকনমিক সার্ভে' হয়েছিল। সেই সময় বিপিএল তালিকা তৈরি করেছিল বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে। তাতে প্রকৃত প্রাপকের তালিকা না করে ভোট রাজনীতির চর্চা হয়েছিল বেশি। কারা সিপিএম ভোটার সেটাই ছিল বিপিএল–এর মাপকাঠি। প্রকৃত গরিব লোক বাদ পড়েছে বড় লোকের নাম উঠে গিয়েছে। কথা ছিল তালিকা তৈরির পর জনশুনানি করে তা যাচাই হবে। তখন সিপিএম–এর কমরেডরা জনশুনানি করতে বাধা দেয়। অনেক জায়গায় পঞ্চায়েত অফিস থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালে ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট চালু করেছে তেই বিপিএল তালিকা থেকেই। ফলে ভুলে ভরা বিপিএল তালিকার জন্য অবস্থাপন্ন লোকেরা কার্ড পেয়েছে তারা রেশনের চাল গম খেতে চায় না। অনেকে মাল তোলেনা, বা অন্য লোককে দিয়ে দেয়। আবার এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা চালু করেছে। সেখানেও একই চিত্র দেখা যায়। ভোটের বাধ্যবাধকতায় প্রকৃত প্রাপক বাদ চলে গেছে। কিংবা অবাঞ্ছিতরা কার্ড পেয়েছে। এছাড়াও কোথাও কোথাও ইস্যু হওয়া সব কার্ড স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিলি না করে কিছু অসাধু ডিলার্সদের কাছে অর্থের বিনিময়ে দিয়ে রেখেছে।

আমাদের পত্রিকায় ছবি সহ খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে গ্রামে গ্রামে ঝাঁটা কাঠি কেনে যারা তারা এখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাল গম কিনছে। এবং তা কিছু লাভ রেখে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই রেশনের চাল গম হাত ঘুরে ডিস্ট্রিবিউটার অথবা রাইস মিলে চলে যাচ্ছে। সেই মাল আবার রেশন দোকানে আসছে। আটার ক্ষেত্রে ময়দাকল গুলি পুরনো আটার প্যাকেট কিনে নিয়ে সেই আটা আবার নতুন প্যাকেটে করে কারেন্ট ডেট দিয়ে আবার দোকানে ফিরে আসছে। ঝাড়গ্রামে বেড়াতে গিয়ে এমন এক ময়দাকল চোখে পড়েছিল এই প্রতিবেদকের যেখানে কর্মীরা বলেছিল আগে এখানে ময়দা তৈরি হতো। এখন প্যাকেটের আটা আসে, সেই আটা আবার নতুন প্যাকেটে ভরা হয়। ঝাড় গ্রামে ঢোকার আগে কলাবনি থেকে একটা বাইপাস রাস্তা বাঁ দিকে চলে গেছে। ওই রাস্তা দিয়ে দু তিন কিমি গেলেই ময়দা কলটি চোখে পড়বে।

কেন্দ্রীয় সরকার মাল পাঠায় না। রেশনে যত মাল যায় তার জন্য কিলো প্রতি চালে ২৯ টাকা এবং গ্রামে ২৪ টাকা করে ভর্তুকির অর্থ বরাদ্দ করে। ফলে এক মাল বারবার রেশন দোকানের হাত ঘুরে চলে আসতে অসুবিধা নেই।

স্বেচ্ছায় রেশনের মাল না তুলে বা অনেকেই রেশন দোকানে তাদের প্রাপ্য মাল বিক্রি করে রেশন ডিলারদের সুযোগ করে দেয় ব্ল্যাক করতে। রেশন দোকানে এটাই এখন বৈধ আয় বলতে পারা যায়। এতেই তাদের সংসার প্রতিপালিত হয়।

EPOS মেশিন বসিয়ে সরকার চাইছে প্রকৃতি রেশন গ্রাহকদের চিহ্নিত করতে। রেশন ডিলার্সরা সরকারের কাছে দাবি রেখেছে মেশিন বসালে তাদের কুইন্টাল প্রতি ২৫০ টাকা কমিশন দিতে হবে অথবা মাসিক ৩০ হাজার টাকার আয়ের গ্যারান্টি দিতে হবে। পাঁচজনের সংসার প্রতিপালন করতে গেলে মাসিক ৩০ হাজার টাকার দাবি অন্যায্য নয়। রাজ্য সরকার তার নিজস্ব খাদ্যসাথীর জন্য বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়। ২৫০ টাকা করে কমিশন দিলে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে ৪০% সেটি ভুয়ো কার্ড ধরা পড়বে মেশিনে। অর্থাৎ কারা প্রকৃত উপভোক্তা তাদের চিহ্নিত করণ করা সহজ হবে। এবং রেশন ডিলার্সদের অভিমত চল্লিশ পার্সেন্ট গ্রাহকই প্রকৃত উপভোক্তা নয়। তাহলে রাজ্য সরকার যদি ওই ৪০% কার্ড বাতিল করে তবে বছরে দু হাজার দুশ কোটি টাকা বাঁচবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, রাজ্য সরকাররের খাদ্য সাথী প্রকল্পই নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়বে। উদাহরণ স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের গত বাজেটে খাদ্যে ভর্তুকির পরিমান ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন রাজ্যে EPOS মেশিন বসানোর ফলে এ বছরের ৫ হাজার কোটি টাকা কম লেগেছে। সরকার নিজে রেশন দোকান চালালে ২ জন লোকের মাইনে দিয়ে ন্যূনতম খরচ হারে ৩০×২=৬০ হাজার টাকা।

এই হিসাব সরকারি অফিসারদের অগোচরে তা কিন্তু নয়। আর সকলেই জানে যে খাদ্য দফতরে মন্ত্রী থেকে পিওন পর্যন্ত কাটমানির হিস্যাদার। ডিলাররা জীবনভোর সরকারি কাজের শরিক হয়ে আজ তারা জনগনের চোখে চোর সাব্যস্ত। তারা তাদের হকের মজুরি পেয়ে বদনামহীন ভাবে বাঁচতে চায়। এখন সরকারের সহৃদয়তা কতটায় বর্ষায় তার অপেক্ষায় থাকতে হবে। কারণ EPOS মেশিন বসানোর চরমসীমা আর তিন মাস আছে।

বেহাল রাস্তা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃষ্টি হলে জল জমে পুকুরে পরিণত হয় চিনপাই গ্রামের স্কুলমোড়ের রাস্তা বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। যে কোনো মুহুর্তে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা বলে আশঙ্কা স্থানীয় বাসিন্দাদের। কয়েকহাতের মধ্যে অবস্থিত চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং চিনপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়। চিনপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েত কার্যালয়। পাশের মাঠে রবি ও বুধবার বসে গ্রামীণ হাট। চিনপাই স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাওয়ার জন্য ভরসা একমাত্র এই রাস্তাই। চিনপাই গ্রামের 'লাইফলাইন' বলা হয় এই 'স্কুলমোড়'কে। এই রাস্তার উপর দিয়ে সারাদিনে পঞ্চান্নের অধিক বেসরকারী বাস,একটি সরকারি বাস,স্কুল বাস,লরি,টোটো,ছোটো হাতি,ভ্যান,অটো,মোটরসাইকেল সহ একাধিক যানবাহন যাতায়ত করে। বৃষ্টি হলে জল জমে রাস্তা পারাপারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। দুভোর্গে পড়ে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের পক্ষে নেই কোনো প্রতিবাদ। টনক নড়ে না স্থানীয় প্রশাসনের। কবে মিলবে সুরাহা ? – সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে একমাত্র সময়ই।

কোমা পঞ্চায়েত দখল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোমা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা বাগ্দী,উপপ্রধান সহ পাঁচ পঞ্চায়েত সদস্য ৮ জুলাই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেয়। তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। সাত পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে পাঁচ পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ফলস্বরূপ এদিন কোমা গ্রামপঞ্চায়েত দখল করলো বিজেপি। ৬ জুলাই সন্ধ্যায় কড়িধ্যায় জেলাপরিষদের প্রাক্তন সদস্য মিহির মন্ডল, ভুরকুনা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সহ ২৫০০জন বিজেপিতে যোগদান করল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল,সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল, প্রাক্তন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, শ্যামসুন্দর গড়াই। ২৭ জুন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের খুড়তুতো ভাই সুমিত মন্ডল সহ ১৬২০জন বিজেপিতে যোগদান করলো।

বিস্ফোরণে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মল্লারপুর মেঘদূত ক্লাবে বিস্ফোরণের ঘটনায় শেখ মিঠু নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ৪ঠা জুলাই ভোরে বিস্ফোরণে মীরবাঁধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদ উড়ে যায়। ক্ষতি হয় আশেপাশের কয়েকটি বাড়ির। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৫০মিটারের মধ্যে রয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লাভপুর থানার পুলিশ।

জয় শ্রীরাম ধ্বনি ঘিরে ধুন্ধুমার উচ্চ বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বুধবার দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট উচ্চ বিদ্যালয় 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় প্রকাশ, ওই বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির একটি ছাত্র জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিলে ওই স্থানেরই কিছু ছেলে তাকে ধাক্কাধাক্কি দেয়। বুধবার স্কুল শুরুর সময় বহিরাগত বেশ কয়েকজন যুবক বিদ্যালয়ে ঢুকে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া ছাত্রটিকে খুঁজতে থাকে এবং বিদ্যালয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে। স্কুলের বাইরে বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা এবং স্থানীয় মানুষরা ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। শুরু হয় পথ অবরোধ। বিষ্ণুপুর থানা থেকে পুলিশ ও র‍্যাফ এসে বিদ্যালয়ে ঢুকে থাকা বহিরাগতদের লাঠি চার্জ করে বের করে দেন। স্থানীয় মানুষ ও অভিভাবকরা জানান এভাবে বহিরাগতরা বিদ্যালয়ে ঢুকল কি ভাবে দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের বিডিওকে আলিপুর মহকুমা শাসক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ করতে বলেন। শুক্রবারে আলিপুর সদর মহকুমা শাসক আমিরুল আলম বলেন পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। পুলিশ এবং বিডিও খুব ভালো ভূমিকা পালন করেছেন।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে জখম পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৫ জুলাই নোদাখালি থানার অন্তর্গত ডি–রায়পুর অঞ্চলে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে এক পুলিশ অফিসার গুরুতর জখম হলেন। সূত্রের খবর ওইদিন শ্যামল মণ্ডল নামে এক বিজেপি নেতাকে একটি চায়ের দোকান থেকে কয়েকজন দুষ্কৃতী বন্দুক দেখিয়ে তুলে নিয়ে যায়। শ্যামল মণ্ডল পরে জানান, তাকে মারধর করা হয়েছে এবং তার ফোনও ভেঙে ফেলা হয়। বিজেপির নেতৃত্ব অভিযোগ করে যে শাসক তৃণমূল দলের দুষ্কৃতীরাই এই কাজ করেছে। এলাকার জনগণ ডি রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিকের বাড়িতে এই ঘটনার পর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। গ্রামের লোকজন যখন থানায় অভিযোগ জানানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন ২৫–৩০টি বাইকে বহিরাগত কিছু দুষ্কৃতী এসে ব্যাপক বোমাবাজি শুরু করে। সূত্রের খবর শূন্যে গুলিও ছোড়া হয়। সেই সময় ঘটনাস্থলে পুলিশও ছিল। বোমাবাজির জেরে নোদাখালি থানার এএসআই কৃষ্ণেন্দু ঘোষের ডান পায়ের একটি আঙুল উড়ে যায়। বর্তমানে ওই পুলিশ অফিসার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। এই প্রসঙ্গে বজবজ–২ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল জড়িত নয়। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি চক্রান্ত করে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে হামলার ছক কষে ছিল। নোদাখালি থানা ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

৩০০ বছরের পুরোনো মৌড়ীর রথযাত্রা উৎসব

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জেলার প্রাচীনতম রথযাত্রা উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম মৌড়ীয় রথযাত্রা উৎসব। এই রথযাত্রা উৎসব প্রায় ৩০০ বছরেরও বেশি দিন ধরে সমানভাবে চলে আসছে এমনটাই প্রবীনরা জানালেন। তারা আরও জানান মহিয়াড়ির তৎকালীন জমিদার রমাকান্ত কুণ্ডু চৌধুরীর বংশধররা এক সময় পারিবারিক এই রথযাত্রা প্রচলন করে। যদিও তা আজ পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। এই রথযাত্রার একটি বিশেষত্ব হল– রথযাত্রার দিন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার সঙ্গে কুণ্ডুচৌধুরীদের কূলদেবতা লক্ষ্মী জনার্দন একই সাথে বিরাজ করে ও পূজিত হয়। ধাতুর তৈরি ১২ ফুটের রথটিতে বিরাজ করে জগন্নাথদেব। আর ধাতুরই গড়া আর একটি রথে বিরাজ করে পারিবারিক কূলদেবতা লক্ষ্মী জনার্দন। প্রবীন ব্যক্তিরা আরও জানান প্রথমে এই দুটি রথই ছিল কাঠের তৈরি। পরে তা ধাতুর রথ তৈরী করা হয়। এবং রথ যাত্রার দিন সকালে মন্দির থেকে বিগ্রহ এনে তা ন'বার প্রদক্ষিণ করে তারপর বিগ্রহ রথে স্থাপন করা হয়। আগে এই দুই রথই পদযাত্রা শুরু হতো মৌড়ী রথতলা থেকে ঘটির বাজার পর্যন্ত। বর্তমানে অবশ্য মৌড়ী রথতলা থেকে তালপুকুর পর্যন্ত রথের টান হয়। প্রতিবছরই রথের অনুষ্ঠান শেষে বিগ্রহ নিয়ে আসা হয় মন্দিরে। এবং এখানেই সারা বছর পূজিত হয়। নিয়ম অনুসারে রথযাত্রার দিন আবার নিয়ে এসে রথে স্থাপন করা হয়। মৌড়ীর এ রথ উপলক্ষে প্রতি বছর এখানে বসে মেলা। খাবারের স্টল থেকে শুরু করে মনিহারি দোকান ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। রথের দিন প্রভুর নাম সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য ভক্তগণের মধ্যে পদযাত্রা শুরু হয়। এই পদযাত্রা উপলক্ষে এলাকার ও এলাকার বাইরে থেকে বহু ভক্ত সমাগম হয়। এই রথযাত্রা ও মেলা উপলক্ষ্যে সকলের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ট্রলার ডুবিতে ফিরলেন ২ বাবা, ফেরেনি ২ ছেলে

মেহেবুব গাজী, কাকদ্বীপ: দুই বাবা বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু দুই ছেলের কোন খোঁজ নেই। বাড়ি ফিরেও শান্তিতে নেই দুই বাবা। আশঙ্কার দোলাচলে প্রহর কাটছে দুই পরিবারের। হয়ত ভাল খবর আসবে, এই আশাতে এখনও বুক বেঁধে আছেন দুই পরিবারের লোকেরা। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এফবি নয়ন–১ ট্রলার পাড়ি দিয়েছিল গভীর সমুদ্রে। ইলিশ ধরার জন্য জালও পেতেছিলেন ট্রলারের মৎস্যজীবীরা। কিছু ইলিশও ধরা পড়েছিল। তারপর ক্রমে আবহাওয়া খারাপ হতে থাকে। উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। শতাধিক ভারতীয় ট্রলার ঢেউয়ের জেরে বাংলাদেশ জল সীমানায় ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে ঢেউয়ের জেরে উল্টে যায় ট্রলার এফবি নয়ন–১। ট্রলারে ১৬ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত খোঁজ নেই কোনও মৎস্যজীবীর। এই ১৬ জনের মধ্যে আছেন মধ্য কুড়ির স্বপন দাস ও মাধব দাস। দু'জনেই কাকদ্বীপের পূর্ব গঙ্গাধরপুরের বাসিন্দা।

মাছমারাদের গ্রাম বলেই চেনে এলাকার এই গ্রামকে। মাত্র চার মাস আগে বিয়ে করেছেন স্বপন। স্ত্রী অঞ্জলিও মৎস্যজীবী পরিবারের মেয়ে।

বিয়ের পর এই প্রথমবার ট্রলারে গিয়েছিলেন স্বপন। প্রথমে বারেই ঘটে গেছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একই সঙ্গে ট্রলারে গিয়েছিলেন স্বপনের বাবা মধ্য বসয়ী রামহরি দাস। তাঁর ট্রলারও দুর্যোগের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কোনরকমে দুর্যোগ এড়িয়ে ফিরেছে ট্রলার। বাবা বাড়ি ফিরেছেন, অথচ ছেলের ফেরা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। বাড়িতে পুত্রবধূর সামনেও তিনি গিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না।

স্বপনের প্রতিবেশী মাধব দাস। মাধব এর আগেও বেশ কয়েকবার ট্রলারে গিয়েছেন। বাড়িতে অসুস্থ সাত মাসের মেয়ে। স্ত্রী, বাবা, মা আছেন। বাবা হৃদয় দাসও ট্রলারে গিয়েছিলেন। তিনিও ফিরে এসেছেন। কিন্তু ফেরন নি ছেলে মাধব। অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার খরচ তুলতেই মাধব গিয়েছিলেন ট্রলারে। মেয়ের চিকিৎসা এখন অনিশ্চিত। স্ত্রী শাপলা দাস কান্না চেপে রেখে কার্যত পাথর হয়ে গিয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকে দোলাচলে চলছে পুরো পরিবার।

অন্যদিকে বাংলাদেশে ডুবে যাওয়া ৪টি ভারতীয় ট্রলার এফবি দশভূজা, এফবি বাবাজি, এফবি যোগিরাজ ও এফবি নয়নের খোঁজে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ উপকূল রক্ষী বাহিনীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তল্লাশি জারি রেখেছে। বাংলাদেশের পারিয়া বন্দরে ৩২টি ভারতীয় ট্রলার আছে। আবহাওয়ার উন্নতি হলেই ভারতে ফেরানো হবে ট্রলারগুলি। ডুবে যাওয়া ৪টি ট্রলারে থাকা ৬১ জন মৎস্যজীবীর মধ্যে ৩৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও নিখোঁজ ২৫ জন মৎস্যজীবী। ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী একটি হোভারক্র্যাফ্‌ট, দ্রুতগামী ভেসেল ও বিমানের মাধ্যমে নিখোঁজদের খোঁজ চালাচ্ছে ভারতীয় জল সীমানায়।

২৮ লক্ষ টাকার বিদেশি পাখি ও বন্যপ্রাণী উদ্ধার

পিআইবি: সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ) এবং ডিআরআই–এর আইজল শাখার আধিকারিকরা শনিবার ৬ই জুলাই মিজোরামে কোলাশিব অঞ্চলে সাইরাং এবং কাউনপুই রোডের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি যৌথ অভিযান চালায়। সেইসময় সন্দেহভাজন দুটি গাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে বিদেশী বিপন্ন প্রজাতির ২৬টি পাখি উদ্ধার করা হয়। এই পাখিগুলি ২৬টি বাক্সে রাখা ছিল ওই পাখিগুলি মায়ানমার থেকে চোরাপথে কেরালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে। এরা সকলেই কেরালার বাসিন্দা। যে গাড়িগুলি করে পাখিগুলিকে পাচার করা হচ্ছিল, সেই দুটি গাড়ির চালক এবং সহ–চালককেও আটক করা হয়েছে। এই ২৬টি পাখির মধ্যে একটি এমু, দুটি মুকুটওয়ালা পায়রা এবং ২৩টি হলদে ঝুঁটির কাকাতুয়া রয়েছে। এই পাখিগুলি ২৩টি ছোট এবং তিনটি বড় বাক্সে রাখা ছিল। এই পাখিগুলির বাজারদর প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। ভারত–মায়ানমার সীমান্ত অঞ্চলে অবৈধ চোরাচালানের ঘটনা ঘটে থাকে। চলতি বছরে আইজলে দ্বিতীয়বার এরকম অবৈধ চোরাচালানের ঘটনা রুখল পুলিশ। ফটো ক্যাপশন– আইজল–এর বিএসএফ এবং এবং ডিআরআই–এর আধিকারিকরা মিজোরামে যৌথ অভিযান চালিয়ে মায়ানমার থেকে কেরালায় পাচার করার উদ্দেশ্যে ২৬টি বিদেশী বিপন্ন প্রজাতির পাখিকে উদ্ধার করল ৬ই জুলাই।

বাসন্তী হাসপাতালে ডেঙ্গুনিধন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ব্লক প্রশাসন ও বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালের আধিকারিকগণের উদ্যোগে শনিবার সকালে পালিত হল ডেঙ্গু নিধন কর্মসূচি ও স্বচ্ছতা অভিযান। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌগত সাহা, যুগ্মসমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপস বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী মেহেদি হাসান সেখ, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন লস্কর, বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৈকত বেরা, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কারিগরি কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ নস্কর,

বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল মান্নান গাজী, বাসন্তী গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান পারুল মন্ডল সহ কন্যাশ্রী মেয়েরা এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের আধিকারিকরা।

এদিন বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালের চারিদিকে নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সুস্থ পরিবেশের জন্য হাসপাতালে চারপাশে কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেন আধিকারিকরা।

স্বচ্ছতা কর্মসূচির পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়েও সচেতন করেন আধিকারিকরা। বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে আসা ৩৪ জন প্রসূতি মা এবং ২১ জন শিশুর হাতে মশারী, হরলিক্স সহ শিশুদের কীট তুলে দেন তারা। বাসন্তী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌগত সাহা বলেন, বর্ষার সময় বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা জলের মধ্যে ডেঙ্গু মশার বংশ বৃদ্ধি হয়। যাতে করে সেই সমস্ত জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার জন্য সচেতনতা রাখা আমাদের এই কর্মসূচি। আগামী দিনে সমগ্র বাসন্তী ব্লকে ডেঙ্গু নিশ্চিহ্ন করতে এমন কর্মসূচি লাগাতার ভাবে চলবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মেহেদি হাসান শেখ বলেন, বাসন্তী ব্লক প্রশাসন আধিকারিকরা যে ভাবে স্বঃতস্ফুর্ত ভাবে উদ্যোগ নিয়ে ডেঙ্গুনিধন এবং স্বচ্ছতা আভিযান কর্মসূচি শুরু করে বাসন্তী ব্লকের সাধারণ নাগরিকদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিলেন তাতে করে বাসন্তী ব্লকে আগামী দিনে ডেঙ্গু নির্মূল হতে বাধ্য।

ট্রাফিক সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক অভিনব উদ্যোগ নিয়ে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ এর চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এর উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ এর এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সোমবার দুপুরে সচেতনতা শিবিরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক দেবাশিস বাগচি,ক্যানিং থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। দেবাশিসবাবু সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা করার পাশাপাশি পানীয় জলের সংকট নিয়েও ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করেন। বলেন আগামী দিনে আমরা জলের জন্য মহাসংকটে পড়তে চলেছি। ইতিমধ্যে জলস্তর যে কমতে শুরু করেছে সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের গাছ লাগানোর কথা বলেন এবং জল যাতে অপচয় না করার পরামর্শ দেন।

ক্যানিং মহকুমায় একাদশতম উল্টো রথযাত্রায় শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের প্রত্যাবর্তন। –নিজস্ব চিত্র

তৃণমূলের জনসংযোগ যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে জনসংযোগ যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। আগামী ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ দিবসের সমর্থনে এই সংযোগ যাত্রা শুরু হয় চকবাঁশবেড়িয়া ইদগাহ থেকে। শেষ হয় নোদাখালি থানার মোড়ে। এই সংযোগ যাত্রায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। যাত্রা শেষে বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, জেলা কিষাণ সেলের সভাপতি ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ। সাত গাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মলয় সাঁতরা বলেন, আগামী ২১ জুলাই আমাদের অঞ্চলের প্রতিটি বুথ থেকেই কর্মী সমর্থকরা ধর্মতলায় যাবেন। বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি তা আমরা বিশ্বাস করি না। উন্নয়নের মাধ্যমেই আমরা সমাজ সংগঠিত করে মানুষকে সরকারি পরিষেবা দিতে বদ্ধ পরিকর। আগামী দিনে দলীয় সংগঠনকে আরও সুদৃঢ় করা হবে।

সহ সভাপতির বাড়িতে বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৫ জুলাই গভীর রাতে দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী যে বাড়িতে থাকেন সেই বাড়িতে ব্যাপক বোমাবাজি হয়। বাড়ির সদর দরজার কাছে থাকা একটি মোটরবাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। বুচান বাবু বলেন, আমি রাত এগারটা নাগাদ বাড়ি আসি। রাত ১২টা নাগাদ পরপর তিনটি বোমার বিকট শব্দ পাই। বাড়িতে লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাড়ির অদূরেই নোদাখালি থানা থেকে ছুটে আসে পুলিশ। বুচানবাবু এই ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন। যদিও বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুফ ঘাঁটু এই এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলকেই দায়ী করেছেন। বুচান ব্যানার্জী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রের খবর সিসিটিভির ফুটেজ ধরে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ঘরে ঘরে জল, কষ্ট কল্পনা নয় তো?

প্রথম পাতার পর

উল্টে অপর্যাপ্ত খাল কেটে জলকে বের করার তাগিদ ছিল বেশি। কিন্তু আজ চতুর্দিকে খরা খরা রব উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জল ধর, জল ভর রব তুলেছেন। মধ্যভারত থেকে বরাবরের মতো বৃষ্টি উধাও। তাই চারদিকে জলের হাহাকার। অর্থমন্ত্রী বেগতিক অবস্থাকে হাতিয়ার করে জলের জোগানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সবার কাছ থেকে হাততালি কুড়োচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া জলের জোগান কে দেবে– এ প্রশ্ন আলিপুর বার্তা ছাড়া আর কেউ করে না। বস্তুত, ১৯৮৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলা হয়েছে থর মরু সবুজ করলে ভারত উপমহাদেশের জলবায়ুতে বিশাল পরিবর্তন আসবে। পাঠক লক্ষ্য করে দেখুন, আমরা ইতিপূর্বে যে অশনি সংকেত দিয়েছিলাম আজকে তার নিখুঁত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ জানতে প্যারিসে ছুটছেন। অথচ তার নিজের দেশেই রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের আসল কারণ। মৌসুমী না বাঁচলে কেউ বাঁচবে না– অ এ বোধ কারুর নেই, এটা এ যুগের আসল কারণ। মৌসুমী না বাঁচলে কেউ বাঁচবে না– এ বোধ কারুর নেই। এটা এ যুগের সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের কথা!

দাবি মানল সরকার

প্রথম পাতার পর

শিক্ষা ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক মইদুল ইসলাম বলেন, রাজ্য সরকার গত ১৮ বছরে এসএসকে এবং এমএসকে শিক্ষকদের এক টাকাও বেতন বৃদ্ধি করেনি। পেনশন, বোনাস কিছুই নেই আমাদের। আমরা চাই এসএসকে এর বেতন হোক ১৮০০০ এবং এমএসকে–এর বেতন হোক ২৫০০০ টাকা। এবং আমাদের শিক্ষা দফতরের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গত ৫ জুলাই বিধানসভা অভিযানে আমাদের মহিলা সদস্যাদের শ্লীলতাহানি করা হয়। ১৪৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর প্রতিটি ব্লকে ব্লকে আন্দোলন চলছে। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকালে ক্যানিং ১ নং ব্লকের ৮২ টি এসএসকে ও এমএসকে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা ক্যানিং থানার কাছ থেকে ক্যানিং বিডিও অফিস পর্যন্ত বুকে কালো ব্যাজ পরে এক ধিক্কার মৌনমিছিলে সামিল হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।

ক্যানিং বিডিও অফিসে গিয়ে তাঁরা প্রায় আধঘন্টা অবস্থান ও করেন।

১৮ জুলাই প্রতিটি জেলাশাসকের দফতরে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষিত হয়। মইদুল বাবু বলেন, ১২ জুলাই শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বিকাশ ভবনে ডেকেছেন আলোচনা করার জন্য। দেড় ঘন্টার এই বৈঠকের পরে মইদুল জানান, শিক্ষামন্ত্রী তাদের অধিকাংশ দাবি মেনে নিয়েছেন। আগামী ২০ জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সভায় উপস্থিত থাকবেন। সেখানে তিনি যা ঘোষণা করার করবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের লাগাতার আন্দোলনের চাপেই রাজ্যসরকার মান্যতা দিল। দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেলাম।

ভুগছে গোবরডাঙা হাসপাতাল

প্রথম পাতার পর

অভাব শুধু সরকারের সদিচ্ছার।' তিনি আরও বলেন, হাসপাতালের বর্তমান জমির পরিমাণ প্রায় ১৬ বিঘের কাছাকাছি। যাতে সরকারি শর্ত অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরে বলেছিলেন, পনেরো বিঘে জমি পেলে হাসপাতালটিকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত করবেন। কিন্তু তার বদলে বহু লড়াই–সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে আসা হাসপাতালটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।' পবিত্রবাবু বলেন, '১৯৪৩ সালে ফেমিনিন ইমারজেন্সি রিলিফ হসপিটাল নামে এটির সূচনা হয়। সূচনালগ্নে হাসপাতালটি ছিল ১০ শয্যাবিশিষ্ট। তখন এটি চলছিল গোবরডাঙা টাউন হলে। এরপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৫৭ সালে গৈপুরে মিত্র এবং বসুরা জমি দেয় হাসাপাতালের জন্যে। তখন এটি উপসহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নামে সেখানে চলে যায়। ১৯৭০ সালের পর হাসপাতালের অবস্থা খারাপ হলে ইন্ডোর বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন আন্দোলন সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি হয় না। ১৯৮১ সালে গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদ গঠন করে হাসপাতাল চালুকরণে আন্দোলন শুরু করি। তখন ১০ বিঘে জমি ছিল। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ১৫ বিঘে জমি পেলে তিরিশ শয্যার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এটিকে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তৎকালীন পুরসভার উদ্যোগে সেইমতো জমি কেনা হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার জমিটা নিলেও স্টেট জেনারেল হাসপাতাল না করে গ্রামীণ হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত করে। সেইমতো হাসপাতালের সমস্ত বাড়ি–ঘর তৈরিও হয়। কিন্তু হাসপাতাল চালু হয় না। ফলে উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৯৯ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তখন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের সঙ্গে এক চুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়। জেলা পরিষদ না চালাতে পারলে রাজ্য এটিকে অধিগ্রহণ করবে বলে উল্লেখ করা হয়। এরপর হাসপাতালটি ২০০০ সাল থেকে চালু হলেও বিভিন্ন অব্যবস্থার শিকার হতে থাকে। এরপর ২০১১ সালে সরকারের পরিবর্তন হয়। ক্ষমতায় আসে বর্তমান শাসকদল। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে এটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে গোবরডাঙা পুর এলাকা ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ নিত্য দুর্ভোগের শিকার। কারণ এইসব এলাকার কোনও রোগীকে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় প্রায় ১৫ কিমি দূরবর্তী হাবড়া হাসপাতাল কিম্বা প্রায় ২৫ কিমি দূরবর্তী বনগাঁ হাসপাতালে। এতে অনেকসময় আশঙ্কাজনক রোগীর ক্ষেত্রে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। দূরত্ব এবং রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে হাসপাতালে যাবার পথেই মৃত্যু হয় বহু রোগীর।' এ বিষয়ে পবিত্রবাবুর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন রেনেসাঁস বিজ্ঞান ক্লাবের অন্যতম সদস্য মাণিক ঘোষ।

এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

পুরসভায় যৌথ আন্দোলনে সামিল সিপিএম–বিজেপি

প্রথম পাতার পর

পরবর্তীতে কখনও এককভাবে সিপিএমের কখনও বিভিন্ন দলের মিলিজুলি পুরবোর্ড গঠিত হয়। কখনও মাঝপথেই সমর্থন তুলে নিয়ে বিভিন্ন দলের কাউন্সিলরগণ মিলে নতুন পুরবোর্ডও গঠন করেছিলেন। শহরবাসীর একাংশের অভিমত, এবার যৌথ আন্দোলন কর্মসূচির মো।কে ফের নতুন সমীকরণ নিয়ে হাজির সিপিএম এবং বিজেপি।

সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে দাঁইহাট পুরসভায় ১৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০টিতেই বিজেপি ও সামান্য মার্জিনে ৪টিতে তৃণমূল কংগ্রেস লিড পায়। সিপিএম তাদের জেতা ওয়ার্ডগুলিতেও লিড পায়নি। তারপর থেকেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের জোরালো দাবি, এলাকায় সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে সিপিএমের লোকজন নিজের ভোট দিয়ে বিজেপির পকেট ভরেছে। ২০২০ সালে পুরসভা নির্বাচনে সিপিএম ও বিজেপি যে এখানে আঁতাত করবে এটা তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। তবে, এলাকার সিপিএম এবং বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের এই দাবি মানতে নারাজ। বিরোধী নেতৃত্বের সাফাই, দাঁইহাটের সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের একাধিক বেনিয়ম ও অপশাসনের শিকার। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এই আন্দোলন কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে উভয় দলের কোনও পতাকা ছিল না। ছিল না কোনও রাজনৈতিক স্লোগানও। তাই এতে রাজনীতি খোঁজা অর্থহীন।

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 38, 13 July -19 July, 2019

মহানগরে

জল অপচয় বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সারা মহানগরে রাস্তার ধারে থাকা প্রায় ১৭ হাজার 'স্ট্যান্ড পোস্ট' থেকে যে পরিমাণ পরিস্রুত জল নষ্ট হয়, তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি জল নষ্ট হয় বাড়ির কলে 'স্টপ কক' থাকা সত্ত্বেও। কারণ, রাস্তার ধারের কল থেকে যেহেতু অনেক ব্যক্তি জল নেয়। তাই সেখানে জল অপচয়ের সময়টা অনেকটা কম। কিন্তু বাড়ির কলে স্টপ ককের চাবি খোলা থাকায় জল পড়তেই থাকে। ওই জল নেবার লোক তো একটি মাত্র পরিবার।

সে জন্যই পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় রুখে কলকাতাবাসীকে পানীয় জলের অপচয় সম্পর্কে সজাগ করতে কলকাতা পুরসংস্থার জল সরবরাহ দফতর প্রায় বছর দেড়েক আগে থেকেই প্রতি পরিবার দৈনিক কত জল ব্যয় করে তা জানতে বাড়ির কলে 'জলের মিটার' বসাতে শুরু করে। একরকম পরীক্ষামূলক ভাবে কলকাতার কাশীপুর, চিৎপুর, বি টি রোড এলাকার বরো নম্বর ১–এর ১–৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতি বানিতে 'জলের মিটার' বসাচ্ছে। পুর সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার এক নম্বর বরোতে যে 'ওয়াটার লস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে' চালু হয়েছে, তাতে এ পর্যন্ত ৩,৭৫১টি বাড়ির কলে 'জলের মিটার' বসেছে। প্রসঙ্গত, এক হাজার লিটার পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন করতে ব্যয় হয় প্রায় চার টাকা।

বেহাল লেক ও পুকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্গত যাদবপুর সন্তোষপুরের ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত সন্তোষপুর লেক এবং রাণি রাসমণি বাগানের পুকুরের অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এই দুইটি জলাশয় সংরক্ষণের কাজ পুরসংস্থা নির্দিষ্টভাবে কবে থেকে শুরু করবে? স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পুর পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, এই দফতর থেকে ওই পুকুর দু'টির বিষয়ে আগেই 'ইনভেস্টিগেশন' করা হয়েছে। এবং নির্দিষ্ট দফতর থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এবং 'এস্টিমেট' তৈরি করা হয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিবির জন্য কাজটটা 'প্রসেস' করা যায়নি। কিন্তু 'প্রপোজাল'টা আছে। সময় মতো ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

পুর প্রতিনিধি নন্দিতা রায় মূল প্রশ্নের সঙ্গে অনুসারী প্রশ্নে বলেন, সন্তোষপুর লেকের পাড় ভেঙে পড়েছে। এবং লেকের পাশের রাস্তাগুলি তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই লেকের পাশ দিয়ে সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ এখন 'হাই ট্রাফিক কনজেস্টেড এরিয়া'। লেকের ডিটোরিয়েশন দিন দিন বাড়ছে। প্রাতর্ভ্রমণকারীরা ওই লেকের পাশ দিয়ে আর হাঁটতে পারছেন না। রাসমণি বাগান অঞ্চলের বাসিন্দারা ভীত হয়ে রয়েছেন। অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে মেয়র পারিষদ বলেন, সন্তোষপুর লেকের কাজের ইন্সপেকশন হয়েছে, এস্টিমেট হয়েছে, কিছুটা কাজও করা হচ্ছে। বাদবাকি কাজটা করার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছে।

ঢাকে পড়ল কাঠি উৎসবের দিন এল কাছে। রথের দিন থেকেই বিভিন্ন বনেদি বাড়িতে কাঠামো পুজো ও পুজো প্যান্ডেলগুলোতে খুঁটি পুজোর ধুম শুরু হয়ে গিয়েছে। উল্টো রথের দিন দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পুজো কমিটি 'ত্রিধারা' সম্মেলনির অকালবোধনের সূচনা হল নক্ষত্রখচিত পুজো প্রাঙ্গণে। খুঁটি পুজোয় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি দেবাশিস কুমার, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী দেবলীনা কুমার, মানালী দে, সঙ্গীত শিল্পী সুরজিৎ দে এবং সুরসম্রাজ্ঞী পণ্ডিত মল্লার ঘোষ ও সংস্থার সকল সদস্য ও পল্লিবাসী।

রেলের জমির বস্তিও জল পাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরস্থিত প্রতিটি বস্তির বস্তিবাসীদের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসংস্থায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কলকাতার অনেক বস্তি আছে, যা কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ও ভারতীয় রেলের জমির ওপর অবস্থিত। সেখানকার বস্তিবাসীদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড সবই রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই বস্তিবাসীদের জন্য পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কী? পরিকল্পনা থাকলে তা কীভাবে দেওয়া যাবে? ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেবের প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা সঠিক প্রশ্ন করেছেন। কেবল তাই নয় মধুছন্দা দেবী একটি অত্যন্ত সমস্যা উপযোগী প্রশ্ন করেছেন। আমাদের 'মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে' রয়েছে যে আমরা বস্তিবাসীদের পরিস্রুত পানীয় জল দেব এবং এটা ঠিক যে যেখানে আমাদের 'আন নোটেড' বস্তি যেগুলি রয়েছে সেখানে পোর্ট ট্রাস্ট বা ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ এসে কাজটা আমাদের করতে দেন না। আমাদের যেখানে জলের প্রেসার আছে সেখানে জলের

পাইপলাইন দেওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। কিছু কিছু জায়গায় স্থানীয় পুর প্রতিনিধিরা নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে সেইসব বস্তিতে পাইপ লাইন ঢুকিয়েছেন এবং বস্তিবাসীরা পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন। আবার কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে পোর্ট ট্রাস্ট ও ভারতীয় রেল এ কাজ আটকে দিচ্ছে। সেখানে পাইপ লাইন দেওয়া যাচ্ছে না। মহানাগরিক আরও বলেন, আমরা আইনত, তাদের জায়গায় তাদের বিরোধ থাকলে, জলের লাইন পাততে পারি না। কিন্তু আমি পক্ষে যে তাঁরা কখন বলবে, তার থেকে যে মানুষগুলি সেখানে রয়েছে তাদের পরিষেবা দেওয়াটাই উচিত।

এবং আরও একটি বিষয় হল, আগে প্রত্যেক বস্তিবাসীকে বস্তির বাইরে 'স্ট্যান্ড পোস্ট' থেকে জল নিতে হত। আমরা চাইবো যে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা করে, প্রত্যেকের বাড়ির ভিতরে জলের লাইনটা দেওয়া। যাতে বস্তিবাসীদের রাস্তায় এসে স্নান না করতে হয়। ভিজে গায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা না করতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতির ওপর অবশ্য বস্তির ক্ষেত্রমান অনেক বেশি থাকলে সেখানে আমরা এটা করবো। আর যেখানে এতো ছোট বস্তি যে পুরসংস্থার উপায় নেই। সেখানে কিছু করার থাকবে না।

এক অনুসারী প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক বলেন, রেল পুরসংস্থাকে জলের লাইন পাততে না দিলে, পুরপ্রতিনিধিরা দেখবেন যাতে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাতে জলের লাইনটা অন্তত বস্তির মধ্যে ঢোকানো যায়। বস্তিতে যাঁরা থাকেন জলটা তাদের একটা অধিকার। রেল কর্তৃপক্ষ যদি ভাবে জলের লাইন তাদের জমিতে পাতা মানেই রেলের জমি রেলের হাত ছাড়া হল, তা ঠিক নয়। আসলে মানুষকে মানুষের মতো রাখতে হবে। এবং মানুষের যে পুর পরিষেবা পানীয় জল, আলো, বাথরুম এটা দিতে হবে। এটা মানুষের একটা অধিকার। এটা পুর প্রতিনিধিরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে যদি কাজটা করেন। তাহলে বস্তিবাসীদের আর কোনও অসুবিধা থাকবে না।

আবাসন শিল্পে ভাঁটা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবাসন শিল্প তার গতি যে কমিয়েছে তা লক্ষ করা যাচ্ছে নাইট ফ্র্যাঙ্কের ৬ মাসের সমীক্ষায়। সমগ্র ভারতেই আবাসন শিল্পের নিম্নগতি ভাবাচ্ছে সকলকে। তার মূল কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে হল মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে আবাসনের দামের হার বৃদ্ধি পায়নি। কলকাতাতেও দূরাবস্থা আবাসন শিল্পের। যদিও কারো কারোর মতে কলকাতার বিভিন্ন জায়গার আবাসনে হাত দেওয়া যাচ্ছে না তার কারণ হল দাম। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত হল বহুদিন ধরে কর্মসংস্থানের অভাব আমাদের শহরে। তাই আবাসন শিল্পের এমন করুণ অবস্থা। যদিও সমীক্ষায় আশা জাগিয়েছে যে কলকাতার কর্মনগরী অর্থাৎ সল্টলেক বা সেক্টর–৫ এ অফিস আবাসনে কিছুটা হলেও বৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে। যদিও তা খুবই সামান্য। সমীক্ষায় বলা হচ্ছে আইটি সেক্টর এই অফিস আবাসনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা ভবিষ্যতে আশা জাগাচ্ছে আরও কর্মসংস্থান যার সরাসরি প্রভাব পড়বে বসবাসের আবাসন শিল্পে। নাইট ফ্র্যাঙ্কের কলকাতার অধিকর্তা স্বপন দত্ত বলেন, কলকাতা শহরতলির আবাসন শিল্পে কিছুটা জোয়ার লক্ষ করা যাচ্ছে। হাওড়ার উত্তরপাড়া কোন্নগর হিন্দ মটরে আবাসন শিল্পে কিছুটা হলেও গতি এসেছে। যদিও সমগ্র জায়গায় তার প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে না। মধ্য কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা , উত্তর কলকাতা আবাসন শিল্প স্তব্ধতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও দক্ষিণ কলকাতাতে বসবাসের আবাসন বিক্রি ৩৪ শতাংশ লক্ষ করা গিয়েছে। যা উত্তর কলকাতায় ২১ শতাংশ, রাজার হাটে ১৮ শতাংশ, পশ্চিম কলকাতায় ১৭

শতাংশ, পূর্ব কলকাতায় ৯ শতাংশ এবং মধ্য কলকাতায় ১ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে এই বাজেটে বসবাসের আবাসনে জিএসটি কিছুটা লাঘব করা হয়েছে যা আগামী ৬ মাসে শুভ ফল দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বসবাসের আবাসন শিল্পে ভাড়া থাকার প্রবণতা বাড়ছে। অর্থাৎ মানুষ কিনে বসবাস করছে না ভাড়ায় বসবাস বেছে নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি প্রকল্প 'রিরা' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'হিরা' প্রকল্পে সুযোগ নিতে অক্ষম আবাসন শিল্প। 'হিরা' প্রকল্পে মাত্র ৩০ শতাংশ নথিভূক্ত হয়েছে এবং তার পরিধিও অনেক কম। বিশেষজ্ঞদের মতে দুই প্রকল্পর পুনর্বিবেচনা করে আরও একটি সহজজাত করা প্রয়োজন। যা সরকার ভেবে দেখবেন বলে তাদের মত। সর্বোপরি আমাদের শহরে আবাসন শিল্পও যে আশানুরূপ ফল দিচ্ছে না তা বলাবাহুল্য।

–ছবি উৎপল কুমার রায়

দরবারে বরো অধ্যক্ষরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাগরিকদের প্রশ্ন, অভিযোগ, মতামত, পরামর্শ ইত্যাদির সরাসরি শ্রোতা হতে 'টক টু মেয়র' পরিষেবা চালু করেছেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এবার সেই মডেলে বরো অধ্যক্ষরাও বরোস্থিত নাগরিকদের প্রশ্ন থেকে পরামর্শ শোনার জন্য 'জনতার দরবার' পরিষেবা চালু করতে চলেছে। পুরসংস্থার বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা যেমন ওই বৈঠকে থাকেন, ঠিক তেমনই নির্দিষ্ট বরো'র সব দলের পুর প্রতিনিধিদেরও ডাকতে হবে ওই বৈঠকে। পুরসূত্রে এমনই খবর।

গত ৬ জুন পুরসংস্থার বিভিন্ন দফতরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন স্টেশন রোড স্থিত ১১ নম্বর বরো কার্যালয়ে কলকাতার তৃতীয় 'পুর প্রশাসনিক সভা'তে বসেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই বরোতে মোট ওয়ার্ড রয়েছে সাতটি (ওয়ার্ড নম্বর : ১০৩–১০৪, ১১০–১১৪)। ১০৩ এবং ১১১তে রয়েছেন সিপিআইএম নন্দিতা রায় ও চয়ন ভট্টাচার্য আর বাকি পাঁচটিতে রয়েছেন তৃণমূল পুরপ্রতিনিধিগণ। বরো অধ্যক্ষ রয়েছেন ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পুরপ্রতিনিধি তারকেশ্বর চক্রবর্তী। এই বরোর মধ্যে পড়ছে সন্তোষপুর, বড়তলা, বাঘাযতীন, আনন্দপল্লি, গড়িয়া, বোড়াল মেন রোড,বাঁশদ্রোনী, পূর্বপুঁটিয়ারির মতো তল্লাট। মহানাগরিক বলেন, বরো মিটিং–এ ওয়ার্ড প্রতি ঠিক কী কী পুর সমস্যা রয়েছে, সেগুলি পরিষ্কার হয়।

সেজন্য বরো প্রতি যে 'পুর প্রশাসনিক বৈঠক' হচ্ছে সেগুলি বাস্তবায়িত হয়। মহানাগরিক আরও বলেন,প্রতি বরোতে বরো অধ্যক্ষের নেতৃত্বে নিয়ম মতো 'বরো মিটিং' হয়। অধ্যক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ওই বরো'র পৌর প্রতিনিধি ও বরো আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বরোর উন্নয়নমূলক কাজগুলি করার বিষয়। কিন্তু এমন অনেকগুলি কাজ থাকে, যে কাজগুলি 'টপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার' ছাড়া করা সম্ভব হয় না। সেজন্যই কিছু কিছু কাজে বরো স্তরে আটকেযায়। এমন ডিজি (ডিরেক্টর জেনারেল) স্তরের সভাতেই সেই আটকে যাওয়া কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে। এই সূত্রেই এই 'পুর প্রশাসনিক সভা'র ব্যবস্থাপনা।

বণিকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাজেট নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সব মহলে। ভালো খারাপ বোঝা যাবে আর কিছুদিন পর থেকে। তার আগে বণিক মহলে এক আলোচনার আয়োজন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এবং করবিশেষজ্ঞ এন কে পোদ্দার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের অর্থনীতির প্রফেসর পার্থ রায় এনসিসিআই–এর পূর্বতন সভাপতি এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষক অমিতাভ কোঠারি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসর কুমারজিৎ মণ্ডল এবং বণিকসভার সভাপতি ভিশাল ঝাঝারিয়া প্রমুখ। এই আলোচনায় উঠে আসে অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা। করদাতাদের করদানে উৎসাহ যোগাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন অর্থ দফতর। তাই বলা হয়েছে আধার দ্বারাও কর জমা করা যাবে। সকলের মত সরকার যেই অর্থনীতিতে পৌঁছনোর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে তার পথ খুব একটা সহজ নয়। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরোতে হবে।

সঞ্চয় কমে আসার প্রবণতা দৃঢ় এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ চাকরির সুযোগ কম। বণিক সভার মত সরকার যদি পুরোপুরি বেসরকারি লগ্নিতেই ভরসা করে তাহলে বিপদ বাড়ার সম্ভবনা রয়েছে। সরকারের উচিত চাষবাষ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা।

রথযাত্রা ও জগন্নাথ লীলার পৌরাণিক সন্ধান

কলি যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চারটি রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন সেই বিষয় রথযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ কুমার চৌধুরী

১. দারু ব্রহ্মরূপে– শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রূপে জগতে প্রকট আছেন নারদ মুনির অনুরোধে।

২. নাম ব্রহ্ম– হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
মহাপ্রভু তার শিক্ষাষ্টকমে বলেছেন–
নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি।
স্তত্রার্পিত নিয়মিত স্মরণে ন কাল।।

অর্থাৎ নামের মধ্যে ভগবানের সর্বশক্তি নিহিত আছে। আর এই নাম গ্রহণে কোনও বিশেষ নিয়ম নাই যখন তখন এই নাম গ্রহণ করা যায়।

৩. শব্দব্রহ্ম– শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থের মধ্যে ভগবান তার শরীর মিশিয়ে দিয়েছেন। সংসাররূপ দুঃখ সাগর থেকে পার হবার একমাত্র সেতু হল ভাগবৎ তাই ভাগবৎ বন্দনায় বলা হয়েছে–

তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্। অপার সংসার সমুদ্র সেতুং ভজামহে ভাগবত স্বরূপম্।।

চতুর্থ হল – জল ব্রহ্ম– গঙ্গাজল– রাধা কৃষ্ণের মিলত গলিত তনু তাই গঙ্গাজল এত পবিত্র ও পাপনাশিনী স্বয়ং দেবাদিদেব শিব তার মস্তকে ধারণ করেছেন এই পবিত্র গঙ্গাজলকে। তাই তার অপর নাম গঙ্গাধর।

প্রভু জগন্নাথ জগতের নাথ, জগতের প্রভু তিনি ভারতবর্ষের প্রভু নয়, এশিয়া মহাদেশের প্রভু নয়। তিনি সমগ্র জগতের প্রভু– তাই জগন্নাথ– আজ সারা বিশ্বে প্রভুপাদের কৃপায় রথযাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে। আর সর্বত্র জগন্নাথের ওই রূপের শোভাযাত্রা দেখে অগণিত মানুষ আনন্দ লাভ করে তৃপ্তি লাভ করে। রথযাত্রা কোথায় ও কিভাবে শুরু হয় তা সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করলাম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১২৪ বছর দ্বাপর যুগে এই পৃথিবীতে অসংখ্য লীলা করেছেন, মথুরায় কংসের কারাগারে তিনি জন্মেছিলেন। পিতা বসুদেব তাকে বৃন্দাবনে নন্দমহারাজের কাছে রেখে এসেছিলেন। বলা হয়

বসুদেব রাখি এল নন্দের আলয়ে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।।

বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ১৪ বছর ছিলেন। এখানে অসংখ্য লীলা করেছেন ও বৃন্দাবনবাসীদের আনন্দ সাগরে ভাসিয়েছেন সে কথা ভাগবতে দশম স্কন্ধে বিস্তৃত দেওয়া আছে।

তারপর তিনি মথুরা লীলায় প্রবেশ করেন। মথুরায় রাজা তথা অত্যাচারী মামা কংসকে বধ করেন ও মথুরায় রাজ সিংহাসন উগ্রসেনকে বসান। মথুরায় বেশ কিছুকাল অবস্থান করে হস্তিনাপুরে অর্থাৎ মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ করে যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজ্যাভিষেক করে তিনি দ্বারকা লীলায় প্রবেশ করেন।

বৃন্দাবনে বাল্যলীলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ লীলা এই লীলা যতগুলি আনন্দের রস আছে তা তিনি বৃন্দাবনবাসীকে প্রাণভরে আস্বাদন করিয়েছেন। আনন্দের পাঁচটি রস আছে–

শান্ত– যোগীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের ধ্যান করে আনন্দ রস অনুভব করেন।

দাস্য– ভগবানের সেবা করে আনন্দ পাওয়া হল দাস্য রস। যেমন হনুমান, বৃন্দাবনবাসীরা।

সখ্য রস – ভগবানকে কেউ বন্ধু হিসাবে তার সাথে খেলাধূলা করে আনন্দ আস্বাদন করতো অর্জুন, সুদামা, শ্রীদাম ইত্যাদি সখারা এই আনন্দ রস পান করতো।

৪. বাৎসল্য– মা যশোদা পুত্ররূপে কৃষ্ণকে বাৎসল্য রসে লালন পালন করতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মা যশোদা শাসন করতো, এমনকি কৃষ্ণের দুষ্টামি বন্ধ কররারজন্য মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছিলেন। এভাবে ভগবান ভক্তধীণতা প্রমাণ করেছেন। এগুলির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ উপভোগ করতেন, ও সবাইকে আনন্দ দান করতেন। তিনি তো আনন্দের মূর্ত প্রতীক। আনন্দময়োভাসাৎ।

৫. মাধুর্য রস– গোপী শ্রেষ্ঠ রাধারানী ও তার সখীদের সাথে অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রেম আস্বাদন করেছিলেন। এই লীলা বৃন্দাবনে বাল্যকালে তিনি করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাওয়ার সময় বৃন্দাবনের গোপীদের বিরহ ব্যথায় অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে আসার কথা দিয়েছিলেন। সেটাই হবে রথযাত্রার সূচনা। বৃন্দাবন ছাড়ার ১০০ বছর পর দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা ও অন্যান্য পারিষদ কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন। এই সংবাদ বৃন্দাবনের গোপীরা জানতে পেরে তারাও কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন বৃন্দাবনের

কলকাতায় ইস্কনের রথযাত্রার ৪৮ বছরের যে উৎসব এ বছর সম্পূর্ণ হলো তাতে চোখে পড়ার মতো ভক্ত সমাগম হয়েছিল। প্রায় ১৫ লক্ষের কাছাকাছি মানুষজন এই সাতদিন ধরে ময়দানের মেলায় প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। ইস্কনের রাধারমণ প্রভুর কথায় মানুষ একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগবানের চরণস্থলের আত্মনিয়োগ করছেন। কারণ মুক্তির পথের মার্গ দর্শক হলেন স্বয়ং ভগবান। বহু যুবা–যুবরাও এখন শ্রী জগন্নাথের মাহাত্ম্যে তাঁর চরণতলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতে এগিয়ে এসেছে। পুরী ধামের পর কলকাতার রথযাত্রা যে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছে তা মানুষের ঢল প্রমাণ করছে। ছবিতে ময়দানে ইস্কনের মেলা প্রাঙ্গণে ভগবান।

গোপীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় ফিরে যেতে বাধা দান করলেন এবং গোপীরা বলপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, বলরামের রথকে বৃন্দাবনের দিকে টানতে থাকেন। সেই থেকে রথযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী কালে চৈতন্য মহাপ্রভু পুরী ধামে বিশাল আড়ম্বরের সাথে রথযাত্রা করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কৃষ্ণের রূপ এমন হল কেন? তার কারণ কি? সে কথা স্কন্দ পুরাণে বলা আছে।

সত্য যুগে অবন্তীপুরের এক রাজা ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি খুব ভগবৎ ভক্ত ছিলেন। এবং ভগবানকে না দেখা পর্যন্ত তিনি উপবাসে প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক সেই সময় এক পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন, 'ভগবান নীল পর্বতে লবন সমুদ্রের তীরে নীলমাধব রূপে অবস্থান করছেন। তুমি সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে এসে তাকে পূজা কর।' তিনি তার একজন বিদ্যান মন্ত্রী বিদ্যাপতিকে সেই নীল পর্বতের সন্ধানে পাঠালেন,বিদ্যাপতি নানান জায়গা ভ্রমণ করতে করতে এক পর্বতের উপর এক গৃহস্থের সন্ধান পান। ক্ষুধা, তৃষ্ণা কাতর বিদ্যাপতি সেই ঘরের দরজায় আঘাত করলেন। একজন মেয়ে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন এবং তিনি বিদ্যাপতির সেবা করলেন। মেয়েটির পিতা বাড়ি ফিরলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিকে দেখে খুব খুশি হলেন। তাকে তার বাড়িতে থেকেবিশ্রাম করতে বললেন। পরে বিদ্যাপতি জানতে পারলেন মেয়েটির নাম ললিতা ও তার বাবা অত্যন্ত নীচ জাতি শবরদের রাজা বিশ্বাবসু। চণ্ডালহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যদি হয় ভগবৎভক্ত। তিনি প্রতিদিন গভীর রাত্রে জঙ্গলের যেতেন ও সেখানে ভগবান নীল মাধবের প্রজা অর্চনা করতেন। ও ভোরবেলা বাড়ি ফিরতেন তখন শরীর থেকে সুগন্ধ বার হতো। এদিকে বিদ্যাপতির সাথে ললিতা প্রণয় হয় ও বিদ্যাপতি ললিতাকে বিবাহ করেন। শবররাজ বিশ্বাবসু প্রতি রাত্রে কোথায় যায় বিদ্যাপতি ললিতার কাছে জানতে চাইলে ললিতা সমস্ত বিষয় তার স্বামীকে বলেন। তখন বিদ্যাপতি নীলামাধবকে দেখার জন্য বিশ্বাবসুকে অনুরোধ করেন। বিশ্বাবসু চোখ বেধে দিয়ে নীলমাধব প্রভুকে দেখাতে সম্মত হয়। যাবার সময় বিদ্যাপতি রাস্তায় সর্ষের বীজ ছড়িয়ে ছড়িয়ে যান। যাতে তিনি পরে রাস্তার সন্ধান পান। নীলমাধবের সন্ধান পেলেন, তাঁকে দর্শন করলেন ও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে ফিরে এসে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সৈন্য সামন্ত নিয়ে নীল মাধব পর্বতে যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে প্রভু নীলমাধব অদৃশ্য হয়ে যান। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাবেন বিশ্বাবসু বোধ হয় প্রভু নীলমাধবকে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই তিনি শবর রাজ বিশ্বাবসুকে বন্দী করেন। তখন দৈববাণী হয় এবং ভগবান নীলমাধব বলেন 'শবররাজ বিশ্ববসুর কোনও দোষ নেই। আমি অদৃশ্য হয়েছি তুমি রাজ্যে ফিরে যাও ও সমুদ্রে ভাসমান একটি কাঠ দেখতে পাবে সেই কাঠ থেকে আমার মূর্তি তৈরি করে আমার পূজা করবে।

সেই মতো রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচলে ফিরে এলেন। পরদিন সকালে একটি বিরাট কাঠ ভাসতে দেখে ইন্দ্রদ্যুম্ন পরমানন্দে সেটিকে তোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বহু লোকজন দিয়ে সেই কাঠকে তুলতে পারলেন না। রাজা বিষন্ন হয়ে কি করবেন ভাবতে লাগলেন এমন সময় আবার দৈববাণী হল যে শবর রাজা বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতি দুজনে মিলে কাঠটি তুলতে হবে। সেই মতো সে ব্রহ্মরূপী কাঠটিতে তুলে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। রাজ্যে যত মূর্তির কারিগর আছে এক এক করে চেষ্টা করলেন কিন্তু কেহই কাজ করতে পারছে না অবশেষে এক বৃদ্ধ শিল্পী রাজার কাছে এক শর্তে মূর্তির কাজ করতে চাইলেন। কি শর্ত? মূর্তি যতদিন না তৈরি শেষ হবে ততদিন মন্দির খোলা যাবে না। রাজা রাজি হলেন। মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হল। ৭ দিন পর মন্দির থেকে আর কোন শব্দ আসছে না দেখে রাজা খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। এবং রানী গুন্ডিচার অনুরোধে মন্দির খুললেন। রাজা দেখলেন অসম্পূর্ণ তিনটি মূর্তি পড়ে আছে আর সেই শিল্পীও মন্দিরে নেই। রাজার মনে ভয়ানক অনুতাপ হলো। তিনি ভাবলেন আমি অন্যায় করেছি তাই মূর্তি শেষ হল না আমি উপবাসে প্রাণত্যাগ করবো। তখন আবার আকাশবাণী হলো এবং রাজাকে নির্দেশ দিলেন যে তুমি এইরূপ মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে আমাকে পূজা করো। রাজা সেই মত জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন ও আজও সেই পূজা চলে আসছে।

এ লীলা যে ভগবান প্রণীত তা প্রমাণ পাওয়া যায় পুরাণের এক ঘটনার মাধ্যমে। সেটি হলো, একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত অবস্থায় 'রাধে রাধে বলে কাঁদছেন। তখন তাঁর প্রধান মহিষি রুক্মিণী দেবী এতে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন ও মাতা রোহিনী দেবীকে এই রাধারাণী কে? সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে যে অপ্রাকৃত লীলা করেছেন তার একমাত্র সাক্ষী বলরাম মাতা রোহিনী সব জানেন। তাই তিনি সকল রাজমহিষীদের নিয়ে একটি গোপন স্থানে তা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। যাতে কৃষ্ণ বলরাম না শোনেন। সেইমতো একটি গোপন স্থানে সকল রাজমহিষীদের নিয়ে একটি গোপন স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বলতে শুরু করলেন। দ্বারে সুভদ্রা দেবী পাহারা দিলেন। যাতে কৃষ্ণ বলরাম না শুনতে পান। রোহিনী দেবী কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ ছোট বেলায় গোপীদের গৃহে মাখন চুরি করতেন, কিভাবে মা যশোদা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, কিভাবে অসুরদের বধ করেছিলেন এসব নানান কাহিনী সেই রাজমহিষীদের বলছেন আর তাঁরা তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। এদিকে কৃষ্ণ বলরাম কখন এসে সে কাহিনী শুনছিলেন এবং শুনতে শুনতে তাঁদের হাত–পা অন্যান্য অঙ্গগুলি সংকুচিত হয়ে গেল, চোখগুলি বড় বড় হয়ে গেল। সুভদ্রারও তাই দশা হল।

সেই সময় নারদমুনি সেখানে এসে ভগবানের এই রূপ দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন প্রভু আপনার এই রূপ তো কখনও দেখিনি, তাই আমার অনুরোধ আপনি এই রূপে জগৎবাসীকে দর্শন দিন।

ভগবান নারদের অনুরোধে বললেন ঠিক আছে আমি এই রূপে শ্রীক্ষেত্র পুরী ধামে চিরকাল অবস্থান করবো।

তাই বলা হয় জগন্নাথদেবের এই রূপ শ্রীকৃষ্ণের রাধিকা ও বৃন্দাবনের গোপীদের বিরহের প্রতীক রূপ। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ রূপে পুরী ধামে বিচরণ করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এই রথযাত্রাকে সারা ভারতবর্ষে প্রচলন করেন আর ইস্কন–এর প্রতিষ্ঠা আচার্য প্রভুপাদ সেই রথযাত্রাকে সারা পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন

মাঙ্গলিকী

নোদাখালিতে কৃতী ছাত্রছাত্রী সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩০ জুন হাউড়ি দীননাথ উচ্চ বিদ্যালয় গৃহের হলে অনুষ্ঠিত হল বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা সভা। আয়োজক নোদাখালি কল্যাণ মিত্র নাগরিক সমিতি। কল্যাণ মিত্র নাগরিক সমিতির এই অনুষ্ঠান নয় বৎসরে পদার্পণ করল। এ বছর সমিতি বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বাইরে বাখরা হাট বয়েজ এবং গার্লস এবং ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনায় সামিল করে। বিকাল ৩টায় সমিতির পতাকা এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সমিতির সম্পাদক বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানস অধিকারী সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে। কৃতী ছাত্রছাত্রী ও অতিথিদের চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শঙ্খধ্বনি ও ফুল সহযোগে বরণ করে নেয় সমিতির সদস্যা সবিতা মাঝি ও অর্চনা বাগ। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অর্দ্ধেন্দু শেখর মাজি। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক নির্মল গোস্বামী, স্থানীয় সমাজসেবী অশোক দাস, শিক্ষক অসিত সাহা প্রমুখ। প্রত্যেকেই কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ছাত্রছাত্রীদের বই ও মিষ্টির প্যাকেট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে নাচ গান আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীচরণ বৈরাগীর সুমধুর কণ্ঠের গান অনুষ্ঠান শেষে সকলকে প্রভূত আনন্দ দেয়। নোদাখালি কল্যাণ মিত্র নাগরিক সমিতির এই সামাজিক কাজের প্রশংসা করে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ। ৫০ জন ছাত্রছাত্রী সম্বর্ধিত করা হয়।

কবিগুরু শিক্ষা সম্মান প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৯ জুন পাইকর 'কবিগুরু কলেজ অফ এডুকেশনে'র উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'কবিগুরু শিক্ষা সম্মান ২০১৯' প্রদান করা হল। এলাকার ষোলোটি উচ্চবিদ্যালয়ের এইবছরের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের 'কবিগুরু শিক্ষা সম্মানে' ভূষিত করা হয়। ষোলোটি বিদ্যালয় থেকে একজন করে মোট ষোলোজন মেধাবী দুঃস্থ পড়ুয়ার উচ্চশিক্ষার জন্য কিছু আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। বর্তমানে জলসঙ্কট দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে চারাগাছ প্রদান করা হয়।

সর্ববৃহৎ রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১ জুলাই 'চিকিৎসক দিবসে' সাঁইথিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমে 'আনন্দদুলাল রায় ও স্নিগ্ধা রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টে'র উদ্যোগে রক্তদান শিবির, চিকিৎসক সংবর্ধনা, মেধাবী দুঃস্থ পড়ুয়াদের সংবর্ধনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, শ্রবণ মেশিন বিতরণ, চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। ৫৩জন চিকিৎসককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মেধাবী দুঃস্থ ৪৩ জন পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য প্রত্যেক পড়ুয়াকে দুইহাজার টাকা করে দেওয়া হয়। চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শ্রবণ মেশিন প্রদান করা হয়। ৩৪১ জন রক্তদান করে রক্তদান শিবিরে। যা বীরভূম জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ রক্তদান শিবির বলাই যায়।

দুপুরে আহারের ব্যবস্থা ছিল। 'আনন্দদুলাল রায় ও স্নিগ্ধা রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টে'র কর্নধার শিক্ষক কাউন্সিলর সমাজসেবী শান্তনু রায়, চেয়ারম্যান গৌড় হালদার, মধু মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, বিজেপি জেলা সম্পাদক অতনু চ্যাটার্জী, প্রাক্তন জেলা সভাপতি দুধকুমার মন্ডল, অজুর্ন সাহা, শিক্ষক রঞ্জিত বাগ্দী সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'আনন্দদুলাল রায় ও স্নিগ্ধা রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টে'র কর্নধার শিক্ষক কাউন্সিলর সমাজসেবী শান্তনু রায়ের জন্মদিন ১ জুলাই।

সুবর্ণ বর্ষে হেলাপুকুর জগদ্ধাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : চন্দননগর হেলাপুকুর সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির ৫০ তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সারাবছর তাদের বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি হয়েছে। বাইক র‍্যালি, দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ, চন্দননগর হাসপাতালে ফল বিতরণ ইত্যাদি। রবিবার ৭ জুলাই চন্দননগর জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সভাগৃহে জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি ও বার্থ ইন্সপায়ার ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্লাড ব্যাঙ্ক। এতে পুরুষ ও মহিলা সহ ৭০ জন রক্তদান করেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রভবনে দুপুরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি পাঠ করেন। ব্রততীর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনটি শ্রোতাদের মন জয় করে। অন্যদিকে ১৯টি স্কুলের এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বার্থ ইন্সপায়ার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার ডাক্তার গৌতম খাস্তগীর ও ডাক্তার অপর্ণা খাস্তগীর। গৌতম বাবু মঞ্চে 'Make a habit of wining' সম্পর্কে আলোচনা করেন।

রথযাত্রা বীরভূমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৪ জুলাই প্রথমে কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জী পরে বিজেপি নেতা রাজু ব্যানার্জী তারাপীঠে রথের দড়িতে টান দেন। তারাপীঠে পুজো দেন বিজেপি নেতা রাজু ব্যানার্জী। হেতমপুর এবং বীরচন্দ্রপুরে রথ উপলক্ষ্যে বসে ঐতিহ্যবাহী মেলা। দেড়শো বছরের প্রাচীন রথের উদ্বোধন হয় জয়দেবে। চিনপাই আশ্রমের রথ গ্রাম পরিক্রমা করে। আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন করে তৈরি করা হয় জয়দেবের নিম্বার্ক আশ্রমের রথ। দাশকলগ্রামের রথ গ্রাম পরিক্রমা করে। কড়িধ্যা, দুবরাজপুর, লাভপুর, ময়নাডাল, রামপুরহাটের রথ বিখ্যাত। রথ উপলক্ষ্যে বিভিন্নপ্রান্তে ভক্তদের ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতো।

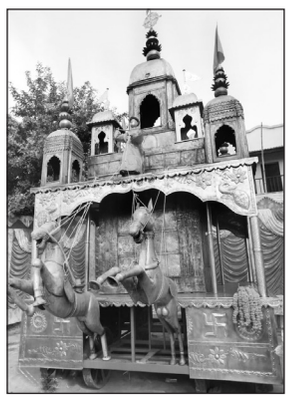

বিভূতি মন্ডল–এর স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : লেখালেখির জন্য চাকরি ছেড়ে ছিলেন। ছেড়ে ছিলেন নিজের গ্রাম। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত সে গ্রামে খবরের কাগজ পৌঁছতে এক–দেড় দিন সময় পেরিয়ে যেত বলে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়। তারপর বিচিত্র জীবন। কখনও বা কলেজ স্ট্রিটে স্বাধীনভাবে প্রুফ রিডিং, কখনও বা নোটবই লিখে সংসার গুজরান। বৈচিত্র্যময় জীবনে একাধিকবার ঠিকানা যেমন বদলেছে, তেমনি বদলেছে পেশা। কিন্তু কলম থেমে থাকেনি। ছোটদের জন্য লিখে গেছেন একের পর এক গল্প, ছড়া, উপন্যাস। যেগুলি নিয়মিতভাবে বেরিয়েছে কিশোর ভারতী, নতুন ভারত, এখন যে রকম, প্রত্যহ প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি 'সুন্দরবনের বিভীষিকা', 'ডাকাত বনাম ডাকু', 'ভিক্টর জিন্দাবাদ' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও লিখেছেন 'ছোটদের কথা সরিসাগর', ভূতের গল্প 'ভূতো মামার ভূতেরা' প্রভৃতি।সম্পাদনা করেছেন 'একালের ছড়া', ;তিড়িং বিড়িং'–এর মত বই। তিরিশ বছর ধরে সম্পাদনা করতেন ছোটদের কাগজ 'হাতেখড়ি'। শেষ জীবনে বের করতেন 'সংস্কৃতি বার্তা' নামে সাহিত্য পত্রিকা।

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার হিজলপুকুরে, সুন্দরবন থেকে উঠে আসা সংগ্রামী সাহিত্যিক বিভূতি মন্ডলের স্মরণসভার আয়োজন করেছিল তার গুণমুগ্ধরা। ৭ জুলাই এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। ছিলেন জনেশ ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর সরকার, সুদিন গোলদার, স্বপন চক্রবর্তী, টুলু সেন, মলয় দাস, আশিস হীরা, অমলকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। ছিলেন প্রয়াত বিভূতিবাবুর কন্যা লাবণ্য রায় ও নাতনি অঙ্কনা রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিষ্ণু সরকার।

বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের অভিনেত্রী সবিতা বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ

নিঃশব্দে চলে গেলেন সবিতা বসু

বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের এক স্মরণীয় অভিনেত্রী সবিতা বসু গত ৪ জুলাই (২০১৯) বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিন প্রয়াত হলেন। বার্ধক্য জনিত রোগেই তাঁর মৃত্যু। সুন্দরী অভিনেত্রী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। উত্তমকুমার, বসন্ত চৌধুরী, নির্মল কুমার, অনুপকুমার, আশিসকুমার, অসীম কুমার, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে তিনি অভিনয় করেছেন। উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনীত তাঁর ছবিগুলি হল একটি রাত, দেবত্র, সাঁঝের প্রদীপ, তাসের ঘর, পুনর্মিলন, ভ্রান্তিবিলাস, যাত্রা হল শুরু প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি কাজ করেছিলেন শুভরাত্রি, ধূমকেতু, হংস মিথুন, বনজ্যোৎস্না, উল্কা, ন্যায়দণ্ড, রাম বাহাদুর, অর্ধাঙ্গিনী, দুজনায়, আজ সন্ধ্যায় প্রভৃতি ছবিতে। জন্ম ১৯৩৭সালের ১৫ জুলাই। তাঁর স্বামী গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রযোজক। শিল্পীর সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছিল গত বছর পুজো সংখ্যায়। সেই সাক্ষাৎকারটি পুনর্মুদ্রিত হল 'আলিপুর বার্তা'র এই সংখ্যায়। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শঙ্কর ঃ নমস্কার দিদি। দুপুরের ঘুম নিশ্চয় নষ্ট করলাম।

সবিতাদি ঃ না না। এখন তো বিকেল হয়ে গেছে। তাছাড়া তুমি এসেছ আমার সাক্ষাৎকার নিতে, ভালোই তো লাগছে।

শঙ্কর ঃ দিদি আপনার বাল্যকাল, কৈশোর বেলা নিয়ে প্রথমে বলুন।

সবিতাদি ঃ বাবার নাম ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মায়ের নাম শান্তিলতা দেবী। আমরা ছিলাম পাঁচ ভাই বোন। ডালটনগঞ্জে ছোটবেলা কেটেছে। এখন ঝাড়খন্ডের মধ্যে পড়ছে। দাদু ঠাকুরমা সেখানকার বাসিন্দা বহুদিন ধরে। কাকারাও ছিলেন। ১৯৪৭এ দেশ স্বাধীন হল। বাবা দিল্লিতে পোস্টেড হলেন। মা আমাকে, দাদাকে ও ছোট বোনকে নিয়ে চলেছিলেন দিল্লিতে বাবার কাছে। দাদা খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। আমরা ট্রেনে চলেছি। রাত এগারোটা নাগাদ মোগলসরাই স্টেশনে ট্রেনে ট্রেনে ধাক্কা লাগল। মেঘ ডাকার মতো ভয়ংকর আওয়াজ। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। গ্রামের লোকেরা এসে উদ্ধার করে। ওই দুর্ঘটনায় আমি আমার দাদা ও ছোটবোনকে হারিয়েছি। রিলিফ ট্রেন নিয়ে আসা হয়েছিল। ভয়ংকর রকমের যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাদের নিয়ে আসা হল বেনারসের 'কিং এডওয়ার্ড হসপিটালে'। ছ'মাস সেই হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলাম। তার মধ্যে দু'মাস কোমায় ছিলাম। সে ঘটনার কথা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। অদ্ভুত এক ব্যাপার হয়েছিল। দাদার বা বোনের মৃত্যুর খবর আমায় হসপিটালে থাকাকালীন দেওয়া হয়নি। কিন্তু ওদের দুজনকে আমি যেন হসপিটালের বিছানায় শুয়ে রোজই দেখতে পেতাম। দুজনে হাত ধরে আসছে। আমায় দেখছে। তারপর চলে যাচ্ছে।

শঙ্কর ঃ এই সব ডামাডোলে পড়াশুনা বা গান বাজনা তেমন ভাবে শেখা হয়নি।

সবিতাদি ঃ ডালটনগঞ্জে বাঙালি স্কুল ছিল। সেখানে পড়াশুনা করেছিলাম। তারপর হিন্দি হাই স্কুলে পড়াশুনা করেছি। কিন্তু পা দুটি অবশ ছিল বলে কলকাতার চিকিৎসার জন্য চলে এলাম। পিজিতে ভর্তি করা হয়েছিল। নানান রকমের অপারেশন করা হল। খুব হাঁটাহাঁটি দৌড় ঝাঁপ করতে পারবো না বলে বাবা আমাকে গানের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিলাম 'সঙ্গীত ভারতী' থেকে। অনেক বিচিত্রানুষ্ঠান থেকে ডাক আসতে শুরু করলো।

সেই সব ফাংশনে গান গেয়ে গেয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। একটু একটু করে সাহস বাড়তে শুরু করল। অনেক ফাংশনে গান গাইলাম। বসুশ্রীর মন্টু বসুর প্রোগ্রামে গান গেয়েছি। অর্ডিন্যান্স ক্লাবে গিয়ে গান গেয়েছি। বিখ্যাত পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে গান গাইবার সুযোগ মিলল। সলিল চৌধুরী সে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুধীর মুখোপাধ্যায় আমায় চাইলেন তাঁর নতুন ছবিতে নায়িকা করতে, গায়িকা করতে নয়। বয়সে ছোট ছিলাম বলে 'বাঁশের কেল্লা' ছবিতে কাজ হল না। প্রথম নায়িকা হলাম সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'আজ সন্ধ্যায়' ছবিতে।

শঙ্কর ঃ 'আজ সন্ধ্যায়' ছবি সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলুন।

সবিতাদি ঃ সুধীর মুখোপাধ্যায়ের প্রোডাকশনের নাম ছিল প্রোডাকশন সিন্ডিকেট লিমিটেড। সেই ব্যানারে এ ছবি নির্মিত। গল্পকার হলেন মনোজ বসু। সুরকার সলিল চৌধুরী। আমার সঙ্গে কাজ করেছিলেন অপর্ণা দেবী, জ্ঞানেশ মুখার্জি, অনুপকুমার, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ শিল্পী। ১৯৫৪ সালে ছবিটি এসেছিল। তবে ছবিটা একদম চলেনি।

শঙ্কর ঃ বিখ্যাত পরিচালকদের মধ্যে কার কার সঙ্গে কাজ করেছেন?

সবিতাদি ঃ ১৯৫৫ সালে দু'জন বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি। প্রথম জন হলেন নির্মল দে। মনোজ বসুর গল্প নিয়ে তিনি করলেন 'দুজনায়' ছবিটি। সেখানে আমি নায়িকা। বিপরীতে বসন্ত চৌধুরী। ওই ছবিতে আরও ছিলেন অরুন্ধতী দেবী, নির্মল কুমার, মলিনা দেবী, পাহাড়ি সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পী। দ্বিতীয় জন হলেন বিকাশ রায়। অতবড় ডাকসাইটে অভিনেতা, 'অর্ধাঙ্গিনী' তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি। এক যৌথ পরিবারের গল্প। গল্পকার হলেন পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায়। এতে আমার বিপরীতে নির্মল কুমার। সঙ্গে ছিলেন বিকাশ রায়, অসিতবরণ, জীবেন বসু, পাহাড়ি সান্যাল, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, মঞ্জু দে, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অমর মল্লিক প্রমুখ শিল্পী ছবিটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

শঙ্কর ঃ উত্তমকুমারের সঙ্গে কি কি ছবিতে কাজ করেছেন?

সবিতাদি ঃ নায়িকা হিসাবে অথবা পার্শ্বচরিত্রে উত্তমকুমারের সঙ্গে অনেক অভিনয় করেছি। চিত্ত বসুর 'একটি রাত' ছবিতে আমি উত্তমকুমারের স্ত্রী। নায়িকা হিসাবে ছিলাম 'দেবত্র' ছবিতে, হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালক ছিলেন। সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'সাঁঝের প্রদীপ' ছবিতে আমি উত্তমকুমারের নায়িকা। মঙ্গল চক্রবর্তীর তাসের ঘর ছবিতে আমি উত্তমের বিপরীতে। এ ছাড়াও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি নবজন্ম, পুনর্মিলন, ভ্রান্তিবিলাস, যাত্রা হল শুরু প্রভৃতি ছবিতে। ভ্রান্তিবিলাস উত্তমদার প্রোডাকশন ছিল। উনি চেয়েছিলেন ওই ছবিতে আমি করি। তখন আমি মা হতে চলেছি, এদিকে উত্তমদা'র অনুরোধও ফেলা যায় না। তাই ছোট চরিত্র হলেও করেছিলাম ভ্রান্তিবিলাস ছবিতে। পুত্রবধূ ছবিতে তাঁর বোনের চরিত্রে অভিনয় করি।

শঙ্কর ঃ এই মুহূর্তে আর কি কি ছবির নাম মনে পড়ছে যে ছবিতে কাজ করেছিলেন?

সবিতাদি ঃ যে নামগুলি আগে বললাম, তা ছাড়া যে সব ছবির কথা মনে পড়ছে সেগুলি হল ঃ ন্যায়দণ্ড, আদর্শ হিন্দু হোটেল, চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে, উল্কা, শুভরাত্রি, রায়বাহাদুর, ধূমকেতু, যতমত তত পথ, গোপাল ভাঁড়, জীবন সাথী, হংসমিথুন প্রভৃতি ছবি।

শঙ্কর ঃ হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের

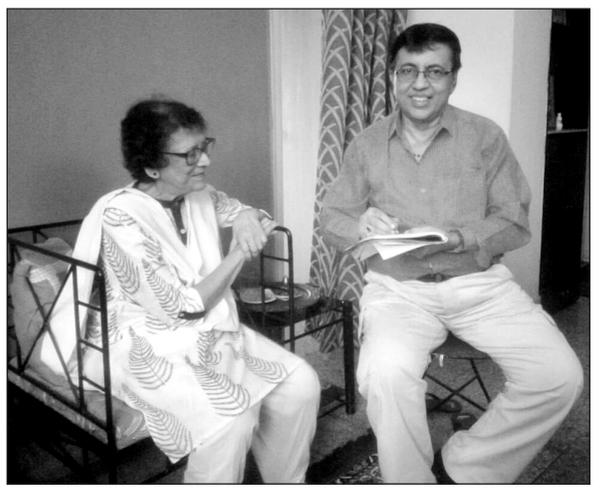

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সবিতা বসুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন **ড. শঙ্কর ঘোষ**

উত্তমকুমারের বিপরীতের নায়িকারা একে একে চলে যাচ্ছেন গত ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিন প্রয়াত হলেন সবিতা বসু। বাংলা ছবির সুবর্ণ যুগের এক স্মরণীয় অভিনেত্রী তিনি। উত্তমকুমারের সঙ্গে কাজ করেছেন দেবত্র, সাঁঝের প্রদীপ, পুত্রবধূ, নবজন্ম, যাত্রা হল শুরু, তাদের ঘর, পুনর্মিলন, একটি রাত, ভ্রান্তিবিলাস, মহিলামহল, চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে, শ্রীকৃষ্ণ সুদামা, দুজনায়, কালিন্দী, অর্ধাঙ্গিনী, নাগর দোলা, শুভরাত্রি, উল্কা, একতারা, তাপসী, আদর্শ হিন্দু হোটেল, মাধবীর জন্য, ছায়াপথ, ধূমকেতু, রায় বাহাদুর, পঙ্ক তিলক, ভয়, ন্যায়দণ্ড, হংসমিথুন, বনজ্যোৎস্না, যম মত তত পথ, গোপাল ভাঁড়, জীবন সাথী, প্রতিপক্ষ প্রভৃতি ছবি। সুধীর মুখোপাধ্যায়, নির্মল দে, হরিদাস ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, অসিত সেন, সুশীল মজুমদার, নরেশ মিত্র, মানু সেন, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, গুরু বাগচী, অর্ধেন্দু সেন সহ বহু বিখ্যাত পরিচালকের হাতে কাজ করেছেন তিনি। হিন্দি ছবির ডাককেও উপেক্ষা করতে পারেননি। 'অর্ধাঙ্গিনী'র হিন্দি ভার্সান বিমল রায়ের পরিচালনায় 'পরিবার' ছবিতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রযোজক গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসুর সঙ্গে সবিতার বিয়ে হয় ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে। সবিতার এক ননদ হলেন অভিনেত্রী কাবেরী বসু। অনেক দিন ছবির জগৎ থেকে সরে আছেন, তবে সব খোঁজ খবর রাখতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল উনআশি বছর। রেখে গেলেন এক পুত্র, এক কন্যা ও নাতিদের। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডাক পেয়েছেন কখনো?

সবিতাদি ঃ আমাকে হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন বিখ্যাত পরিচালক বিমল রায়। যেহেতু বিহারে ছোটবেলায় কাটিয়েছি তাই হিন্দি ভালো করেই বলতে পারতাম। আমার হিন্দি উচ্চারণ শুনে মুগ্ধ হলেন বিমল রায়। 'অর্ধাঙ্গিনী' ছবির হিন্দি ভার্সন 'পরিবার' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচিত হলাম। পাশে পেলাম বিপিন গুপ্ত, দুর্গা খোটে, ঊষা কিরণ–এর মতো নামকরা শিল্পীদের। তখন বিয়ে হয়েছে, কলকাতাতেও অনেক কাজ। তাই ওই একটি মাত্র হিন্দি ছবি করে কলকাতায় ফিরে এলাম।

শঙ্কর ঃ কোন কোন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন?

সবিতাদি ঃ যাঁদের নাম বললাম, তা ছাড়াও কাজ করেছি সুশীল মজুমদার, নরেশ মিত্র, অর্ধেন্দুসেন, মানু সেন, গুরু বাগচী, দীনেন গুপ্ত, পার্থপ্রতিম চৌধুরী প্রমুখ পরিচালকদের সঙ্গে।

শঙ্কর ঃ উত্তমকুমার ছাড়া অন্য কোন কোন নায়কের বিপরীতে কাজ করেছেন?

সবিতাদি ঃ নির্মল কুমার, বসন্ত চৌধুরী, অসীম কুমার, অনুপকুমার, আশিস কুমার, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে কাজ করেছি। এছাড়া 'যত মত তত পথ' ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি হয়েছিলাম সারদামণি।

শঙ্কর ঃ বিবাহিত জীবনের কথা কিছু বলুন।

সবিতাদি ঃ ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে আমার বিয়ে হল সাহিত্যিক সাংবাদিক, প্রযোজক গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসুর সঙ্গে। সবিতা চট্টোপাধ্যায় থেকে হলাম সবিতা বসু। স্বামীর প্রোডাকশন হাউস ছিল। নাম 'বসু মিত্র'। বসু হলেন আমার স্বামী গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু। মিত্র হলেন শিশির মিত্র। আমাদের এক ছেলে এক মেয়ে। দুজনেই প্রতিষ্ঠিত। নাতিদের নিয়ে ভরা সংসার আমার। স্বামীকে হারিয়েছি ষোল বছর আগে। আমার এক ননদ হলেন অভিনেত্রী কাবেরী বসু।

শঙ্কর ঃ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে কখনও অভিনয় করেছেন?

সবিতাদি ঃ তেমন ভাবে বলার মতো কিছু নয়। তবে স্টার থিয়েটারে যখন 'শ্যামলী' নাটক রমরমিয়ে চলছে তখন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অসুস্থতার জন্য উত্তমকুমার চেয়েছিলেন আমায় শ্যামলী চরিত্র করার জন্য। দু'একদিন শো দেখতেও গেলাম। কিন্তু সাবিত্রী যেভাবে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে, সেখানে আমাকে দর্শকেরা কিছুতেই মেনে নেবে না বুঝলাম। উত্তম তবু নাছোড়বান্দা। তবে অনুপকুমার আমায় সতর্ক করে বলেছিলেন যে একজনের ফেলে যাওয়া চরিত্র না করতে। তাই করিওনি। তবে বেলাশেষে পার্থপ্রতিম চৌধুরী 'আংটি চাটুজ্যের ভাই' নাটকে আংটি চাটুজ্যের স্ত্রীর চরিত্রে নিয়েছিলেন। সুজাতা সদনে এ নাটক অভিনীত হয়েছিল। এছাড়া শিল্পী মহলের 'মিশর কুমারী' নাটকে রাজকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম।

শঙ্কর ঃ ছোট পর্দায় কাজ করেছেন?

সবিতাদি ঃ 'চোখের আলোয়' ধারাবাহিকে বসন্ত চৌধুরীর স্ত্রী হয়েছিলাম। এ ছাড়া 'সম্পর্ক' ধারাবাহিকে 'জননী' পর্বে জননী হয়েছিলাম।

শঙ্কর ঃ র‍্যাপিড ফায়ার এ কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে। প্রিয় অভিনেতা।

সবিতাদি ঃ অনুপকুমার, উত্তমকুমার।

শঙ্কর ঃ প্রিয় অভিনেত্রী।

সবিতাদি ঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

শঙ্কর ঃ প্রিয় গায়ক গায়িকা।

সবিতাদি ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্কর ঃ প্রিয় পরিচালক।

সবিতাদি ঃ দেবকীকুমার বসু, নির্মল দে।

শঙ্কর ঃ প্রিয় লেখক

সবিতাদি ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী।

শঙ্কর ঃ স্মরণীয় ঘটনা

সবিতাদি ঃ 'ডাকিনীর চর' ছবিতে পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার হাতে দুটি ট্রামের টিকিট দিলেন। ওই ট্রামের টিকিটে ওই দিনে আমার ডায়লগ পোর্শন লেখা ছিল।

শঙ্কর ঃ বর্তমান বাংলা ছবি।

সবিতাদি ঃ একদম ভালো লাগে না। কোনও গল্প নেই।

শঙ্কর ঃ সবশেষে স্মরণীয় কোনও ঘটনা বলুন।

সবিতাদি ঃ চিত্ত বসুর পরিচালনায় 'একটি রাত' ছবির একটি দৃশ্যে আমার ডিস ভাঙার ব্যাপার ছিল। উত্তমকুমার এমন সব অঙ্গভঙ্গি করছিলেন যে বার বার এন জি হচ্ছিল ওই শটটা। বেশ কয়েকটা ডিস ততক্ষণে ভাঙা হয়ে গেছে। নতুন টেকের সময় চিত্ত বসু খেয়াল করলেন উত্তমকুমারের দুষ্টুমির জন্য সবিতার এতবার এন জি হচ্ছে। সেসব স্মৃতি মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।

শঙ্কর ঃ দিদি অনেকটা সময় আমাদের দিলেন। 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার তরফ থেকে আপনাকে এর জন্য শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাচ্ছি। সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন।

সবিতাদি ঃ তোমরা আমার আশীর্বাদ নিও। তোমরাও সুস্থ থাকো, আনন্দে থাকো।

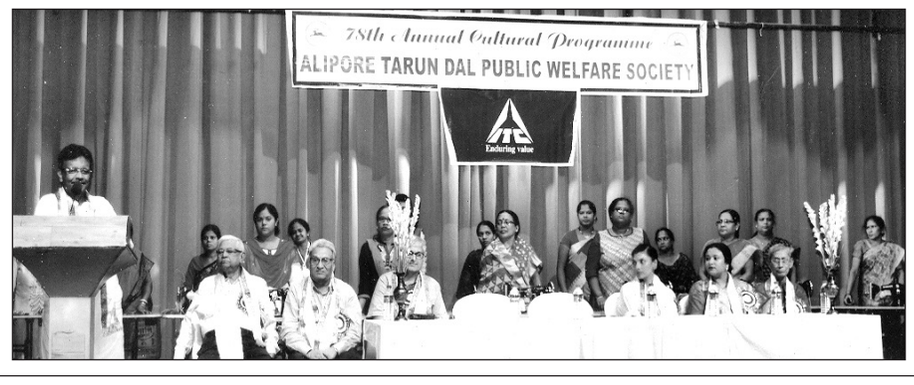

তরুণ দলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : আলিপুর তরুণ দল পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ৭৮তম বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি চেতলা অহীন্দ্র মঞ্চে। সংস্থার তরফ থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের দিকে। বই, খাতা বা প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে ভবিষ্যৎ উন্নত করবার জন্য। এছাড়াও মহিলাদের স্বনির্ভর করবার জন্য বহু মহিলাদেরই সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি দেবলীনা বিশ্বাস, সমাজসেবী ইন্দ্রাণী পাল, জয়দেব মিত্র, বিশ্বনাথ ধানুকা, স্নেহময় বিশ্বাস ও সঞ্জীব বোস। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও সকলের মন জয় করেছে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

পেটের জ্বালায় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ চন্দ্রকান্তর এখন কচুরির দোকান

মলয় সুর : এক রঙিন স্বপ্নকে সঙ্গী করে একটা সময় বিভিন্ন জায়গায় আন্ডার হাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতেন। কত বয়স তখন? ক্লাস সেভেনে পড়েন। স্থানীয় নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাই স্কুলে। কৈশোর থেকে থেকে তারুণ্যে ফুটবলের নেশায় এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটেছেন। চোখ দুটি ফুটবলের দিকে। ছেলেটির নাম চন্দ্রকান্ত দাস। মাঝারি চেহারা। এলাকায় লেনিন বলে বেশি পরিচিত। হুগলির বৈদ্যবাটি স্টেশন সংলগ্ন চাঁপদানী

পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে দশ বিঘা এলাকায়। এক সময় কুমুদ স্মৃতি সংঘ, ভদ্রেশ্বর নিউ অ্যাথলেটিক ক্লাব, কৃষ্টি চক্র ছাড়াও বিভিন্ন ক্লাবে চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন। এছাড়া শ্রীরামপুর সাব-ডিভিশন লিগে, স্কুল ডিস্ট্রিক্ট কলকাতা ময়দানে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক ম্যাচে। চন্দ্রকান্ত খেলতেন রাইট উইঙ্গারে। হঠাৎ মা-বাবা মারা যান। বাড়িতে প্রচণ্ড আর্থিক অভাব অনটনে পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি।

তারপরে বাধ্য হয়ে কঠোর বাস্তবে নেমে পড়ে সংসারের হাল ধরতে। বর্তমানে তাঁরা তিন ভাই, দারিদ্রই তাঁকে ফুটবল মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আশির দশকে ফুটবল খেলা শুরু করেন। সেই সময় মফস্বল শহর থেকে অসংখ্য বাঙালি ফুটবলাররা কলকাতা ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সতীর্থ ফুটবলারদের বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি হয়েছে। পরিবারের উপার্জনের কেউ না থাকায় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন অভাবের সংসারে ধীরে ধীরে থেমে গেল। তারপর হন্যে হয়ে একটি চাকরি খুঁজেছেন। কিন্তু কপালটা খারাপ। যে চাকরিটা হওয়ার কথা ছিল সেটা কোনও কারণে হল না। এরপরই চাকরির সুযোগ হাতছাড়া হয়। চন্দ্রকান্তর কথায়, ক'দিন আর আধপেটা খেয়ে ফুটবল মাঠে। বাস্তবে নেমে পড়েন সংসারের হাল ধরতে। বাড়িতে স্ত্রী পিঙ্কি দাস, ছেলে দীপ পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। তাই বাড়ির কাছেই রাস্তার ধারে কচুরি সঙ্গে চায়ের দোকান করেছেন। প্রতিদিন খুব ভোরে দোকান খোলা। তারপর শুরু হয় বিক্রি বাট্টা। চন্দ্রকান্ত বললেন, এই কষ্টটা সারাজীবন আমার সঙ্গী হয়েই থাকবে, আমাদের দেশে এরকম তো হয়। কত প্রতিভা এভাবে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে।

নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে চলেছে ক্রিকেট বিশ্ব

অরিঞ্জয় মিত্র

শেষ পর্যন্ত ১৩০ কোটি দেশবাসীর যাবতীয় প্রত্যাশাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিল টিম ইন্ডিয়া। অন্যদিকে অপর সেমিফাইনালে আয়োজক ইংল্যান্ড ৫ বারের বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চলে গেল ফাইনালে। দুই ল্যান্ডের মধ্যে যেই জিতুক না কেন, এবার ক্রিকেট বিশ্ব যে এক নতুন চ্যাম্পিয়নকে পাচ্ছে তা নিশ্চিত। এবার যে এক নয়া হিরোর আবির্ভাব ঘটতে পারে তা আলিপুর বার্তার একের পর এক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছিল। সেটাই সত্যি হতে চলেছে আগামী রবিবার, লর্ডসের ফাইনালে।বিশ্বকাপ এমন একটা টুর্নামেন্ট যেখানে কেউ কাউকে সহজে জায়গা দেয় না। এখানে নিজেদের তুলে ধরাটাই আসল। এবারের বিশ্বকাপে সেরাদের তালিকায় অবশ্যই বিরাট কোহলির দল প্রথম সারিতে ছিল। ঘরের মাঠে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া ছিল ইংল্যান্ডও। অনেকটা রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে ইংরেজ ক্রিকেট লিখিয়ে থেকে সমর্থক বলছেন, 'হয় এবার নয় নেভার'। সত্যি বলতে ক্রিকেটের গর্ভগৃহে এখনও পর্যন্ত একটাও বিশ্বকাপ নেই এটা ইংরেজরা কিছুতেই মানতে পারেন না। ঘরের মাঠে তাই একবার শেষ চেষ্টা করে দেখার মতো মনোভাব তাদের। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড দলটি যথেষ্ট ভালো খেলছে। বিশেষ করে একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতকে পিছনে ফেলে তারা এখন নম্বর ওয়ান। সেই র‍্যাঙ্কিংকে কাগজে কলমে আবদ্ধ না রেখে সত্যি সত্যি বাস্তব করতে বদ্ধপরিকর টিম ইংল্যান্ড। অধিনায়ক মর্গ্যান, উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান বেয়ারস্টো, মারকাটারি দামাল ব্যাটসম্যান জস বাটলার (যাকে এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের ম্যাচ উইনার ধরা হচ্ছে) জো রুট, বেন স্টোকস, মইন আলি, আদিল রশিদ, ক্রিস ওকস, মার্ক উড, আর্চার, টম কারেন, লিয়াম প্ল্যাঙ্কেটরা তৈরিও হয়েছেন বড় কিছু করে দেখানোর জন্য। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডও কি বোলিং আর কি ব্যাটিং কোনওতেই কম যাচ্ছে না। অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনের বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্বও নজর কাড়ছে সবরকমভাবে।

ভারতের অবস্থা পুরো পরীক্ষায় ভালো করে শেষের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ার মতো। পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলা রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও কে এল রাহুলের সম্মিলিত রানসংখ্যা ৩। পরের দিকে কিছুটা থিতু হওয়ার চেষ্টা করেন ঋষভ পন্থ (৩২) আর হার্দিক পান্ডিয়া (৩২)। তবে ৯২ রানে ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরেও যে শেষ পর্যন্ত ভারত লড়াইয়ে ছিল তার জন্য রবীন্দ্র জাদেজা ও মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যর্থ হয় তাঁদের লড়াইও। যথারীতি কাঁটাছেড়া শুরু হয়েছে বিরাট-শাস্ত্রীর টিম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডকে অল্প রানে আটকে রাখার পরেও ভারতীয় ওপেনিং স্লট যেভাবে ধেড়িয়ে গেল তা কোনও ক্ষমা পাচ্ছে না কারও কাছে। যদিও বৃষ্টির জন্য প্রথম দিন খেলা শেষ হতে না পারাকে দায়ী করছেন অনেকে। বলছেন মোমেন্টাম নষ্ট হয়েছিল সেদিনই। বুমরা, ভুবনেশ্বর ও জাদেজার দুর্ধর্ষ বোলিংয়ের তারিফ করেও রোহিত-বিরাটদের দুষতে ব্যস্ত গোটা দেশ।

বিগত কতগুলি বিদেশ সফরে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানরা লাগাতার প্রমাণ করেছে বিদেশের মাটিতেও তারা সফল। শুধু টেকনিকে রদবদল ঘটিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বড় রান পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও

নিউজিল্যান্ডে। অজি ও কিউয়িদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের একের পর এক সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠা। তার মধ্যে আবার অধিনায়ক বিরাট কোহলি সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। ভালো রান পেয়েছেন রাহানে, রাহুল, রোহিত শর্মা, কেদার যাদব, ধোনিরাও। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ওপেনিং জুটির অন্যতম সেরা স্তম্ভ শিখর ধাওয়ানকে দুর্বল লেগেছে। এক দুটি ম্যাচে দুরন্ত ব্যাট করা ছাড়া তিনি খুব সাধারণ মানের পারফর্ম করেছেন। তাও ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট ভরসা রেখেছে শিখরের ওপর। শেষ পর্যন্ত চোটের কারণে সেই শিখরকে দেশে ফিরতে হয়েছে। আর যার জন্য ভারতীয় সমর্থকরা সমানে গলা ফাটাচ্ছিলেন সেই ঋষভ পন্থ পাকাপাকিভাবে দলে ফিরেছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র জাদেজা আর ধোনিরা বাকিদের নিষ্প্রভই লেগেছে। নিউজিল্যান্ড অধিনায়কও তারিফ করেছেন জাদেজার। অথচ এই জাদেজাকেই কিনা বসতে হয়েছে প্রায় গোটা টুর্নামেন্ট। অন্যদিকে সামি একের পর এক উইকটে নেওয়া সত্ত্বেও একটা ম্যাচ খারাপ খেলার জন্য তাকে বাদ পড়তে হয়েছে। সারা টুর্নামন্টে জুড়ে দল নিয়ে এতটা কাটাছেঁড়া করার জন্যই যেন ছিটকে যেতে হল ভারতীয় দলকে।

প্রথমবার ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতকে ২৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী বিশ্বকাপ ঘরে আনতে। ২০১১ এ মুম্বইয়ে মাহির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই দলের অন্যতম সদস্য বিরাট কোহলি আজ ভারত অধিনায়ক। শচীন, যুবরাজ, জাহির খানরা ছিল বিশ্বজয়ী সেই দলের সম্পদ। তার আগে বিশ্বকাপে সেরা পারফরমেন্স বলতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ২০০৩ সালে ভারতের ফাইনালে পৌঁছনো। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে ধুঁয়াধার প্রদর্শন করেছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু, দুর্ভাগ্য সৌরভের, আপশোস ভারতবাসীর ফাইনালে ওয়ান্ডার্সের মাটিতে রিকি পন্টিং বাহিনির কাছে পরাস্ত হতে হয় ভারতকে। সেজন্য আজও নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করলেও সৌরভের দামাল অধিনায়কত্বের গুণগান এখনও শোনা যায়। সৌরভ যেটা অল্পের জন্য পারেন নি, সেটাই ঘরের মাঠে শেষ করেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এখন বিরাটের মধ্যে যে আগ্রাসী অধিনায়কত্বের আস্বাদন পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেকেই খুঁজে পান সৌরভের মনোভাবকে। এর সঙ্গে ধোনির ঠান্ডা মাথায় ফিনিশ করার মনোভাব আয়ত্ত করতে পারলে বিরাটরা যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে তা বলাই বাহুল্য। অপারেশন বিশ্বকাপে তাই ভারতীয় দলের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ ছিলেন রবি শাস্ত্রী, বিরাট কোহলি ও মহেন্দ্র সিং ধোনি। এই ত্রিফলা যত সংঘবদ্ধ থাকবে ততটাই সুফল কুড়াবে টিম ইন্ডিয়া। এদের সঙ্গে আর যার নামটা সমস্বরে উচ্চারণ করতে হবে তিনি হলেন রোহিত শর্মা। বস্তুত রোহিত যে তুখোড় ব্যাটিং করছেন এই বিশ্বকাপে তা ভারতীয় ক্রিকেটের ট্র্যাক রেকর্ডে চিরকাল খোদাই করা থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য তীরে এসে তরি ডুবে যাওয়ায় সব ধরনের বিশেষণকেই এখন খোঁচা বলে মনে হতে শুরু করেছে।

স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নাররা প্রত্যাবর্তন ঘটানোর পরে অবশ্য ৫ বারের বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়াকেও নজরে রাখতে হচ্ছিল। প্রায় খাদের ধারে চলে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া গত ভারত সফর থেকে যে রসদ সংগ্রহ করেছে তা অজিদের আরও একবার বিশ্বজয়ী হওয়ার ইচ্ছায় ভালো মতো ইন্ধন জুগিয়েছে। হবে নাই বা কেন? এই অস্ট্রেলিয়া তো আর আগের অস্ট্রেলিয়া তো এক নয়। অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নার বাণপ্রস্থে চলে যাওয়ায় ল্যাজেগোবরে হয়ে উঠেছিল অজিরা। বেশ কয়েকটা সিরিজ তাই ধাক্কা খাওয়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীদের। সেই দলটাই এখন কেমন যেন পালটে যাওয়ার অভিমুখ দেখাচ্ছে। গত ভারত সফরে জয়ের মধ্যে দিয়েই তা আরও বিকশিত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজিদেরও ফিরতে হচ্ছে ব্যর্থ হয়েই।

ব্যাডমিন্টনে ভারতের স্বর্ণোজ্জ্বল উত্থান

রামতনু পালিত : কিছুদিন আগে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল। বলাবাহুল্য, অভিজ্ঞ মানুষেরাও যেন এক লহমায় ফিরে গিয়েছিলেন প্রায় তিন যুগ আগে। তখন মোবাইল ফোন হল রূপকথার মতো ব্যাপার, আর টিভির সঙ্গে সবেমাত্র সড়গড় হচ্ছে তৎকালীন সমাজ। এর মাঝেই খেলার দুনিয়া থেকে বেশ কিছু খবর দেশের নাম আন্তর্জাতিক গণ্ডি পার করে দিয়েছিল। কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারতের প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার (তাও প্রবল শক্তিধর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে) পাশাপাশি সেসময় পুরো দেশ আলোড়িত হয়েছিল প্রকাশ পাড়ুকোনের অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের খবরে। বস্তুত, অল ইংল্যান্ড ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে বর্তমান প্রজন্ম। কোচ গোপীচন্দের হাত ধরে।

কোচ গোপীচন্দের সঙ্গে খানিকটা তুলনা টানা যেতে পারে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন কোচ তথা কলকাতা ময়দানের পরিচিত নাম সৈয়দ নইমুদ্দিনের। নৈয়ম যেমন শৃঙ্খলাকে মারাত্মক গুরুত্ব দিতেন গোপীও প্র্যাকটিসে দারুণ কঠোর। বস্তুত নিজের খেলোয়াড়ি জীবন থেকেই সংযম ও অনুশাসন মেনে আসছেন গোপীচন্দ। এখন নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলাটাই গড়ে তুলছেন। চারটের সময়ে কাকভোরে তিনি পৌঁছে যান অ্যাকাডেমিতে। টাইমিংয়ে একটু এদিক ওদিক হলে গোপীর গুসসার মুখে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। সে তিনি যত বড় তারকাই হন না কেন। এই সাফল্যকে বড় করে দেখছেন না কোচ ও তাঁর অ্যাকাডেমি। আগামী দিনে আরও অনেক তারকার অন্বেষণ যে এখান থেকে হবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়।

ব্যাডমিন্টন খেলাকে একটা সময় পর্যন্ত ভারতীয়রা হয়তো ভাবতেন শখের খেলা বা মরসুমি ক্রীড়া চর্চা। আদতে যে তা নয়, ব্যাডমিন্টনও যথেষ্ট কসরতের একটি গেমস ধীরে ধীরে তা মালুম পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে একের পর এক সাফল্য আসার পর থেকেই। ভারতে ব্যাডমিন্টনের জনপ্রিয়তার জন্য এখনও অবশ্য প্রকাশ পাড়ুকোনকেই ইয়াদ করে দেশবাসী। তবে হালফিলে গোপীচাঁদের ছত্রছায়ায় আরও কয়েকজনের নামও উঠে এসেছে সামনের সারিতে। তাই শীতকালে

ব্যাডমিন্টনে প্রকাশের চ্যাম্পিয়ন হওয়া সর্বপ্রথম মাইলেজ দেয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে। এরপর সৈয়দ মোদির নামটা ভেসে ওঠে ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায়। যদিও তাঁর অকাল মৃত্যু ছেদ টেনে দেয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বর্ণময় কেরিয়ারের। এরপর বহু বছর চিনাদের দাপট দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা। সে অর্থে পিভি সিন্ধুকে কম বকুনি খেতে হয়নি গোপীচন্দের কাছে। সেজন্যই তো সিন্ধু আজ এতটা একরোখা ও অদম্য মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। গোপী লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা দারুণ স্কিলফুল। কিন্তু তাঁদের শক্তি, গতি, স্ট্যামিনা অনেকটাই কম। এই জায়গাতে জোর দিয়ে তিনি কুড়িয়ে এনেছেন পরের পর সাফল্য। যদিও উল বুনতে বুনতে পিকনিকের মেজাজে হাল্কা ব্যাডমিন্টন বা ক্রিকেট চলুক ক্ষতি নেই। কিন্তু দেশবাসীর কাছে এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে সেটাও দেখতে হবে সর্বাগ্রে। ব্যাডমিন্টনের সঞ্চার তা যতই ঘটবে ততই উত্থান হবে নতুন নতুন তারকাদের। যারা আগামীতে নিঃসন্দেহে বড় জায়গায় চলে যাওয়ার মানসিকতা রাখে।

বয়স নয়, খিদেটাই বড় কথা

পাঁচুগোপাল দত্ত : ফের প্রমাণ হল বয়সটাই সবকিছু নয়। খিদে থাকলে মানুষ সব কিছু করতে পারে। তার ওপর তাঁরা যদি আবার মাস্টার হন। তাই গ্রেগ চ্যাপেলের মতো তারকা যতই ইয়ং জেনারেশন নিয়ে মাতামাতি করুন না কেন, এটা আবার বোঝা গেল খেলায় বা যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কাজে এখনও অভিজ্ঞতার দাম কতটা। সে ফেডেরার হোন বা সৌরভ-শচীন। এখনও যে কোনও ম্যাচে সিনিয়াররাই শেষ কথা বলে থাকেন। এই যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কথাই ধরা যাক না কেন। ২০১৯ বিশ্বকাপে যতই তারুণ্যের সংমিশ্রণের কথা বলা হোক না কেন, এখনও একজন মহেন্দ্র সিং ধোনি গেম চেঞ্জার হয়ে উঠতে পারেন। তাই অভিজ্ঞতাকে যাঁরা দূরে সরানোর দাবি তোলেন অহরহ তাঁদের ফেডেরারের জয় থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ২০১০-এ ফেডেরার শেষবার জিতেছিলেন উইম্বলডন। এর ৮-৯ বছর পর এক ফর্ম ধরে রাখা চাট্টিখানি কথা। তাও এই মধ্য তিরিশে।

একসময় ভারতীয়রা নানাভাবে দাগ কেটেছে এই গ্র্যান্ডস্ল্যাম টুর্নামেন্টগুলিতে। তার মধ্যে লিয়েন্ডার পেজ-সানিয়া মির্জাদের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। এখন অবশ্য ভারতীয়দের সেই দাপট টেনিস এরিনায় নেই। সেদিক থেকে ব্যাডমিন্টনে অনেক ভালো করছে ভারতীয় তারকারা। তার মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় শ্রীকান্ত, সাইনা, পিভি সিন্ধুর নাম। গুরু গোপীচাঁদের ছাত্রদের দাপট চলছে ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায়।

ফিরে আসি ফেডেরারে। যে কর্তৃত্ব ও বলিষ্ঠতা নিয়ে রজার কয়েকটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন তাতে মনে করা যেতেই পারে তার কেরিয়ার আরও দীর্ঘায়িত হল। কারণ এখনও তার র‍্যাকেট যে কথা বলছে তা বারবার প্রমাণ পাচ্ছে। সৌরভ যখন ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তার পর আরও ৫ বছর চুটিয়ে খেলতে পারতেন তিনি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অভ্যন্তরীন চিত্রনাট্য মহারাজকে দ্রুত অবসরে যেতে বাধ্য করে। ফেডেরারের ক্ষেত্রে অবশ্য সেই বাধ্যবাধ্যকতা নেই। এখন যদি ফর্মের চূড়ান্তে থাকতে থাকতে তিনি সরে যান তাহলে আলাদা ব্যাপার। না হলে রজারের পক্ষে এখনও আগামী ২-৩ বছর গ্র্যান্ডস্ল্যাম সার্কিটে দাপিয়ে বেড়ানোর কথা।

বস্তুত বয়সের থেকেও অভিজ্ঞতা ও ফিটনেস এখানে শেষ কথা বলবে। আর সত্যি বলতে তিনি তো এখনও চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন। তাও আবার উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে। সেদিক থেকে রজার ফেডেরারকে এখনও অপ্রতিরোধ্য ফেডেরার বলাও চলে। যাঁর অশ্বমেধ ঘোড়া এখনও ছুটে চলেছে সমান তালে। যাতে ছেদ পড়ার কোনও আবহ এখনও গড়ে ওঠেনি। সুতরাং এই বুম-বুম ফেডেরার ম্যানিয়াক এখনও চলছে, হয়তো চলবেও আগামী বেশ কিছুদিন তথা বছর।

অলিম্পিক্সে আসুক ক্রিকেট

রবীন সিং : দাবিটা উঠেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। যে খেলা ভারতীয়দের জীবনে একরকম ধর্ম হয়ে উঠেছে সেই ক্রিকেটকে অলিম্পিক্স গেমসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর কাকতালীয়ভাবে সেই প্যারিসেই ক্রিকেটকে ফেরানোর দাবি উঠেছে (২০২৪-এর অলিম্পিক্স বসছে ফ্রান্সে) যেখানে ১৯০০ সালে শেষবারের মতো ক্রিকেট শামিল ছিল অলিম্পিক্সে। মুশকিল হল ক্রিকেট অলিম্পিক্সে শামিল হোক তা কিছুতেই চাইছে না ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা বিসিসিআই। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি ক্রিকেট সম্পূর্ণ অন্য ধরণের একটি খেলা, যা অলিম্পিক্সের সঙ্গে বেমানান। ঘটনা হল এই ছেদো যুক্তি দিয়ে বিসিসিআই যতই অলিম্পিক্স ক্রিকেট তখনই অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে যখন প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারী দেশ তাদের সেরা টিম পাঠাবেন এখানে। এতেও ঘোরতর আপত্তি রয়েছে ভারতীয় বোর্ডের। তাদের সাফ বক্তব্য, এতে মোটেই আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে না সংস্থা বা ক্রিকেটাররা। সেই সময়টা কোনও সিরিজ বা টুর্নামেন্ট খেলে বাড়তি রোজগার করা যাবে বলে বিশ্বাস তাদের। যদিও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড তাদের এই দাবি প্রত্যাহার করে কিনা, আর ক্রিকেট অলিম্পিক্সের মূল স্রোতে ফিরতে পারে কিনা তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন।

সদ্য স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর নিশ্চিতভাবে অনেকেরই পছন্দ হবে

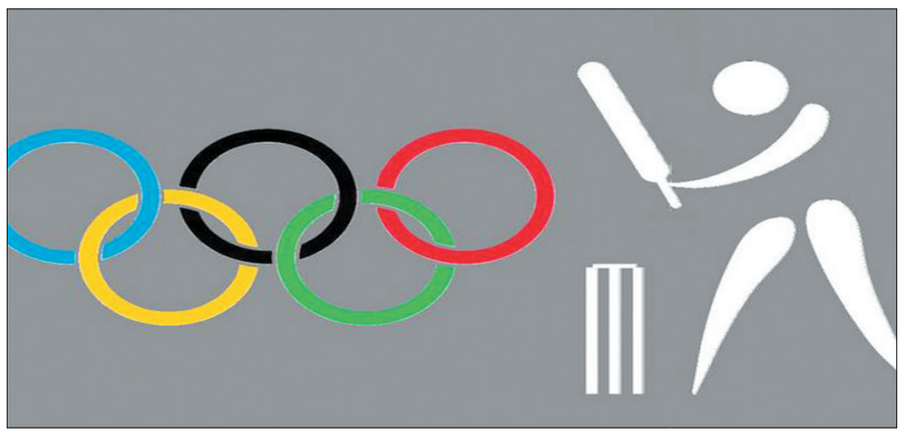

ক্রিকেটে যোগ দিতে না চান না কেন, আসলে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা ভয় পাচ্ছে তাহলে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে চলে যেতে হবে তাদের। স্বভাবতই বিশ্ব ক্রিকেটের ধনী সংস্থা তখন যাবতীয় মৌরসিপাট্টা হারিয়ে একরকম দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআইকে ক্রিকেট অলিম্পিক্সের কথা বললেও তাতে কান দিতে চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেটের এই নিয়ামক সংস্থা। তাছাড়া অলিম্পিক্সে না ক্রিকেট সম্পর্কিত আলোচনা। কারণ, এবার বিরাটবাহিনী বিশ্বকাপ জিতবে দেশবাসী যেন তা ধরেই নিয়েছিল। সেই জায়গায় সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে এই সেটব্যাট ক্রিকেট নিয়ে কোনও আলোচনায় সায় দেবে না এটাও ঠিক। তাঁদের ভাবতে হবে এখনও এদেশে ক্রিকেট ধর্মের মতো মর্যাদা পেয়ে থাকে। সুতরাং দুম করে ক্রিকেটকে বাদ দিয়ে দেব এই ভাবনা অন্তত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ১৯৮৩-র সেই বিশ্বজয়ের পর ৮৭ এবারের সেমিতে বিদায়ের ধাক্কাও অচিরে কাটিয়ে উঠবে ভারতীয় সমর্থকরা। ফলে অলিম্পিক্সের মতো জায়গায় যদি ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এদেশের ক্রিকেট সর্বজনীন রূপ লাভ করতেই পারে তখন। সেদিক থেকে বিচার করে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডেরও উচিত এই দাবিকে সামনে রেখে সোচ্চার হওয়া। এতে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এমন এড়ানো যাবে তেমনই সারা দুনিয়ায় ভারতীয় ক্রিকেটের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com